শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

গোরা সিংহরায়
-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা ১২
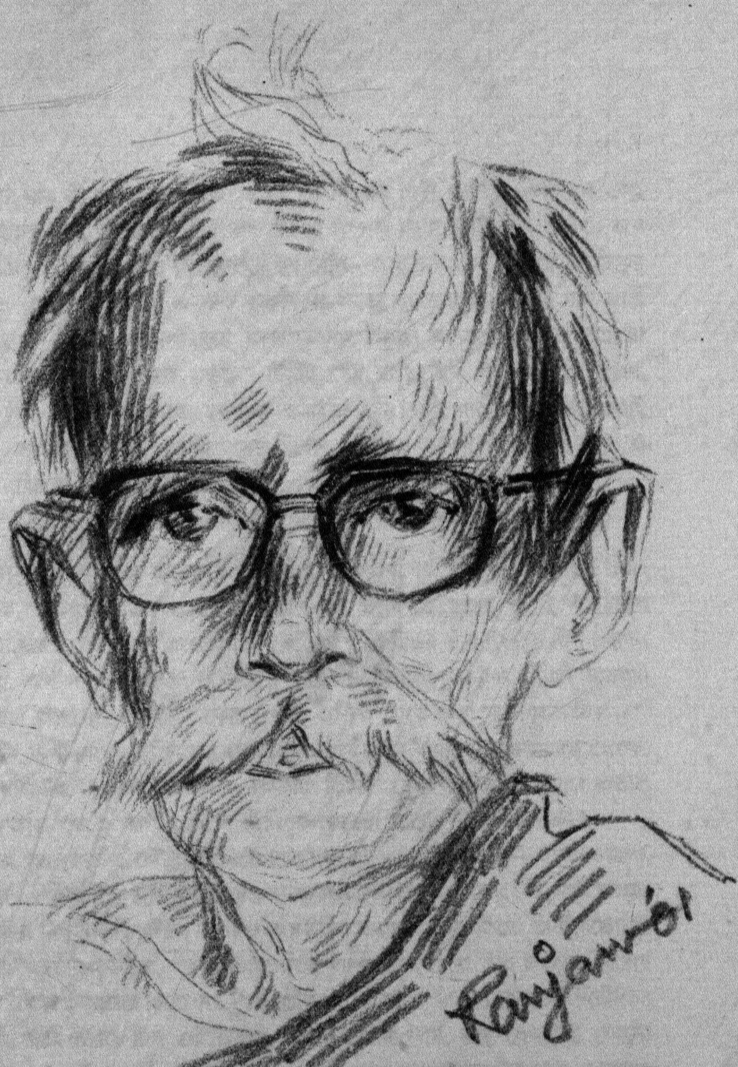
'আমার নাম শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর চাষী অব্রাহ্মণ, আমাকে কেহ বাবাঠাকুর কেহ কাকাঠাকুর—অর্থাৎ যার যা সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকত, তবে "দাদাঠাকুর" বলে ডাকার লোকসংখ্যা খুব বেশি—তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বুঝায়। এমনকি কলকাতার মতো শহরেও আমার এই নাম জারি হয়েছে।'—নিজের আত্মপরিচয়ে লিখছেন দাদাঠাকুর। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দাদাঠাকুর সম্পর্কে মন্তব্য : 'ইনিই সেই ভাঁড়। ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্ট করিয়া সকলকে হককথা শুনাইয়া দেন। বেচারার জাঁকজমক কিছুই নাই—সদানন্দ পুরুষ।' এমনই মানুষ ছিলেন বাঙালির সর্বকালের প্রাণের মানুষ ও সর্বজনবিদিত কালজয়ী দাদাঠাকুর।

২.

দাদাঠাকুরের সাহিত্যে প্রবেশের পূর্বে তাঁর ব্যক্তিমানসের কিছু পরিচয় দিই। যথা:

এক. প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও রঙ্গরসিকতা—এই ভগবদ্দত্ত গুণের জন্যই দাদাঠাকুর অপরাজিত। যে-কোনো প্রশ্নের শানিত ও মর্মস্পর্শী উত্তর তাঁর রসনায় ছিল প্রস্তুত।

দুই. অর্থ-সম্পদে স্বচ্ছল না হলেও অন্তঃসম্পদের বিপুল ঐশ্বর্যে তিনি বিত্তবান ছিলেন। জীবনে কোনোদিন কোনো ধনী ব্যক্তির কাছে মাথা নত করেননি।

তিন. উপনিষদের উক্তিমতো যেন তিনি 'একোঽহম্ বহুস্যাম'—একাধারে লেখক, কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, প্রকাশক—আবার তিনিই সেই কাগজের হকার। প্রত্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ থেকে কাগজ ছেপে তিনি কলকাতার রাস্তায় বিক্রি করতেন।

চার. অনেকরকম কৌতুকাভিনয়ে দাদাঠাকুরের পারদর্শিতা ছিল—কাবুলিওয়ালা, রামায়ণ-পাঠক, হিন্দুস্থানি কনস্টেবল, চানাচুরওয়ালা, নেশাখোর, শাশুড়ি-বধূর কলহ-ইত্যাদির নিখুঁত অভিব্যক্তি। ভাষা ও অঙ্গভঙ্গির যথাযথ অনুকৃতিতে তা উপভোগ্য।

পাঁচ. স্বভাব-সরলতা, পরদুঃখ-কাতরতা, আর্তজনের সেবা তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। স্বল্প-আয়ের মধ্যে বহু দুঃস্থ ব্যক্তি ও ছাত্রদের সাহায্য করতেন নিয়মিত।

ছয়. তাঁর চরিত্র ছিল কৌটিল্যের মতো। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র যেখানেই কোনো ব্যাধির লক্ষণ দেখেছেন, সেখানেই তাঁর মুষ্টিযোগ অব্যর্থ। দুঃখীর দুঃখ-মোচনের জন্য যেমন, নির্যাতিতের পীড়নের বিরুদ্ধে তেমনি বজ্রকঠিন। স্পষ্টভাষী ও সাহসী ছিলেন তিনি।

সাত. সমস্ত বিলাসিতার বিরুদ্ধে ছিলেন দাদাঠাকুর। আজীবন কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এমনকি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও

মিতব্যয়ী। বাবুগিরি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না—যাদের বাবুগিরির শখ আছে, অথচ তা পূরণের সামর্থ্য নেই তাদের মজা করে বলতেন, 'কেমিক্যাল-বাবু'।

আট. কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত হলে তিনি আঘাত করবেনই। তবে তাঁর আঘাত এতই সূক্ষ্ম যে তা সুখাবহ। আর সেই আঘাত মন থেকে মুছে যাওয়ার মুহূর্তেই জেগে উঠত যন্ত্রণা—আঘাত-প্রাপ্তকে করে তুলত বিদ্রোহী। সেজন্য দাদাঠাকুরের প্রতি বীতরাগীর সংখ্যাই বেশি। সমাজের অ-কল্যাণকর বিষয়ে তিনি খড়গহস্ত। মদ্যপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাঁর উক্তি : 'দেবি সুরেশ্বরি! বোতলবাসে/ভূতলশায়ী কর নিজ দাসে।/নর্দমকর্দম-লিপ্ত শরীরে,/কাপুরুষাধম কর কত বীরে।' স্বামীব উদ্দেশে তাঁর নববধূর গান : 'তুমি প্রভু, আমি দাসী/আমি স্ত্রী তুমি স্বামী।/ কারণ তোমার বাবা মহাজন, আর/আমার বাবা আসামি॥/মুখে বলেন—বেহাই-বেহাই/অল্পে কিন্তু দেননি রেহাই/তাঁর মুখে মধু, অন্তরে বিষ,/ব্যবহারে চাষামি॥' 'বামুন পন্ডিত কটাই' কবিতায় ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'আমরা হিন্দু-সমাজে কসাই,/লোকে ভক্তিতে কয় গোঁসাই,/জেনো টাকা-সিকে নিতে দ্বিপদ পাঁঠার/গলা ঘেঁসে ছুরি বসাই।/আমরা ধর্মের ধ্বজাধারী,/আর পরপার-কান্ডারী...।' সমাজ-নেতার সম্পর্কে তাঁব মন্তব্য : 'বক্তৃতাতে মানুষ ভোলায়/দিয়ে চোখে ধুলো—/সমাজেরই গলদ হচ্ছে/এই জানোয়ারগুলো।'

পরিমল গোস্বামী দাদাঠাকুরের চরিত্র-বিশ্লেষণে পেয়েছেন : কৌটিল্য, বিদ্যাসাগর, বীরবল, গোপালভাঁড় ও মুকুন্দরাম-প্রভৃতির সংমিশ্রণ।

৩.

কবিতাকে উচ্চস্তরের ভাবলোকের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে যাঁরা আগ্রহী, দাদাঠাকুরের সৃষ্টি তাঁদের মতে প্রথম শ্রেণীব নাও হতে পারে। কিন্তু দাদাঠাকুরের অধিকাংশ রচনাই সম-সাময়িক (topical) বিষয়ের উপরে অতি দ্রুত extempore রচনা। অধিকাংশই স্ব-সম্পাদিত পত্রিকার পৃষ্ঠা-পূরণের জন্য সাংবাদিকমূলক। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক কোনো বিষয়-সম্পর্কে টিকা-টিপ্পনি কালের বিচারে অর্থহীন। সেই ঘটনা যতই তথ্য-ভাষায় সমৃদ্ধ হোক, পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে তার আবেদন অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, কি কারণে, কোন্ জাদুতে বা রচনার কোন্ বৈশিষ্ট্যে দাদাঠাকুর এই-সময়ের এক বিশিষ্ট লেখক এবং পরবর্তীকালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন তাও বিচার্য। আসলে তিনি যে বিষয় নিয়েই লিখতেন তা-ই অত্যন্ত উপভোগ্য হত। সর্বজনীন বিষয় নিয়ে লেখা সেই কবিতা-গান-প্যারডিগুলি শাশ্বতকালের আস্বাদ্য রস-রচনায় পরিণত।

৪.

হাসি মানবজীবনের সঞ্জীবনী-সুধা। সমস্যা-জর্জরিত বর্তমান সমাজে হাসি বড়োই দুর্লভ। বাঙালি জাতি ক্রমশ হাসবার ও হাসাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে—এই ছিল দাদাঠাকুরের আক্ষেপ। তাই সেই দুর্লভ জিনিসই সারাজীবন মানুষের মনে ফেরি করেছেন তিনি। বলতেন, 'Humour, Satire, wit are in my publication'। রসিকতা (Humour) পাঠককে হাসায় মজার ঘটনার জন্য। Stephen Leacock,

Humour সম্পর্কে বলেছেন : 'Kindly contemplation of life'। দাদাঠাকুরের রচনায় তার অভাব ছিল না। আবার মেরেডিথ এই-জাতীয় হাস্যরসের মধ্যে যে নৈর্ব্যক্তিকতার উল্লেখ করেছেন সেই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যও তাঁর ছিল। তার বড় প্রমাণ, অনেক ক্ষেত্রে নিজেকেই ব্যঙ্গের পাত্র নির্বাচন। নিজের প্রতি অভদ্র উক্তি করেও তিনি একাধিক কবিতা লিখেছেন। 'কলকাতার ভুল' কবিতার পাল্টা জবাব হিসাবে 'আত্মঘাতী দেবশর্মা' ছদ্মনামে লিখেছেন 'কলকাতার খেদ' : 'দাদাঠাকুর, ভুল লিখলেন যিনি,/আমি বলি তাকে,/রাগ করো না দাদাঠাকুর/পার্সোনাল অ্যাটাকে।' আবার ব্যঙ্গ (Statire)-এর মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপ-সমালোচনা বা নিন্দা প্রকাশিত হয় ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি। সেখানে অনেকক্ষেত্রে জ্বালার পরিবর্তে তাঁর রচনাকে সজীব ও সরস করে এক স্নিগ্ধ কৌতুক। Wit-এর প্রধান উপজীব্য বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য—এ-জাতীয় রচনায় অনেকাংশ Pun বা শব্দ নিয়ে খেলা। একটি শব্দকে অখন্ড বা খন্ডিতভাবে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ এই কৌতুকের সহায়ক। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত—সমস্ত ভাষার শব্দের খেলাতেই দাদাঠাকুর ছিলেন জাদুকর। কিছুক্ষেত্রে আবার ভিন্ন ভাষার শব্দের সহায়তায় নতুন শব্দের সৃষ্টি করে অভিনব অর্থের দ্যোতনা আনতেন। তাই পাঠকদের কাছে তিনি : 'পানেশ্বর'।

৫.

যে-কোনো বিষয়কে চিরাভ্যস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে আড় করে ধরে দেখলেই তার অসঙ্গতি হাস্যরসের উদ্রেক করে। তাই সরস কবিতা-রচনার বিষয়বস্তু দাদাঠাকুরের কাছে অকিঞ্চিৎকর। যে-কোনো সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিজের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে অভিনবরূপে দেখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। একেবারে নীরস বিষয়কেও সরস করতে তুলতেন পরিবেশনের ভঙ্গিতে। মনের মতো বিষয়বস্তু তাঁর কবিত্বশক্তিকে উদ্দীপিত করত। দাদাঠাকুরের 'কলকাতায় ভুল' গানটি বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। গানটি গ্রামোফোনে রেকর্ড হয়। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে দিলীপকুমার রায়ের সংবর্ধনা-সভায় এটি গীত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাতি পায়। তাঁর সরস কবিতা ও গানে আর-একটি প্রবণতা লক্ষণীয়। মাঝে-মাঝে তিনি রূপকের আশ্রয় নিতেন। এই রূপক কখনও দেব-দেবীকে নিয়ে আবার কখনও আদালতের মামলার সম্পর্কে। দেব-দেবীর রূপের সরস সত্য পরিবেশিত হয়েছে 'শুক-শারীর দ্বন্দ্ব' কবিতায়। 'হরপার্বতী-সংবাদ' কবিতার বিষয় 'স্বায়ত্ত-শাসন'। মামলার আঙ্গিকে রচিত 'একখানি আরজী' ও 'তামাদী আরজী'। সংলাপধর্মী বিতর্কমূলক কবিতা 'শাশুড়ি-বধূ-সংবাদ', 'বেটা-বেচার ফল'; নির্বাচন-সংক্রান্ত কবিতা 'ভোটামৃত', 'ভোট দিয়ে যা' -ইত্যাদি।

প্যারডি-রচনায় দাদাঠাকুরের ক্ষমতা সর্ববিদিত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, বাউলগান—কিছুরই প্যারডি করতে তিনি বাকি রাখেননি। যথা : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা বিলাত-ফের্তা ক-'ভাই'-এর সুরে 'ভাষার নমুনা', 'আমার জন্মভূমি'র সুরে 'স্বায়ত্ত-শাসন', 'ভাঙা ঘরে থাকব না আর', বাউলের সুরে 'ত্রেতার বীর', রামপ্রসাদী সুরে শ্যামা-বিষয়ক গান -ইত্যাদি। তাঁর 'টাকার ঊনপঞ্চাশৎ নাম' প্যারডি-সাহিত্যে একটি মূল্যবান

সংযোজন। পরে তিনি এই গানটিকে 'শতনামে' পরিবর্তিত করেন। এই সংকলনে আমরা দ্বিতীয় পাঠকেই গ্রহণ করেছি।

৬.

দাদাঠাকুর খাঁটি বাঙালি তথা বাঙালি জাতির বিদূষক। ঈশ্বর গুপ্ত যে-অর্থে খাঁটি বাঙালি, দাদাঠাকুরও তাই। মেকির প্রতি ক্রোধ, ব্যঙ্গ-প্রবণতা, বাক্যে সরসতা, সম-সাময়িক বিষয়ে topical রচনা ও পত্রিকাব সম্পাদকীয় রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য। ঈশ্বরগুপ্তের ভোজন-বিষয়ক কবিতার (আনারস, পাঁটা, তপসী মাছ, হেমন্তে বিবিধ খাদ্য) সঙ্গে দাদাঠাকুরের রসনা-রসিকতার কবিতা (পেটুক বামুন, আহার-মাধুরী) ইত্যাদির মিল পাওয়া যায়। তবু পার্থক্যও ছিল—ঈশ্বর গুপ্তে হিন্দু-ধর্মের আচার-সংস্কারের গোঁড়ামি, আর দাদাঠাকুরে সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্তি এবং উদারতা।

৭.

সংবাদপত্র-পরিচালনায় দাদাঠাকুর ছিলেন 'একোমেবাদ্বিতীয়ম্'। 'পন্ডিত প্রেস' ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা থেকে তাঁর জীবন ও জীবিকার পথ চলা শুরু। নিজেই তিনি সেই ছাপাখানার প্রোপাইটার, কম্পোজিটার, প্রুফরিডার, ইংকম্যান ও হকার। দুটি পত্রিকা 'জঙ্গিপুর-সংবাদ' ও 'সেরা-বিদূষক' এবং 'বোতল-পুরাণ' পুস্তিকা প্রকাশের ও পরিচালনার মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার, মূর্খতা, ভণ্ডামি, প্রাকৃতিক-বিপর্যয়, আন্তর্জাতিক-পরিস্থিতি কোনো-কিছুকেই দাদাঠাকুর উপেক্ষা করেননি। সুদূর পল্লীগ্রামে থেকেও দুটি বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সংবাদপত্র পরিচালনা একালের প্রজন্মের সাংবাদিকদের কাছে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কেবলমাত্র শুষ্ক সংবাদ পরিবেশনই নয়—পরিচ্ছন্ন রসবোধ, কণ্টকহীন হিউমার, তীব্র অথচ নির্দোষ ব্যঙ্গ-কবিতার মাধ্যমে তা মনোগ্রাহী করে তুলতেন। দাদাঠাকুর তাঁর পত্রিকার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ ও তার বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিজ্ঞাপন পরিবেশনেও তাঁর মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। বিজ্ঞাপন-শিরোনাম ও তার পরিবেশনগত বৈশিষ্ট্য ছিল অতুলনীয়। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করতেন কলকাতা থেকে নিলামে কেনা কাঠের ব্লকের নয়নমুগ্ধকর ছবি। মানবতার অমৃত সম্পদে ধনী ছিলেন দাদাঠাকুর,—সেজন্য সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্র তাঁর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে কালোত্তীর্ণ-অমরত্ব লাভ করেছে।

৮.

জীবিতকালেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন দাদাঠাকুর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর রচিত কোনো প্রামাণ্য সংকলন সুষ্ঠভাবে অদ্যাপি প্রকাশিত হয়নি। দাদাঠাকুরের রচনার সংকলনগুলি হল—বিশ্ববাণী প্রকাশনী-র 'দাদাঠাকুর-রচনা সমগ্র' (এক খন্ড) ও শ্রী অনুত্তম পন্ডিত-সম্পাদিত 'সেরা বিদূষক' (দুই খন্ড)। দাদাঠাকুরের সম্পর্কিত বই : নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর', নির্মলরঞ্জন মিত্রের 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর'

ও শ্রী কৃশানু ভট্টাচার্যের 'সাংবাদিক দাদাঠাকুর'। এগুলির অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া এদের মধ্যে দাদাঠাকুরের সমুদয় বা বিশেষ কোনো শ্রেণীর রচনা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সংকলিত হয়নি। দাদাঠাকুরের জীবৎকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থ না থাকায় এবং তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য থাকায় এখানে তাঁর কবিতা, গান ও প্যারডি পৃথক-পৃথকভাবে প্রকাশকাল-অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এই 'হাসির অবতার'-এর প্রাণস্পর্শী কবিতাগুলি চিরদিন দুষ্প্রাপ্য থাকায় কাব্য-রসিক বাঙালি-পাঠকের পরিতাপের অন্ত ছিল না। ভারবির 'শ্রেষ্ঠ-কবিতা-গ্রন্থমালা'য় তাঁকে গ্রহণ করতে পেরে আমরা স্বভাবতই আনন্দিত। আমাদের এই সংকলন-কর্মে দাদাঠাকুরের পরিবারের সকলেরই আকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষভাবে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি শ্রী অনুত্তম পণ্ডিতের আন্তরিক আগ্রহে ও সক্রিয় সহযোগিতায় এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন হল। দাদাঠাকুরের এই সংকলনটি পাঠক-সমাজে তৃপ্তিদায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

২ জানুয়ারি, ২০০১ গোরা সিংহরায়

সূচিপত্র

কবিতা :

কবিতা

গুরুখ ঘোড়ের গান

তামাক সর্ব বিঘ্ন বিনাশক।
বিপদে-সম্পদে, বিবাদ-বিসম্বাদে
আমোদে-আহ্লাদে অতি আবশ্যক।
কিবা সুবাসিত তামাক বাজারে বিকায়,
বাঁধা দর তার, সওয়া সের টাকায়,
অন্ধকারে খেলেও গন্ধ না লুকায়,
যে খায় সে পায় বড় সুখ॥
বাড়িতে দশজন একত্রে বসিলে,
কিম্বা কোন কার্যে কুটুম্ব আসিলে,
অগ্রে তামাক দিয়ে নাহি সম্ভাষিলে,
তাকে দেয় লোকে অধিক ধিক॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আদি কন্যাসম্প্রদান,
অনাহার করা শাস্ত্রের বিধান,
সে দিনেও লোকে করে ধূমপান,
খায় হিন্দু-মুসলমান একাধারে দেখ॥
কলিকালে দেখ তামাকের সম্মান,
যবনের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও খান,
শুনে হুঁকোর টান, চমকে উঠে প্রাণ,
যে না খায় সে মহাপাতক॥
ও রসে বঞ্চিত দীন জঙ্গলী কান্ত,
জনমে জানে না তামাকের কি গুণ তো,
যে দিনে এ দীনে হইবে প্রাণান্ত,
বাঁধিবে কৃতান্ত সেই ভাবনা অধিক॥

জ স ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২। ২ বর্ষ ২ সংখ্যা

পল্লীবাসী কবির ক্ষুদ্র কবিতা

কেন এত ভালোবাসি, তোমার ও মধু-হাসি।
ভাবি তাই দিবানিশি, বসিয়া বিরলে গো॥
আমার এ হৃদি-মাঝে, জানি না গো কেন বাজে।
তোমার ও মধু-স্মৃতি আকুলিয়া প্রাণ গো॥
সদা প্রাণ তোর (ই) ভাবে, চায় শুধু থাকি ডুবে।
কি জানি কিসের তরে, ভাবিয়া না পাই গো।।
পুরিবে কি সব আশা, মিটিবে কি সব তৃষ্ণা।
সংসারের সার যত, তোমারে পাইলে গো।।

কি হলে পাইব তোমা
বলে দাও আমারে,
দেখাও করুণা-আলো
মরি যে গো আঁধারে।
কোথা গেলে পাব তোমা
কোন দূর দেশেতে,
যেতে কি পারিব সেথা
ক্ষুদ্র এই শক্তিতে।
যদি নাহি পারি যেতে
দেখা নাহি পাই হে,
মনে রেখ সেইদিন
প্রাণ যবে যাবে হে।

আমার আমার করি ক্ষুদ্র এই সংসার।
ভাবি নাই তব নাম দিনান্তেও একবার॥
কেটেছে মোহের ঘোর এবে দেখি অন্ধকার।
পাথারে ডুবিল তরি মিলিল না কর্ণধার॥

আর কেন মন আশার আশে
মিছে ভাবনা ভাবছ বসে?
ভাবতে যদি থাকতে সময়
মরতে না এই হা-হুতাশে।

এখন যা হবার তা হয়ে গেল
কাজ কি গো আর হেথা বসে,
প্রাণ ভরে মন বল হরি
ঘুরে বেড়াও দেশ-বিদেশে।

দয়াল হরি করলে দয়া
কেটে যাবে তোর মোহ মায়া।
নামিয়ে তখন পাপের বোঝা
হাতের পাঁচ নিয়ে পড়বি খসে।

জ স ১ আষাঢ় ১৩২২। ২ বর্ষ ৫ সংখ্যা

শুক-সারীর দ্বন্দ্ব

সকল গুণে গুণনিধি কৃষ্ণ আমার।
কৃষ্ণ আমার, প্রভু আমার, প্রভু আমার ধর্মাবতার॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ বনিয়াদী ধনী।
সারী বলে ছোঁড়া পীত-ধড়া পরাও জানি।
ব্রজের সালিস মানি॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বাবুগিরি।
সারী বলে পরের পেলে আমিও তো পারি।
করে ডাকাত চুরি॥
শুক বলে তাইতে বেঁধেছিলেন যশোমতী।
সারী বলে বৈকুণ্ঠনাথ জানেন সে দুর্গতি।
বোধ হয় আছে স্মৃতি॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ সকল ধনে ধনী।
সারী বলে লিখিতং এ নাম লেখা ঘুচেনি।
এখনও আছে ঋণী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কিবা বাঁকা ঢং।
সারী বলে সাঁওতালদের মতো গায়ের রং।
আলকাতরা মাখান সং॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কিবা মোহন ছাঁদ।
সারী বলে আহা! যেন অমাবস্যার চাঁদ;
কেন ঘটাও প্রমাদ?
শুক বলে আমার কৃষ্ণে সকল লোকে মানে।
সারী বলে বিদ্যা-বুদ্ধি সকল লোকেই জানে।
প্রকাশ গোচারণে॥
শুক বলে পড়তেন কৃষ্ণ ইংলিশ, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ।
সারী বলে রোজই হত স্ট্যান্ড আপ অন্ দি বেঞ্চ।
কানে ঘুরিত রেঞ্চ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের প্রাইজ পেল।

সারী বলে তখন বুঝি লাস্ট প্রাইজটা ছিল।
নইলে কোথা পেল॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণে প্রভু কন সকলে।
সারী বলে বেদেনীরাও হীরামণি বলে।
নাচায় তালে-তালে॥
শুক বলে দেশের লোকে কৃষ্ণ অনুরাগী।
সারী বলে খোসামোসি কাজ বাগাবার লাগি।
ও সব সুখের ভাগী॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ বাজান মোহন বাঁশি।
সারী বলে ফুঁকবে শিঙ্গা তোমার কালোশশী।
পড়ে থাকবে বাঁশি॥
শুক বলে হবেন কৃষ্ণ গৌর অবতার।
সারী বলে দেখ্‌ব আবার তোর কৌপিনী সার।
কতদিন বাকি আর?
শুক সারী দুজনাতে করুক এখন দ্বন্দ্ব।
দীনের কষ্ট ঘুচাও হে শ্যাম, রাধা গোবিন্দ!
মোদের কপাল মন্দ॥

১৯ শ্রাবণ ১৩২২। ২ বর্ষ ১২ সংখ্যা

হর-পার্বতী সংবাদ

হর প্রতি প্রিয়, ভাবে বশ হৈমবতী।
স্বায়ত্ত শাসন ফল কহে পশুপতি॥
কোন্ গ্রহ হৈল রাজা কেবা মন্ত্রী তার।
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর॥
ভব কন ভবানীকে মধুর বচনে।
ভারি গোলযোগ এবে স্বায়ত্ত শাসনে॥
রাজশক্তি প্রজাদের মঙ্গল-কারণ।
স্বায়ত্ত শাসন প্রথা করে প্রচলন॥
রাজার প্রদত্ত এই স্বায়ত্ত শাসনে।
প্রজাগণ অধিকারী সভ্য নির্বাচনে॥
স্বার্থপর শয়তানের শয়তানিতে ভুলে,
ডুবিছে নিরীহ প্রজা স্বখাদ সলিলে॥
মিথ্যা প্রলোভন কিম্বা পীড়নে পড়িয়া।
অযোগ্যারে যোগ্য বলে বুঝিতে নারিয়া॥

লভ্য আগে অনেকেই সভ্য হতে চায়।
দেশের-দশের হিতে ক-জন দাঁড়ায়?
রোগীর শুশ্রূষা আর মৃতের সৎকারে।
তাহলে কি লোকাভাব হইত সংসারে?
কেহ ভাবে সভ্য হলে মান বৃদ্ধি হবে।
কেহ ভাবে দেশে মোর প্রভুত্ব বাড়িবে॥
কেহ সভ্য-পদপ্রার্থী অর্থ পাব বলি।
কেহ ভাবে করে নেব ফাঁপর দালালী॥
লোকহিতে স্বার্থত্যাগ করেন কেবল।
হেন মহাজন কিন্তু অতীব বিরল॥
যদিও বা আছে দেশে দুই-একজন।
হয়ত সহায়হীন না হয় নির্ধন॥
জমিদার মহাজন পাশ করা লোক।
এ বিভাগে সভ্য হয় অধিক সংখ্যক॥
জমিদার আর মহাজন সভ্য হয়।
প্রজা ও ঘাতকগণে দেখাইয়া ভয়॥
নিজে সভ্য হইয়াও মিটেনাকো আশ।
দলপুষ্টি করিবারে করেন প্রয়াস॥
আপনার অনুগত সভ্য নির্বাচন।
করিবারে করে পুনঃ কাঙ্গাল পীড়ন॥
স্বার্থত্যাগী মহাত্মারা ভোট নাহি পাবে।
রাজার কোটাল হলে সেও সভ্য হবে॥
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা শুন আমি কহি।
এক স্থানে সভ্য এক ধনীর সিপাহী॥
পাশ করা লোক দেশে আছে দু-প্রকার।
তাহাদের কথা আমি বলিব এবার॥
একদল তেজী, নাহি জানে খোশামোদি।
সভ্য হতে পারে নাই তারা অদ্যাবধি॥
অন্যদল পায়ে ধরা, বিষম বেহায়া।
ভোট পাব বলে ধরে বড় লোক পায়া॥
লেখাপড়া শিখিয়াছে তবু এ প্রকৃতি।
এদের স্কন্ধেতে আছে লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
বিদ্যায় ভূষিত কিন্তু চিত্ত ভয়ঙ্কর।
মণিতে ভূষিত যথা দুষ্ট বিষধর॥
মূর্খ যারা সভ্য হয় সুপারিশ-জোরে।
গণ্ডায় পোজান আণ্ডা সভার ভিতরে॥

এদের দুর্দশা আমি বলি গোপ দেবি।
(যেন) আসে বসে চলে যায় বায়স্কোপ ছবি॥
তিনটে কলম ভাঙে নাম দস্তখতে।
তবুও বাসনা আছে মেম্বর হইতে।
রাজশক্তি করে কিছু সভ্য নির্বাচন।
তাই আজও বেঁচে আছে স্বায়ত্ত শাসন॥
নির্বাচিত সভাগণ হয় দুইদল।
সভাপতি নির্বাচনে কলহ কেবল॥
আজিও হয়নি দেবি! সভ্য নির্বাচিত।
সে কারণে এ সংবাদ আছে অনিশ্চিত॥
মোটামোটি অনুমান করে নিতে পার।
যার দলে সভ্য বেশি তার পোয়া বার॥
সভ্য হন এ প্রভুরা হাতে-পায়ে ধরি।
ভক্তে বসে করে শেষে দন্ত কিড়িমিড়ি॥
চিরদিন এ প্রভুত্ব থাকেনাকো ঠিক।
কার্যশেষে পরে হন পুনশ্চ মূষিক॥
যেমন অদৃষ্ট তেমনি ফল ভোগ করে।
আবার মাগিয়া ভোট ফিরে দ্বারে-দ্বারে॥
আর এক কথা দেবি! কর অবধান।
পরজন্মে ইহাদের দণ্ডের বিধান॥
গরিবে পীড়ন করি সভ্য যারা হয়।
মরিয়া ড্রেনের পোকা হইবে নিশ্চয়॥

ত স ২২ ভাদ্র ১৩২২। ২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

ত্রেতার বীর

হুপ্-হুপ্-হুপ্
গোল করিস না চুপ্,
(দেখ) যেমন আমার বল-বিক্রম
তেমনি আমার রূপ।
পরের গাছের আম কিম্বা,
পরের বাড়ির পাকা রম্ভা,
ছিঁড়ে নিয়ে দিই লম্বা,

খাই কুপ্‌-কুপ্‌।
গোল করিস্‌ না চুপ্‌॥

আমি ত্রেতা যুগের বীর,
বুদ্ধি ভারি ধীর,
এ-চাল হতে ও-চাল যাই,
থাকিনাকো স্থির।
অশোক বন হতে,
আম আনি ভারতে,
এমনি তোরা নিমকহারাম
দিসনাকো খেতে,
খেতে গেলে করিস তাড়া
নিয়ে ধনুক-তীর।
আমি ত্রেতা যুগের বীর।
এখন নাই আমার সে দিন,
ক্রমে তনু হচ্ছে ক্ষীণ
তার উপরে ছোঁড়াগুলো
দেখ্‌লে বাজায় টিন।
কাজেই আমার নাচতে
হয় ধাতিন্‌-তিন্‌-তিন্‌॥
সবাই কাঁপে আমার তেজে,
বোধ হয় মালুম পাচ্ছ লেজে,
আমি সাগর বেঁধেছি,
রাবণ বধেছি,
সোনার লঙ্কা আগুন দিয়ে
দগ্ধ করেছি,
হাতে-মুখে-পায়ে আমার
আছে তাহার চিন্‌।
এখন নাই আমার সে দিন॥
কুত্তায় কামড় মারে,
তাইতে লেজ নিয়েছি ঘাড়ে,
এখন কুকুর দেখে ভয় করিনে
আর কি খেতে পারে?
আমার পেছন ছোটে যদি
মারব্‌ এক আছাড়ে।
আমি লেজ নিয়েছি ঘাড়ে।

জ স ২২ ভাদ্র ১৩২২। ২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

পুজায় দ্বিপত্নীকের বিপদ

শ্রীল শ্রীযুত শ্রীশবাবু শ্রীরামপুরে বাড়ি।
বিদ্যা-বুদ্ধি চলনসহি, শৌখিন কিন্তু ভারি॥
ডাক নাম তার ফটিকবাবু ফুটফুটে চেহারা।
নাদুস্-নুদুস্ দেহখানি দোহারা পাহারা॥
এক পুত পুত নয়, এক চোক নয় চোক।
এইজন্য উঠে বাবুর দুটো বিয়ের ঝোঁক॥
বড় বউটি শ্যামবর্ণা নামটি তার জলদা।
ছোটটির নাম সুহাসিনী বর্ণটি বেশ সাদা॥
ছোট গিন্নি পেয়ার বেশি কার বা তা না হয়?
বড় বউকে দেখে কিন্তু ফটিক করে ভয়।
গিন্নিদুটি ভিন্ন বাবুর আর কেহ নাই ঘরে।
দুই বউয়েরই ছেলে-পিলে তাইরে-নারে-নারে॥
ফটিকবাবু ঠিক হয়েছেন ব্রজের বনমালী।
কভু ভজেন শ্রীরাধিকা কভু চন্দ্রাবলী॥
এই উপমা না বোঝেন তো সোজা কথায় বলি।
ফটিকবাবুর ডাইনে-বাঁয়ে শ্যামলী-ধবলী॥
ম্যালেরিয়া রোগীর সঙ্গে বাবুর দশা মিলে।
এক কোঁকেতে যকৃত যেমন আর এক কোঁকে পিলে॥
পুজোর হুজুগ লেগে গেছে বাংলা দেশটাময়।
শুনুন এবার ফটিকবাবুর বাড়ির অভিনয়॥
গত প্রতিপদের দিনে ঠিক বেলা দুপুরে।
টুলের উপর বসে ফটিক বৈঠকখানা ঘরে॥
এমন সময় ছোট গিন্নি সেই ঘরেতে ঢুকে।
পুজোর ফর্দ করল হাজির হাসি-হাসি মুখে॥
ফর্দ দেখে বলছে ফটিক তোমার যা যা চাই।
চুপি-চুপি এনে দেব গোল কর না ভাই॥
মহাল থেকে আসি বলে কলকাতা কাল যাব।
তোমার বরাত জিনিসগুলি পার্সেলে পাঠাব॥
বড় গিন্নি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে যদি।
ঝগড়া করে ফাঠিয়ে দেবে পাজি হারামজাদি॥
আমি ছিলাম এ কথাটি গোপনে রাখিবা।
তাহার কাছে বোলো এ-সব পাঠিয়ে দেছে বাবা॥
বড় গিন্নি সব শুনেছে দাঁড়িয়ে থেকে আড়ে।
হন্‌হনিয়ে একেবারে ঢুকল এসে ঘরে॥

(বলে) কিরে মিনসে হাড়-হাভাতে! আমি হারামজাদি?
একচড়ে গাল ফাটিয়ে দেব আবার বলিস্ যদি॥
বলিহারী বুদ্ধিকে তোর গণ্ডমূর্খু হাবা।
আমার ভয়ে হতে চাচ্ছ ছোট গিন্নির বাবা?
তোরও দেখছি লজ্জা নাই বেহায়া অভাগী।
কলসি-দড়ি নিয়ে জলে ডুবে মরগে মাগী॥
সতীনের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে ভারি।
অভিমানে সুহাসিনীর ঝরছে নয়নবারি॥

বড় গিন্নির বাক্যবাণ, ছোট গিন্নির অভিমান
ফটিক পড়ল বিষম সঙ্কটে।
করে দুটি শুভকর্ম, হাড়ে-হাড়ে বুঝছে মর্ম,
দু-মেগেদের এমনি দশাই ঘটে॥

জ স ২৬ আশ্বিন ১৩২২। ২ বর্ষ ২১ সংখ্যা

কেরানি-বিদায়

পুজোর ছুটি কেটে গেল
খুলবে আপিস দু-দিন বাদে।
জন্মভূমির মায়া ছেড়ে,
বিদেশ যেতে পরান কাঁদে॥

নাই কোন হাত যেতেই হবে
ওপরওয়ালা বিষম কড়া
মরি বাঁচি কম্পালসারি
ওপ্‌নিং ডে-তে জইন্ করা॥

ভুলে গিয়ে মায়ের স্নেহ
প্রিয়তমার ভালোবাসা।
বিদেশ গিয়ে দুর্গা বলে
করব শুরু কলমপেষা॥

তাড়াতাড়ি এলাম বাড়ি
হবা মাত্র পুজোর ছুটি।
বকেয়া কাঁজ বহুত আছে
ভাবতে ঝরে নয়নদুটি॥

রাত্রি জেগে সে সবগুলো
সারতে হবে তাড়াতাড়ি।
ঘুমের ঘোরে লিখতে গিয়ে
ভুলও হবে ঝুড়ি-ঝুড়ি॥

স্লিপ অফ্ পেন্ এক্সকিউজ্ মি,
বলতে হবে যুগ্ম হাতে।
এবার দফা-রফা হবে
কৈফিয়তে-কৈফিয়তে॥

যে দশ টাকা এনেছিলাম
ব্যয় হল সব বাড়ি এসে
একটি পয়সা নাইকো হাতে
রাস্তাখরচ হবে কিসে॥

কর্মস্থানে গেলে পরে
ধরবে যত পাওনাদারে।
এবার কিন্তু শুন্‌বেনাকো
দিব বললে মাসকাবারে॥

দুধওয়ালী, নাপিত, ধোপায়
দিয়ে এসেছিলাম ফাঁকি।
হোটেলওয়ালা ভাত দিবে না
বাড়ি ভাড়াও ছ-মাস বাকি॥

কেমন করে মুখ দেখাব
খাবই বা কি থাকব কোথা?
ক্ষুণ্ণ মনে ঘরের কোণে,
ভাবছি এ সব দুঃখের কথা॥

এমন সময় খোকা এসে
গলা ধরে বস্‌ল কোলে।
বললে 'বাবা বালিতে থাক্
দাৎনে বাবা আমায় ফেলে॥

এমন সময় প্রিয়তমা
কইলেন এসে মধুর ভাষে।
মহরমে না এসো যদি
এসো যেন খ্রিস্ট মাসে॥

শিশুর আধ করুণ বাণী
        অবলার এই ব্যাকুলতা।
পরাধীন বই অন্য লোকে
        সইতে কভু পার্‌ত কি তা?

শুধু হাতে বিদেশ যাব
        টাকাকড়ি নাইকো বলে।
পত্নী আমার খোকার হাতের
        বালাদুটি দিলেন খুলে॥

কঠিন প্রাণে পাষাণ বেঁধে
        শক্ত করে নিদয় হিয়ে
রাস্তাখরচ জোগাড় হল
        খোকার বালা বাঁধা দিয়ে॥

        প্রিয়তমার নিকট হতে।
'আসি' বলে বিদায় নিলাম
এখন মনের কথা আদান-প্রদান
        পোস্টম্যানের গুজারতে॥

যদি বলেন তবে কেন
        এত সুখের চাকরি করা।
কিন্তু এমন পার্মানেন্ট পোস্ট
        সহজে কি যায় গো ছাড়া॥

গোলামগিরি মোলাম বটে
        পেন্সন পেলে বুড়ো কালে।
সবার ভাগ্যে ঘটে কি তা?
        অধিকাংশই পটোল তোলে॥

জ স ২৪ কার্তিক ১৩২২। ২ বর্ষ ২৪ সংখ্যা

দীন বাউলের গান

জয় নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গ, কত রঙ্গ, দেখাবে আর
                                        এ সংসারে।
আশা-দড়িতে বেঁধে, পদে-পদে, বানর নাচা
                                        কর্‌ছ নরে॥

দেখাতে স্ব-প্রভুত্ব, সবাই মত্ত, সত্য তথ্য
গোপন করে—
করিছে বাহাদুরি, হয়ে মুড়ি, বিকাইছে
মিছরি দরে॥
ভিতরে স্বার্থভরা, আগাগোড়া, মতলব
পোরা হাড়ে-হাড়ে—
বাহিরে অনাহারী, ধর্মাচারী, বক যেমন
রয় পুকুরধারে॥
কেহ-বা দেশের হিতে, দিনে-রেতে, খাটছে সকল
স্বার্থ ছেড়ে—
কারো বা দশের কাজে লভ্য আছে, জুতো দান
তার গরু মেরে॥
মাখিয়ে তিলকমাটি, ফোঁটা কাটি, খাঁটির
মতো চটক করে—
মাথাতে উড়িয়ে টিকি, দিচ্ছে ফাঁকি, করছে
চুরি দিনদুপুরে॥
কেহ-বা ভাবে পাগল, ভেবে পাগল, কেহ পাগল
ভাত-বেগরে—
হইয়ে কেউ মানের পাগল, বাধাচ্ছে গোল মরছে ভেবে
মানের তরে॥
এ সকল মনের ভ্রান্তি, এ অশান্তি, শুধুই
ভোগে অহঙ্কারে—
যদি চাও হতে মান্য, যে নিরন্ন দুটি অন্ন
দাও তাহারে॥
ভেবে দীন বাউল বলে, অবহেলে, মান পাবি
মন সে দরবারে—
যেখানে আসল ফাঁকি, খাঁটি-মেকি আপনা
হতে ধরা পড়ে॥

জ স ২০ পৌষ ১৩২২। ২ বর্ষ ৩১ সংখ্যা

সাবাস হিন্দু

গালে হাত দিয়া কাঁদিছে বিধবা
বসিয়া ভগ্ন কুটিরে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুঝি-বা অন্ধ
হইল নয়নদুটিরে॥
একে তো ভাবিছে দিবস-রজনী
পেটের ভাতের জন্যে।
তাহার উপরে আছে গৃহে এক
অরক্ষণীয়া কন্যে॥
সে চাহিয়া আছে সমাজের পানে,
সমাজ তাহারে চায় না।
এ সংসার-মাঝে তার দুঃখে দুঃখী
খুঁজিয়া কাহারে পায় না॥
আত্মীয়-স্বজন স্বজাতি-কুটুম্ব
সকলের কাছে গিয়েছে।
"টাকা কিছু আন বিয়ে দিয়ে দেব"
সবে এই মত দিয়েছে॥
পুঁজি মাত্র তার ভাঙা ঘরখানি,
কাটাখানেক এই ভিটে।
তারে "টাকা কিছু নিয়ে এসো" বলা
কাটা ঘায়ে নুন ছিটে॥
বল দেখি এর উপায় কি হবে
সমাজের যত নেতা?
দেখাও তোমরা সভায় দাঁড়ায়ে
বক্তৃতার খুব কেতা!
গলাবাজি আর হাত নেড়ে বলা
হতেছে সকল ব্যর্থ।
তোমাদের মতো নেতারাও চান
বেটার বিয়ের অর্থ॥
বেটা-বেচা এই ধনের লালসা
তোমাদেরও আর যাবে না
ধনী লোকে পাবে তোমাদের কৃপা
কাঙালে বুঝি তা পাবে না?
মাংস-বেচা যত কসাইয়ের দল
দয়া নাই একবিন্দু
সাবাস সাবাস হিন্দু সমাজ!
সাবাস সাবাস হিন্দু॥

জ স ১৩২৩। ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা

ব্রাহ্মণের চার হাজারের তোড়া

আমার মতো কুলীন বামুন
নাই ফুলিয়া মেলে।
কন্যা নাই ; সতীশ নামে
একটি মাত্র ছেলে॥
গত বছর বাছা আমার
পাশ করেছে এম. এ.।
ভাবলাম বিয়ে দিব না তার
চার হাজারের কমে॥
কুলে-শীলে বড় আমি,
কিন্তু অর্থ নাই।
সেই কারণে ছিল আমার,
অত টাকার খাঁই॥
এফ. এ. বৃত্তি পেয়ে সতীশ
পড়েছিল বি. এ.।
এম. এ.-র বেলায় পড়ায়েছি
নিজের খরচ দিয়ে॥
কলকাতাতে পড়তে সতীশ
খরচ দিতে তার।
দুই বছরে হয়েছিল
হাজার টাকা ধার॥
চার হাজারের হাজার গেলে,
রইবে হাজার তিন।
সেই টাকাতে বিষয় কিনে
ফিরিয়ে নিব দিন॥
কত শত মেয়ের বাবা
এল আমার ঘরে।
গণে-বর্ণে মিল্‌লো,
কিন্তু বন্‌লোনাকো দরে॥
ফিরে গেল কত বামুন
হইয়া হতাশ।
যাবার সময় ফোঁস করে
ফেলিল নিশ্বাস॥
নিশ্বাসে নিশ্বাসে আমার
কপাল গেল পুড়ে।

রোগে ভুগে ধড়াস করে
সতীশ গেল মরে॥

জ স ১৩২৩। ৩ বর্ষ ৭ সংখ্যা

অনুতপ্ত সন্তান ও মুমূর্ষু জননী

কুপুত্র সদাই হয়।
কুমাতা কখন নয়॥

(পুত্র)

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার!
এতদিন চিনিতে মা, পারিনি তোমারে।
অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি দুরাচার,
পেয়েছ কতই কষ্ট মোর ব্যবহারে!

(মাতা)

বৃথা দুঃখ করিও না ওরে বাছাধন!
বেঁচে থাক তুমি মোর চিরজীবী হয়ে।
বারেক হেরিয়া তোর ও চাঁদ-বদন,
জীবনের যত কষ্ট যেতাম ভুলিয়ে।

(পুত্র)

উচ্চ শিক্ষা লাভ তব ভিক্ষা-লব্ধ-ধনে,
চাকুরিতে বহু অর্থ করেছি অর্জন
সে অর্থ করেছি ব্যয় বিলাস-ব্যসনে
পাও নাই তুমি মাগো অশন বসন!

(মাতা)

দুঃখ করিও না বাছা অতীত স্মরিয়া ;
যা খেয়েছি যা পরেছি তোমারি সকলি।
মরণে পাইনু সুখ তোমারে হেরিয়া
মা বলিয়া ডেকে, মুখে দিলে জলাঞ্জলি।

(পুত্র)

হবিশূন্য হবিষ্যান্ন অপরাহ্নকালে
খাইতে মা কত কষ্ট হয়েছে তোমার!

চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খেয়েছি সকালে।
মাতৃ-সেবা অপরাধে কি হবে আমার?

(মাতা)

ষাট্‌ ষাট্‌, নাহি তোর কোন অপরাধ ;
যদি কিছু থাকে তাহা করেছ অজ্ঞানে
দুধে-ঘিয়ে খাও বৎস,—করি আশীর্বাদ,
তৃপ্ত করো মোরে বাপ, জলপিণ্ড-দানে।

(পুত্র)

এইরূপ আধুনিক হিন্দুর তনয়
ঠিক বলিয়াছ মাগো! স্বভাব হেরিয়া—
মা-বাপের সেবাহেতু করিবে না ব্যয়,
মরে গেলে করে কিন্তু বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া।

জ স ১৩২৩। ৩ বর্ষ ১০ সংখ্যা

পূজায় কাঙালের কথা

পাষাণের বেটি পাষাণী দুর্গা
আসিছে আবার বঙ্গে।
হুড়াহুড়ি নাই এবার ঝগড়া
করিব মায়ের সঙ্গে।
মুখ চেয়ে কথা বলিব না আর
বলিব এবার স্পষ্ট
তোর আগমনে সুখ পাব কি মা
বেড়ে উঠে আরও কষ্ট॥
যখন আমার বয়স আছিল
পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষ।
প্রতিমা গড়িতে কারিকর এলে
হতো মনে কত হর্ষ॥
বিদ্যালয়ে যবে পড়িতাম আমি
তখনও হতো আনন্দ।
বেশ মনে আছে হইতাম খুশি
পাঠশালা হলে বন্ধ॥
সংসারের ভার যতদিন হতে
দিয়েছ আমার স্কন্ধে।

আনন্দময়ীর আগমনে আমি
ডুবে থাকি নিরানন্দে॥
কোন্ অপরাধে আমার উপর
হলি মা এমন ক্রুদ্ধ ?
আর কতদিন করিব মা! বল্
দরিদ্রতা-সনে যুদ্ধ ?
বৃক্ষ আছে ফল ধরেনাকো তাতে
ভূমি আছে নাই শস্য।
কিন্তু আমারে দিয়েছ জুটায়ে
অনেকগুলিন পোষ্য॥
তাদের আকাঙক্ষা পূরাইতে আমি
হয়ে থাকি সদা জব্দ।
আমার অভাব বুঝে না তাহারা—
করে দেহি-দেহি শব্দ॥
ধনীদের দেখে পত্নী-পুত্র মোর
হতে যায় সবে সভ্য।
কাঙাল যে আমি, কেমনে জুটাব
তাদের বিলাস দ্রব্য।
কৈলাসেতে থাক গায়ে ছাই মাখ
পরনে বাঘের চর্ম।
আসিয়া মাতাও বিলাসের ঢেউ
বুঝি না ইহার মর্ম।
তোর আগমনে জীবনে বোধ হয়
পাব না কখনো স্বস্তি।
সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসো তুমি
রাজার আশিন কিস্তি॥
আনন্দের দিনে নিরানন্দ, যারা
আমার মতো নিঃস্ব।
বোধ হয়, তুমি সুখ পাও দেখে
দুঃখীর দুখের দৃশ্য।
তুই মা দুর্গে! ধনীর জননী
বৃথা তোর সনে তর্ক।
কাঙালের সনে আর বুঝি তোর
থাকিবে না সম্পর্ক॥
মা! মা! বলিয়া ডাকিব না আর।
আড়ি দিনু তোর সঙ্গে।

বলিব "দেহান্তে দুখান্ত কর মা
পতিতে পাবনী গঙ্গে!"

জ.স ১৩২৩। ৩ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

দীনের আঁখি-জল

রাজার বাড়ি পূজার ধুম
এলেন দশভুজা।
প্রবৃত্তি হল না কিন্তু
নিতে রাজার পূজা॥
রাজার পূজার আয়োজন
ভারি চমৎকার।
পূজার খরচ আছে সব
প্রজার উপর বার॥
প্রজার বাড়ির কুমড়ো-শশা
প্রজার বাড়ির কলা
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ সব
গোয়ালপাড়ার তোলা॥
মা বললেন এ পূজাতে
নাইকো কোন ফল।
রাজবাড়িতে সব জিনিসেই
দীনের আঁখি-জল॥
সেখান হতে গেলেন মাতা
দেওয়ানবাবুর বাড়ি।
এখানেও দেখতে পেলেন
পূজার জমক ভারি॥
গরিব প্রজা গরিব কোটাল
মরছে খেটে খেটে।
সমস্ত দিন উপোস আছে
আগুন জ্বলছে পেটে॥
কাঙালের দশা দেখে
উঠলো কেঁদে প্রাণ।
বাবুরা সব গরু মেরে
করছে জুতো দান॥

বায়োস্কোপ-খেমটা নাচ
থিয়েটারের দল।
সবের মধ্যেই দেখতে পেলেন
দীনের আঁখি-জল॥
ঘর নাই, বাড়ি নাই,
বৃক্ষতলে বসি।
দীন ভিখারি করছে পূজা
নয়নজলে ভাসি।
বনের ফুল বনের ফল
গঙ্গাজল তুলে।
সাজিয়েছে নৈবেদ্য সে
ভিক্ষার তণ্ডুলে॥
পূজা শেষ করি
যখন দিল পূর্ণাহুতি।
সদয় হয়ে উদয় তথা
হলেন ভগবতী।
বলে "বাছা ভক্ত তুমি
তোমার পূজাই ঠিক।
রাজ-রাজরার জাঁক-জমকে
ধিক্ শত ধিক্।"
সেই ভক্ত, তারই পূজা,
তারই মোক্ষফল।
যার পূজাতে ঝরেনাকো
দীনের আঁখি-জল॥

জ স ১৩২৩। ৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা

হোলি হ্যায়

বোলো হোলি হ্যায়
মগজ হামারা বিগড় যাতা হ্যায় দেখ্ কলিকা ঢং।
যো কুচ্ মেরা আঁখমে সুজহে সবই হোলিকা সং॥
বোলো হোলি হ্যায়।
আপনা সুখ আওর সম্পদ বাস্তে পরায়াকা চিজ্ লুটা।
লুটনেবালা সাচ্চা আদ্‌মি বলনেবালা ঝুটা॥
বোলো হোলি হ্যায়।

যিস্‌কো কহে ঠগ্‌-বাটোয়ার, যিস্‌কো কহে চোর।
কৌঁও লোক ফির জান-শুনকে পাকড়ে উস্‌কা গোড়॥
বোলো হোলি হ্যায়।
বেটা হুয়া হ্যায় রায়বাহাদুর চালাওয়ে ঘোড়াগাড়ি।
এক মুঠি সাত্তু বাস্তে ভিক্‌ মাঙে মাহাতারি॥
বোলো হোলি হ্যায়।
ব্রাহ্মণ হোকে দারু পিতা হ্যায়, কসাই করে বেদ পাঠ।
বিষ্ণু মন্দির তোড়কে উঁহা বানাওয়ে মছ্‌লি হাট॥
বোলো হোলি হ্যায়।
নোকর লোক খুব দেমাক্‌ করে কামায় রুপেয়া মোটা।
তাবেদারকা ক্যা কিস্মত উ কুত্তাসে ভি ছোটা॥
বোলো হোলি হ্যায়।

জ স ১৩২৩। ৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা

পেটুক বামুন

বাজারে যে ঘি পাওয়া যায়
শুন্‌ছি সে সব ভেজাল ঘি।
লুচি খাওয়া ঘুচ্‌ল বুঝি
এখন আমার উপায় কি?

আর বুঝি পাব না খেতে
ছানাবড়া, পানতোয়া
খাজা, গজা, মিহিদানা,
জিলাপি আর মালপোয়া!

এতদিনে মোর রাশিতে
এসে ঢুকেছেন শনি ;
লুচির ছাঁদা না পেলে যে
ধরবে ঝাঁটা ব্রাহ্মণী!

পাকা ধানে মই দিনু কার?
ভাত রেঁধেছি কার বুকে?
আমার সঙ্গে বাদ সাধিতে
কে লেগেছিস্‌ বুক ঠুকে?

কে রটালি এ-সব গুজব?
　　কি দুশমনী বাপরে বাপ!
শুনছি আবার চিনি নাকি
　　গরুর হাড়ে হচ্ছে সাফ্।

ঘিয়ের আইন জারি হল
　　তবে এ সব নয় ফাঁকা।
ভেজাল বেচে মাড়োয়ারির
　　দণ্ড হল লাখ টাকা।

রসনা রে! এবার হল
　　বাসনা তোর করতে দূর ;
নেহাত তোমার ভাগ্যে আছে
　　চিঁড়ে, দৈ আর কোৎরা গুড়।

আমার মতো পেটুক বামুন
　　নিরানব্বই শতকরা ;
চর্বি-মিশেল ঘৃত খান সব
　　অস্থি-মিশেল শর্করা।

চর্বি খাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত
　　কর্‌ব বল কি দিয়া?
প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি রোজই—
　　ধরেছে ডিস্‌পেপ্সিয়া।

জেনে-শুনে ঠাকুর সকল!
　　এই গু যদি খাও আবার
ব্রহ্ম অগ্নি নিবিয়ে যাবে
　　ব্রহ্মাণ্ডে দেব পগার পার।

দেশোয়ালী ভকতেরা
　　আনে যদি সাচ্চা ঘি,
দু-হাত তুলে কর্‌ব আশিস
　　"জীত্তা রহো ভকতজি।"

জ স ১৩২৪। ৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা

তঙ্কাস্তোত্র

দুরিত বিনাশিনী তঙ্কে
রাজ-রাজেশ্বর মূর্তি বিভূষিতা
রজত শুভ্র শুভ অঙ্কে।

কত শত তস্কর সাধু হইল তব
পুণ্য চরণযুগ পরশি
কত দীন-দীনা ধন্য হইল তব
স্নিগ্ধ মধুর স্নেহে সরসি,
ভ্রমিছ "ঝনিকি-ঝিনি" নূপুর ঝঙ্কারিয়া
কত শত ঘরে কত বাক্সে
করি সম্মার্জিত মলিন ভাগ্য কত
দলিয়া মথিয়া দুখাতঙ্কে॥

মানব-কীর্তন-পুলকিত কমলা-
বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া
শুভ্র কমল-দল উচ্ছলি ঝলমলি
রজত আকর পরে ঝরিয়া
টাঁক শাল হইতে কত শত সাজে
কিরণ বিকিরিয়া তিমিরে
নামি কারেন্সি, এক্সচেকার আফিসে
দীপ্তি সঁপিলে সব ব্যাঙ্কে॥

সমাপিয়া দৈনিক গোলামি যখন গো
প্রত্যাগত নিজ ভবনে
বরিষ শ্রবণে তব ঝন-ঝন রব
বিকাশ দীপ্তি প্রিয়া-নয়নে
বরিষ শক্তি মম দুর্বল বক্ষে
বরিষ ভরসা মম প্রাণে,
হে জগ-মোহিনী, জগজনপালিকে
রাখ এ দীনতা-পঙ্কে।

জ স ১৩২৪। ৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

চণ্ডী-রিহার্সাল

বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ,
বোধোদয়ে বাংলা শোধ,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দে"
সাঙ্গ করি মুগ্ধবোধ।
অধ্যাপক সব হার মেনেছে
আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে,
বিনা পাঠে জ্ঞান লভেছি
কৃতন্ত ও তদ্ধিতে।
দৈব-বলে বলী আমি
সে সব কথা বলব কি?
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
আমি কলির বাল্মীকি।
দশের কাছে ভারি খাতির
দশকর্মে বিষম যশ,
তবুও তো পড়িনাইকো
সু, ঔ, জস্ কি অম্, ঔট, শস্।
দু-অক্ষরে সিদ্ধ আমি
বিসর্গ ও অনুস্বর,
এরই জোরে গড়বো সমাজ,
আর কিছুদিন সবুর কর।
বেওয়ারিশ সমাজ তোদের
ইহার কোন রক্ষী নাই,
অঘটন সব ঘটিয়ে দিব,
পেলে পুরো দক্ষিণায়।
আমার জোরে কুলীন হল
কত শত শ্রোত্রিয়,—
যে জাত হ না, আয় চলে আয়,
করে দিব ক্ষত্রিয়।
পৈতা নিবি যদি তোরা
আমার সঙ্গে কর ঠিকা,
ক্ষত্রী করার 'রেট' বেঁধেছি
মানুষ পিছু পাঁচ-সিকা।
পৌরোহিত্য কার্যটি আমার
হয়ে উঠ্‌লো একচেটে,

পূজা-পার্বণ শ্রাদ্ধ আদি
করি আমি 'হাফ্‌ রেটে'।
সিদ্ধ আমি জপে-তপে
প্রাণায়াম-ন্যাস-কুম্ভকে,
তোটক ছন্দে সকল কার্য
করতে পারি চুম্বকে।
অস্থিযুক্ত চিনির মিঠাই
সচর্বি ঘিয়ের লুচি,
"অপবিত্র পবিত্রো বা"
মন্তরে করি শুচি।
এবার আমায় কর্তে পূজা
যেতে হবে বর্ধমান,
পাছে কেহ ভুল ধরে তাই
আওড়ে নিচ্ছি চণ্ডীখান।

জ স ১৩২৪। ৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

কেরানি বিদায়

আলুভাতে ভাত রেঁধেছি
খেয়ে যাবে চাট্টি করে ;
বাসি মুখে গেলে পরে
বেয়ারাম হবে পিত্তি পড়ে।
রাস্তাখরচ নাইকো হাতে
বলেছিলে আমায় কাল
টাকার জন্য দেরি হল
নইলে রাঁধা হতো ডাল।
পাঁচটি টাকা এলাম নিয়ে
রায়মশায়ের বাড়ি থেকে।
আনা সুদে কর্জ করে
খোকার তবক বাঁধা রেখে।
যাচ্ছ ম্যালেরিয়ার দেশে
সাবধান হয়ে যেন থেকো
খোকার দিব্বি থাকে তোমার
একটি কথা মনে রেখো—

কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটাব
না খেয়ে নয় যাব মারা
একটি পয়সা নিয়োনাকো
কেবল ন্যায্য মাইনে ছাড়া।
মনে রেখো ঘুষের টাকায়
হবেনাকো কোন ফল
কেবল লোকের অভিশাপে
খোকার হবে অমঙ্গল।
বাপের বাড়ি যাব না আর
যদিও সুখ বাপের ঘরে
কাঙাল মোরা তাইতে মোর
বৌদিদিরা ঘেন্না করে।
যে চাল আজও ঘরে আছে
মা-বেটার খুব এ-মাস যাবে
ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ো
যখনি তুমি মাইনে পাবে।
আর বেশি কর না দেরি
হয়ে এল ট্রেনের বেলা
দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা
জয় মা সর্বমঙ্গলা।
সুমতি দিয়ো হে হরি
ধর্ম রেখো দয়াময়
ঘুষের অন্ন খাবার আগে
যেন আমার মৃত্যু হয়।
কাঙাল সাধুর পত্নী করে
রাখিস মোরে মা ভবানী।
ঘুষখোর তস্করের ঘরে
চাই না হতে রাজার রানী।
ঘুষখোর বাবুর টেরির উপর
হয় না কেন বজ্রপাত
তাদের কাঙাল কাঁদা ঐশ্বর্যেতে
করি আমি পদাঘাত।

জ স ১৩২৪। ৪ বর্ষ ২৬ সংখ্যা

ঘোড়ার-গাড়ির আশীর্বাদ

জয় জয় মিন্‌সিপালি
বেঁচে থাক বাপ্‌।
জন্ম জন্ম যেন
আমার ট্যাক্স থাকে মাপ।
যত পার গো-গাড়িকে
দাও না কেন হানা,
বেশ করেছ ন আনাতে
কর্‌লে তের আনা।
সবাই মরুক ট্যাক্স দিয়ে
আমি খাব ফাও।
সোয়ার আমার বল্‌বে "শুয়ার!
হট্‌ যাও! হট যাও!!
গো-গাড়িতে যদি আমার
গতি করে রোধ
পাঁচ আইনে দিয়ে তারে
নিয়ো প্রতিশোধ।

জ স ১৩২৪। ৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা

কালের নৃত্য

হায় কি করাল কালে ধরেছে ভীষণ,
দুরন্ত কৃতান্ত মূর্ত্তি মানব-অশন।
চতুর্দ্দিকে মহামারী কল্পনা অতীত,
শুনিতে রসনা রুদ্ধ—হৃদয় স্তম্ভিত।
দেশে-দেশে, ঘরে-ঘরে বাল-বৃদ্ধ-যুবা,
মরিয়া পচিছে হায় যেন শ্বান-শিবা।
জানি না কি দোষে বিধি রুষিয়া এমন,
মানব করিছ গ্রাস বিস্তারি বদন।
ছুটেছে উল্লাসে তাঁর ভীম দৈত্যদল,
জ্বর, কফ আদি ব্যাধি করিতে কবল।
ঘরে-ঘরে গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে,
ফিরিতেছে তারা মত্ত ভীম হুহুঙ্কারে

লইছে টানিয়া বলে, গৃহ শূন্য করি
কিবা শিশু, কিবা যুবা, কিবা নর-নারী।
কেবল মরিছে নর, পথে-ঘাটে-ঘরে,
রয়েছে পড়িয়া শব দেহ লটিতেছে পড়ে,
কে লয় শ্মশান-ঘাটে, কে লয় কবরে?
দিশময় পূতিগন্ধ—পথে চলা ভার,
এমন তো কভু কর্ণে শুনি নাই আর
কি আশ্চর্য ঘরে-ঘরে নিত্য মরে নর
নাই তবু হাহাধ্বনি, নাই আর্তস্বর।
সকলে নীরব কণ্ঠ মৃত্যুর কবলে ;
যে পারে পলাইতেছে, অন্য সব ফেলে।
হেন কি কখনো কেহ শুনেছে শ্রবণে
কভু কি এসেছে হেন কবির কল্পনে।
কেন হেন হল হায় বুঝিতে না পারি
হয়েছে দুঃসহ পাপে ধরা বুঝি ভারী।
কি পাপে মজিল আজি ধরণী এমন,
যাতে হেন নর-নাশ হৃদয় কম্পন।
বুঝেছি চিন্তিয়া, মোরা কোন পাপ-ফলে,
পড়িয়াছি হেন ভীম বিধি-কোপানলে।
আমরা আমরা নাই, হইয়াছি জড়,
মানবত্ব হীন, মিথ্যা বেশধারী নর।
মানবের মহাপ্রাণ নাই দেহ মাঝে,
বড়াই কেবল, ছল-ছদ্ম সাজে।
যদি রে মানুষ মোরা হইতাম সত্য,
তবে কি মরিত নর অ-ঔষধ-পথ্য।
ঘরেতে ধরিলে অগ্নি জ্বলিবে নিশ্চয় ;
যদি কেহ জলসহ অগ্রসর হয়।
মরিতেছে নর-নারী জল-বায়ু দোষে,
কি উপায় করি মোরা বিদূরিতে বিষে।
কি উপায় করি মোরা প্রশমিতে রোগ,
যাহারা করিতে পারি মত্ত লয়ে ভোগ।
কথায় বিলাপ করি, হায় একি হল,
গ্রামগুলি একেবারে শূন্য হয়ে গেল।
কিন্তু কেহ কটি আঁটি নেমেছি কি কাজে,
তাই বিভু হয়ে রুষ্ট, নিজকর্ম-লাজে,
অশনি হেনেছ হেন ধরণী উপরে,
বুঝিবে প্রলয় এবে ঘটিবে সংসারে।

মানবে করিয়া সৃষ্টি দিয়ে জ্ঞান-প্রাণ,
দিলেন তাদের করে জগত-কল্যাণ ;
দেখিয়া অন্যথা তার, বুঝিলাম শেষে,
বিধাতা সেজেছে কাল, মানব বিনাশে!!

জ স ১৩২৫। ৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা

মজার দেশ

তোমরা দেখ্‌বে মজার দেশ,
হেথায় নিজের স্বার্থ—পরমার্থ
উঠবার চেষ্টা সকল ব্যর্থ
কেবল টাকা কেবল অর্থ
আত্মসম্মান নাইকো লেশ।
যখন জগৎ জুড়ে ডঙ্কা বাজে
জাতি সকল দেশের কাজে
বীরের মতো উঠ্‌ছে সেজে
পরে নিত্য নূতন বেশ,
তাদের বুকের মাঝে বিরাট আশা
ঘুচাবে যে দেশের দশা
বিশাল বিশ্বে বাঁধবে বাসা
জানবে না সে সুখের শেষ।
তারা নয়কো ব্যস্ত মানের তরে
নিন্দাকে তো নাহি ডরে
ত্যাগের পাত্র নিয়ে করে
আপনারে কর্‌ছে শেষ।
তাদের সকল কাজে উচ্চ লক্ষ্য
নীচের সনে নয়কো সখ্য
তারা সবায় দেখে সমান চক্ষে
দূরে রেখে হিংসা-দ্বেষ।
তারা দেয় বিসর্জন আপনারে
দেশের স্বার্থ রক্ষা-তরে
অপমানকে নেয় যে বরে
গ্রাহ্য নাহি দুঃখ-ক্লেশ।

আর	এই মজার দেশে মজার কথা
দেশের জন্য নাইকো ব্যথা
হিংসা-দ্বেষে জর্জরিত
হেথা পশু-পক্ষী-মেষ।
এরা	নিজের স্বার্থ উদ্ধারিতে
দেশকে পারে বলি দিতে
বিবেক-বুদ্ধি নাইকো চিতে
কাঁপে না তার মাথার কেশ।
ভাবে	চিরদিনই এমনি যাবে
দায়িত্ব আর নাইকো ভবে
মানের মাল্য কণ্ঠে দেবে
যাদের বুদ্ধির নাহি লেশ।
ও	ভাই চিতা-ভস্মে তোমার যে দিন
নশ্বর দেহ হবে যে লীন
জবাবদিহি করবে কি দীন!
যবে জিজ্ঞাসিবে পরমেশ।

জ স ১৩২৫। ৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা

Prestige বা Dignity
(সম্ভ্রম)

মাতৃগর্ভ হতে আগমন মোর
যে-দিন সূতিকাগারে
ইতর জাতীয়া ছিল ধাত্রী এক
অভ্যর্থনা করিবারে।
অপবিত্র ধাই, অপবিত্র আমি
অপবিত্র বাসস্থান—
দৈবে যদি কেহ ভুলিয়া ছুঁয়েছে,
তখনি করেছে স্নান।
মল, মূত্র, ধুলা, কাদা-মাটি-ছাই
যা পেয়েছি সম্মুখে,
খাবার জিনিস ভাবিয়া তাহাই
তুলিয়া দিয়েছি মুখে।
এইরূপ ভাবে কাটি বহুদিন,
যখন হইনু বড়

বলিলেন বাবা "যাও খোকা তুমি
পাঠশালে গিয়া পড়।"
আজয়ো মনে পড়ে গুরুমশায়ের
হাতের ভীষণ বেত্র—
বহুদিন ধরে এই পৃষ্ঠদেশ
ছিল তাঁর লীলাক্ষেত্র।
বেঞ্চ পরে দাঁড়া, হাঁটু গেড়ে থাকা
আদি কত বিভীষিকা,
অতিক্রম করি, ছাড়িনু ইস্কুল
পাশ কবি প্রবেশিকা।
কলিকাতা গিয়া কলেজে ঢুকিনু
আস্তানা হল মেসে।
বছরে দু-বার অবকাশ পেলে
আসিতাম ফিরে দেশে।
ছুটি শেষ হলে, কলিকাতা যেতে
পাইত আমার কান্না ;
কেন তা জানেন? খেতে হবে বলে
উড়ের হাতের রান্না।
পাঠাতেন বাবা ডাকযোগে মোরে
কুড়ি টাকা প্রতি মাস।
দু-বছর পরে ঈশ্বর ইচ্ছায়
করিলাম এফ. এ. পাশ।
দুইখানি পাশ এইবার মোরে,
প্রকাশ্য নিলামে তুললে।
বেচিলেন বাবা শ্বশুরের কাছে,
দু-হাজার টাকা মূল্যে।
পাইলাম এক ষোড়শী যুবতী—
যাহা ছিল ভবিতব্যে।
এক রেতে 'আবু হোসেন' হইনু
শ্বশুরের দেয়া দ্রব্যে।
সাজিলাম বাবু, সুন্দর পোশাকে
সুবর্ণের ঘড়ি-চেনে।
অমুকের বেটা অমুক বলিয়া
কে তখন মোরে চেনে?
শেষ করি বিয়ে, পড়িবারে বি. এ.
আবার করিনু যাত্রা।

শ্বশুরমশায় হয়ে গৌরী সেন,
বাড়াল বিলাস-মাত্রা।
প্রেমিক হইয়া শিখিলাম প্রেম,
প্রেম হল ভারি জ্ঞান।
প্রেমিকার চিঠি দিয়ে যেত রোজ
দূতরূপী পোস্টম্যান।
নভেল পড়িয়া শিখিলাম ক্রমে
নভেলী ধরনে চলা।
সদাই ধ্বনিত শ্রবণে প্রিয়ার
সা-রে-গা-মা সাধা গলা।
এইবার আমি হব গ্র্যাজুয়েট
জেনে রেখেছিনু খাঁটি।
'ফোর্থ ইয়ারেতে' ইয়ার জুটিয়া
করে দিল সব মাটি।
দুঃখের উপর অসহ্য দুঃখ,
ইহা কি পরানে সয়
ফেল হনু আমি, লোকে বলে কিনা
মম অপরাধে শুধু অকারণ
'বউটির নাহি পয়!'
দোষী হল মোর প্রিয়া।
অবলা সরলা শুনি এ গঞ্জনা
কেমনে বাঁধিবে হিয়া?
পড়িব আবার করিবই পাশ,
ঠেকিয়া পেয়েছি হুঁস্।
অধ্যবসায়েতে ফলিবে সুফল,
প্রমাণ রবার্ট ব্রুস্।
যে কথা সে কাজ পাশ হনু এম. এ.
খাটিয়া বছর তিন।
ইহার মধ্যে বাড়ি-মুখো আর
হই নাই কোনদিন।
কি ছিনু কি হনু আমি একজন
মানুষ না পীর।
বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাশ যেন
বিশ্বজয়ী বীর!
এবার আমার সাহেব সাজিতে
সাধ হল বড় প্রাণে।

সাহেবি পোশাক কিনিলাম কটা
লেড্‌ল-এর দোকানে।
যাত্রা করিয়া স্বদেশের দিকে
যখন আসিনু ঘর,
বাবা বলে 'ঘরে নারায়ণ আছে,
তাঁহারে প্রণাম কর্‌'।
সম্ভ্রম আমার কতদুর তাহা
বুঝিল না পিতা-মাতা!
পাথরের কাছে করিতে প্রণাম
কাটা গেল যেন মাথা!
পাড়াগেঁয়ে নাহি জানে এটিকেট
এমনি তাহারা বোকা!
এম এ পাশ আমি বাবা বলে কিনা
'তামাক সাজ্‌তো খোকা।'
যে কাজ করিতে বাবা বলে মোরে
তাই বিলো ডিগ্‌নিটি—
ভাবিতেছি বসে, এমন সময়ে
পাইনু খামের চিঠি।
"আহা কি নিঠুর! আহা কি নিঠুর!
রেখে গেছ একাকিনী ;
বর্ষত্রয় ধরি জলধর আশে
বসে আছে চাতকিনী।"
চারি ছত্র পড়ি চোখে এল জল
আর কি থাকিতে পারি?
পরদিন প্রাতে সূর্য না উঠিতে
ছুটিনু শ্বশুরবাড়ি।
বিরহের পর মিলন হইয়া
ঘনীভূত হল প্রেম।
প্রেস্টিজ রাখিতে সাহেব সাজিয়া
তাহারে সাজানু মেম।
সম্ভ্রমে আঘাত যদি কেউ করে
বড় চটে যাই আমরা
বাড়ি ছাড়ি তাই করিলাম সার
"শ্বশুরবাড়ির কামরা।"

জ স ১৩২৬। ৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা

একখানি আরজি

দরিদ্রতা বনাম দরিদ্র

চৌকি বিধাতাপুর নসিবী আদালত।

বাদী—দরিদ্রতা, পিতা—শ্রীবিধাতা,
সাকিম—মরন্তপুর,
পেশা—দেগদারি, ধরি গোবেচারী,
করে সব আশাচূর।
বিবাদী—দরিদ্র, চারিদিকে ছিদ্র,
পিতা-মাতা নাই তার,
সাকিমবিহীন পেশা হচ্ছে ঋণ,
অন্নাভাবে হাহাকার।
দাবি—এই বিবাদীর যা আছে আপন
বাবত—স্বত্ব সাব্যস্তসহ দখল পালন।
বাদীর বর্ণনা এই, ... ধর্ম অবতার!
বিবাদীতে জন্মাবধি দখল তাহার।
বিবাদী ভূমিষ্ঠ হয়ে দীনের কুটিরে,
অল্পদিনে করে শেষ মা-বাপদুটিরে।
তদবধি করি বাস বাদীর ছায়ায়,
পালিত হইয়াছিল পরের দয়ায়।
বাদীর দোহাই দিয়া বিদ্যালয় হতে
শিখিয়াছে বিদ্যাটুকু কেবল মুফোতে।
যৌবনে নিশ্চয় লিপ্ত হইত পাপেতে।
রক্ষা করিয়াছি এরে অভাব রূপেতে।
আছিনু বিবাদী সনে আমি অহরহ,
সে কারণে সবে এবে করে অনুগ্রহ।
বিধিদত্ত শর্ত আছে দেখাতে পারিব—
আঁতুড়ে ধরিয়া এরে শ্মশানে ছাড়িব।
বিবাদী সে সব শর্ত করিয়া লঙ্ঘন,
করিতে সচেষ্ট মোর উচ্ছেদ সাধন।
রাতারাতি বসিবারে চাহে রাজপাটে,
খণ্ডিয়া বিধির বিধি যা আছে ললাটে।
আকাঙ্ক্ষার পরামর্শে আমারে ত্যজিয়া
ধনী হতে চান ইনি সম্পদে ভজিয়া।
অত্র এলাকার এই বিবাদী মোকামে,
নালিশের হেতু হইয়াছে ক্রমে-ক্রমে।

বাদীর প্রার্থনা করি বিবেচনা,
ডিক্রি দাও যেন তাকে ;
(ক) পুত্র-পৌত্রাদি, ক্রমে এ বিবাদী
বাদীর দখলে থাকে।
(খ) সঞ্চিত নিধি অঞ্চলে বাঁধি
বঞ্চিত যেন হয়।
বাঞ্ছিত ফল লভিতে কেবল
লাঞ্ছনা যেন সয়।
এই মামলায়, খরচা যা পাই,
হয় যেন সব ডিক্রি,
থালা-ঘটিবাটি বাস্তুভিটে-মাটি
করিয়া লইব বিক্রি।

আমি শ্রীদবিদ্রতা
প্রকাশিনু যে যে কথা।
সত্য সব মম জ্ঞানমতে।
ত্র্যহস্পর্শ শনিবারে
বারবেলা ঠিক করে
স্বাক্ষর করিনু আদালতে।

জ স ১৩২৬। ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা

আরজির জবাব

চৌকি বিধাতাপুরে নসিবী আদালত।
ঊনিশ স্বত্ব অম্বর ঊনপঞ্চাশৎ॥
বাদী দরিদ্রতা আর বিবাদী দরিদ্র।
চারিদিক ফাঁক তার নাহি কোন ছিদ্র॥
উপরোক্ত বিবাদীর জবাব বর্ণনা।
বর্তমান আকারেতে নালিশ চলে না॥
যুগধর্ম নজিরের দিতেছি দোহাই।
বাদীপক্ষ নালিশের হেতু কিছু নাই॥
তর্কস্থলে মানিলেও বাদীর কথায়।
আশ্রিতের কৃতজ্ঞতা কে কোথায় পায়?
বিদ্যাসাগরের কথা খ্যাত চরাচরে।
উপকৃত বিনা নিন্দা কেবা কার করে?

দাবি হইয়াছে এবে তামাদি বারিত।
পক্ষাভাব দোষ তায় হয়েছে ঘটিত॥
ভাগ্যে পক্ষ বিনা এই মামলা অচল।
ভাগ্য ছাড়া অন্য পক্ষ চাই কর্মফল॥
এই বাদী আর তার পিতা শ্রীবিধাতা।
জন্মাবধি মম সনে করিছে শত্রুতা॥
অন্যায় লাভের আশে করি প্রবঞ্চনা।
করিয়াছে মিথ্যা কথা আরজিতে বর্ণনা॥
দরিদ্র কোথায় ঋণ কোন্‌কালে পায়।
পেশা অনাহার বিনা দিন চলা দায়॥
ভাগ্যবশে দীনগৃহে জন্মিনু যখন।
পিতা-মাতা করিলেন স্বর্গেতে গমন॥
ভাগ্যবশে পাই আমি পরের আশ্রয়।
দরিদ্রতা সহ দেখ সেকালেতে নয়।
দরিদ্রতা আশ্রয়েতে থাকি কোনজন।
কে কোথায় হইয়াছে দয়ায় ভাজন?
ধনীর আত্মীয় সব সুপারিশ-জোরে।
ফ্রি স্টুডেন্ট হয়ে থাকে মেম্বরের বরে॥
নানাবিধ ফরমাস খাটায়ে তাহারে।
অকারণ শিক্ষকেরা তিরস্কার করে॥
বহুবিধ পুরস্কারে বঞ্চিত করিয়া।
প্রকৃত দরিদ্র ছাত্রে দেয় তাড়াইয়া॥
অভাবেই হয়ে থাকে চরিত্র স্খলন।
বাদী বলে অভাবেতে করেছে রক্ষণ॥
অভাব দরিদ্র বোধ ছিল না তখন।
উপেক্ষিয়া পল্লীবালা হায়রে যখন!
বাবুর শিক্ষিতা কন্যা করিনু গ্রহণ।
বাদী আমি সেইকালে দিল দরশন॥
আকাঙ্ক্ষার সহায়েতে অভাব সৃজিয়া।
বাদীহস্তে পড়িলাম নাচার হইয়া॥
দূর দূর করি যদি দিই তাড়াইয়া।
লালসা রূপেতে পুনঃ আসে ফিরিয়া॥
তদবধি বাদী মোরে ছাড়িতে না চায়।
হে ধর্মাবতার কর যা হয় উপায়॥
চতুর এ বাদী মোর নালিশের ডরে।
অগ্রসূচি এই মিথ্যা মোকর্দমা করে॥

অন্যায় নালিশ হতে অব্যাহতি চাই।
আর সব খরচার ডিক্রি যেন পাই॥
আমি যে বিশ্রী দরিদ্র করিনু স্বাক্ষর।
জ্ঞানমতে সত্য জানি ইহার উপর॥

জ স ১৩২৬। ৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা

পূজার তত্ত্ব

সাত বছরের উমায় নিয়ে
বিধবা হল দিগম্বরী ;
যত কষ্ট সব ভুলিত
কন্যাটিরে বক্ষে ধরি।
ক্রমে-ক্রমে উমাশশীর
চৌদ্দ বছর বয়স হলে,
পাড়ার লোকে উমার মাকে
যার যা ইচ্ছা সেই তা বলে।
রামহরি ঘোষালের ছেলে—
মদন এবার কি সুক্ষণে,
বি. এ.-র ডিক্রি জয় করেছে
তৃতীয়বার আক্রমণে।
তারই করে কন্যা দিবার
অভিলাষে দিগম্বরী,
ও পাড়াতে হত্যা দিল
ঘোষাল বুড়োর চরণ ধরি।
দয়ার সাগর বরের বাবা
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে,
মায় গহনা দান সামগ্রী
চারটি হাজার বসল হেঁকে।
গ্রামে উমার বিয়ে দিলে
তত্ত্ব পাবে সব সময়ে ,
নিজের ব্যারাম-পীড়া হলে
আসবে ছুটে জামাই-মেয়ে।
এই আশাতে দিগম্বরী
চার-হাজারেই হল রাজি ;

ভাব্‌ল না যে--ঘোষাল গিন্নি--
তরঙ্গিণী বেজায় পাজি।
পাড়ার লোকে তার জ্বালাতে
ব্যস্ত হয়ে থাকে ভারি,
স্বামীকে সে প্রহার করে
নাম পেয়েছে 'ভাতারমারী'।
নিষ্কারণে ঝগড়া করে,
শুধুই করে গালাগালি
বছর চল্লিশ বয়স, কিন্তু
সেজে থাক খেমটায়ালি।
জেনে-শুনেও দিগম্বরী
জমি-বাগান বরগা-ইঁটে
চার হাজারই করল জোগাড়
রইল শুধু বাস্তুভিটে।
কন্যা ভিন্ন কেউ নাহি তার
স্নেহে ভরা মায়ের প্রাণ,
সর্বস্বান্ত হয়ে কর্‌ল
গ্র্যাজুয়েটে কন্যাদান।
আশ্বিন মাসটি পড়ল যেমন
বেয়ান--ভীতা দিগম্বরী
কিছু টাকা করল জোগাড়
এ গাঁ সে গাঁ ভিক্ষা করি!
বহুদিন দেখেনি উমায়
তাইতে নিজে তত্ত্ব নিয়ে
লাজ-শরম সব দূরে রেখে
বেয়াইবাড়ি উঠলো গিয়ে।
বৌ-এর মাকে তত্ত্ব নিয়ে
আসতে দেখে তরঙ্গিণী--
ক্রোধে ভয়ঙ্করী মূর্তি--
সদ্য যেন রাইবাঘিনী।
বেটা-বউকে ডেকে বলে--
'দেখসে আমি সাধে রাগি!
তিন পয়সার জিনিস নিয়ে
এসেছে হায় রে মাগী।'
দূর হ মাগী হারামজাদি!
তোক ছরতের মাথা খেয়ে,

কোন্ সাহসে ঢুক্‌লি হেথা
আড়াই টাকার জিনিস নিয়ে।
আমার কথা ঠেলে দিয়ে
দিলে বুড়ো আফিংখোর।
খ্যাংরা পেটা করব মাগি
নইলে উঠা জিনিস তোর।
হায়রে সমাজ! হায়রে প্রথা!
হায়রে বামুন সভার ফল।
এখনও হতেছে সহ্য
দীন-বিধবার চোখের জল!
তরঙ্গিণীর মতো বেয়ান
পাঠক! যদি তোমার হতো,
ইচ্ছা কি হতো না দিতে
ঘা পাঁচ-ছয় পুরানো জুতো!

জ স ১৩২৬। ৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

শ্বাশুড়ি-বধূ সংবাদ

(বেটা বেচার ফল)

(শ্বাশুড়ি)

কি কুক্ষণে লক্ষ্মীছাড়ী
ঢুক্‌লি এসে আমার ঘর।
স্কন্ধে চেপে আমার অমন
সোনার বাছায় কবলি পর!
মাইনে পেলে সব তোরে দেয়--
দুখের কথা কারে--বা কই
তুই মাগী তার আপন জনা
আমরা যেন কেহই নই!
ভাগ্যে বুড়ো বেঁচে আছে
তাই তো মিল্‌ছে শাক আর ভাত,
বুড়ো মরে গেলে কি যে হবে
ভেবে হয় শিরে বজ্রাঘাত!
বুড়ো-বুড়ি মোরা দুখে দিন কাটি,
তোদের বেড়েছে রঙ্গরস।

হায় রে আমার বুকের বাছার
কি মন্তরে কর্‌লি বশ।

(বধূ)

নিজের মন্দ নিজেই করেছ
ঝগড়ায় কোন নাহিকো ফল।
কি আর হইবে বল মিছামিছি
গোড়া কেটে দিলে আগায় জল।
আঁতুড় হইতে কলেজ খরচা
হিসাব করিয়া চার-হাজার,
বাবার নিকটে নিয়েছ তোমরা
পুত্রের দাবি কেন আবার?
পর্বে-পর্বে জুলুম করিয়া
আদায় করেছ তত্ত্বটা
পুত্র বলিয়া তবে আর কেন
চাহিছ রাখিতে স্বত্বটা।
সাবধান বুড়ি! আমার সহিতে
ঝগড়া এরূপ করো না আর,
তোমার পুত্রে আইনত আমি
খরিদসূত্রে দখিলকার।

জ স ১৩২৬। ৬ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

সমাজ ন্যাতার 'ভ্যালু'

সমাজ সমাজ শুনে শুনে
কানটা হল ভোঁতা।
খুঁজে কিন্তু পাই না দেশে
সমাজ আছে কোথা।
যাদের ঘরে পয়সা আছে
আছে জমিদারি।
সব সমাজে নেতা তারা
করেন খুব সরদারি।
বক্তৃতাতে মানুষ ভোলায়
দিয়ে চোকে ধুলো--

সমাজেরই গলদ হচ্ছে
এই জানোয়ারগুলো।
নেমন্তন্নর গন্ধ পেলে
জোটেন সবার আগে
লম্বা লম্বা বুলি ছাড়া
কোন্ কাজে বা লাগে?
ডাক যদি মৃতদেহের
কর্‌বারে সৎকার।
বাঁধা বুলি শুন্‌তে পাবে
বৌ পোয়াতি তার।
কেহ বলে শরীর অসুখ,
অফিস হবে বন্ধ।
কেহ বলে সয় না আমার
মরা পোড়া গন্ধ।
কেহ বলে তাই তো বটে
ভারি মুশকিল হল।
দিনে হলে যেতাম আমি
রেতে কেন মল?
কেহ আবার চম্‌কে উঠে
কন্টেজিয়াস্ নামে ;
বোধ হয় ইনি যেতেন
মলে সুগন্ধি ব্যারামে।
ছোঁয়াচে ব্যারামে মরা
গরিব লোকের দোষ।
এঁদের ব্যামো হবে বুঝি
কুন্তলীন দেলখোস।
মোটামোটা বাবুর দেহ
আট জোযানের বোঝা--
ইনি ম'লে কি হবে তা
উচিত এখন বোঝা।
মর্‌বে যে-দিন এ-সব বাবু
ছেলে যাবে ঠেকে--
উচিত এঁদের গতি করা
মুদ্দোফরাস ডেকে।
হতে যদি চাও হে বাবু,
সমাজেরই মাথা--

হিসেব করে কার্য কর
করোনাকো যা তা।
রাত্রিকালে ওজর কর
মরা ফেল্‌তে যেতে।
ছেলেপিলে নিয়ে কিন্তু
ভোজ খেতে যাও রেতে।
'আয়রন-চেস্ট' আছে তোমার
খাও বটে দুধ-ঘি ;
তোমার ভালো তোমাতে থাক
লোকের তাতে কি?
ভাবতে পার নিজে তুমি
মস্ত একজন 'হিরো'
সমাজের কার্যে কিন্তু 'ভ্যালু'
তোমার 'জিরো'।

জ স ১৩২৬। ৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা

পুরাতন চলিত কথা

উকিল খোঁজে মকদ্দমা
কোকিলে বসন্ত চায়।
অগ্রদানী নিত্যি গনে
কোন্‌দিকে কে গদা পায়।।
সাধু খোঁজে পরামর্শ
লম্পট খোঁজে বেশ্যালয়।
গোলমালেতে রেস্ত মেলে
হাটের নেড়ে হুজুক চায়।
এক ঠোকরে মাছ বেঁধে না
সেই-বা কেমন বঁড়শি?
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না
সেই-বা কেমন পড়শি?
বিনি তুফানে না' ডুবায়
সেই-বা কেমন নেয়ে?
একদিনও করেনি ঝগড়া
সেই-বা কেমন মেয়ে?

জ স ১৩২৬। ৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা

দা-ঠাকুরের বর্ষ-ফল গননা

পাঁজি নিয়ে গোল বাধালে 'গুপ্ত' এবং বাক্‌চি,
কয়েক বছর দেখে দেখে চুপটি করে থাক্‌চি।
গুপ্ত বলে রবি রাজা বাক্‌চি বলে গুরু।
আমার নিজের খাস গণনা করি তবে শুরু।
ধনীর রাজা যক্ষ মশায় মন্ত্রী কৃপণতা।
দীনের রাজা 'নাই, নাই, নাই' মন্ত্রী দরিদ্রতা।
যাদের বাড়ি প্রবেশ নিষেধ সঙ্গিন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে-ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
প্রবেশ-দ্বার যার সকল দিকে ভক্তি করে ডাকে
তাদের ডাকে মা কমলা পেছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে মনে মনে গণিনু এইটুক
সুখীর ঘরে সুখ হবে আর দুখীর ঘরে দুখ।
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এল এবার তারা মর্‌বে,
আয় হবে যার সেই-তো এবার বাক্সে টাকা ভর্‌বে
মেয়ের বিয়ে যত হবে ছেলের বিয়ে ততো।
অন্নপ্রাশন হবে অনেক, শ্রাদ্ধ হবে কত।
কত লোকের গিন্নি যাবেন গৃহ করে খালি,
পাকা খুঁটি কেঁচে আবার পাত্‌বে গৃহস্থালি।
কত নারীর হাতের শাঁখা-নোয়া যাবে খসি,
বাঁচ্‌বে য-দিন সেই অভাগী কর্‌বে একাদশী।
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকেব ছেলে,
দু-দিন কেঁদে সব ভুলিবে পেটে অন্ন গেলে।
পরীক্ষাতে পাশ হবে কেউ, কেউ হবে ফেল,
পদের লাগি পরের পদে কেউ লাগাবে তেল।
কেহ হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল।
কেউ কাঁদবে, কেউ হাস্‌বে দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয় কেউ করিবে বিক্রি,
কতক মামলা ডিসমিস হবে কতক হবে ডিক্রি,
আদালতে হাজির হবে বাদী-বিবাদীতে,
দুয়ের উকিল খুল্‌বে নজির মামলা জিতে দিতে,
হাকিম চাবে ফাইল-ক্লিয়ার আমলা চাবে এবি,
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মফস্বলের দলচারী সৎ এডিটার
ভাব্‌বে সদা দেশের মন্দ-নীলাম-ইস্তাহার।

মাল বেঁধে রেখেছে যারা বল্‌বে বাজার চড়ুক,
নিজের লভ্য হলেই হল অন্য লোকে মরুক।
একের ভালো কর্‌তে গেলে অন্যে যাচ্ছে মারা,
এ-ক্ষেত্রে কি করে বল ভগবান বেচারা।
সেই কারণে ভেবেচিন্তে সামঞ্জস্য করে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন সুখে-দুখে গড়ে।
কি হইবে মিছে ভেবে দেহ হবে রোগা।
নসিব ভেবে থাক্‌ব বসে যো হোগা সো হোগা
খাদ্যাভাবে বোধ হয় এবার যাবনাকো মারা,
মহাল আমার উদর মৌজা প্রায় থাকে ইজারা,
কষ্ট হবে যদি মহাল খাসে থাকে রোজ,
ভরসা আছে পাবই পাব মবা পোড়া ভোজ,
রাজা হবার জন্যে আশা করে এতকাল,
দেখলাম আমি 'যে পান্নালাল সেই পান্নালাল'।
নেহাত যদি উন্নতিটা করেন ভগবান
কচু আছি ঘেঁচু হব, বড় বাড়ি তো মান।

জ স ১৩২৭। ৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা

বনেদি হারামজাদা

বাবুদের ঘরে ক-পুরুষ ধরে
চাকরি খাটিয়া খাই
খোরাক, পোশাক, দু-টাকা মাইনে
প্রতিমাসে আমি পাই।
থালা-বাটি মাজি, তামাকুও সাজি,
ঘর-দোর দিই ঝাঁট।
বাঁটনাও বাটি, বিচালিও কাটি,
বহে আনি ঘুঁটে-কাঠ।
জল তুলে আনি, পাঙ্খাও টানি,
সাফ করি আলো-বাতি।
কোন কাজ হলে একটু কসুর,
খাই চড়, জুতো, লাথি।
কাপড় কোঁচাই, এঁটোও ঘুচাই,
বাবুরে মাখাই তেল।

পেলে কোন দোষ, বাবু করি রোষ,
বলেন খাটাব জেল।
মুনিব আমায় দিয়েছে উপাধি--
ছুঁচো, পাজি, বোকা, গাধা,
ননসেন্স, ড্যাম, স্টুপিড, ফুলিস,
শূয়ার, হারামজাদা।
বাবু চেয়ে বাবু গিন্নিঠাকুরানী,
নাকের ডগায় রাগ,
খোকার ন্যাকড়া দেরিতে কাচিলে,
বলেন 'হিঁয়াসে ভাগ'।
বিধির বিপাকে বাবুর গৃহিণী,
ব্যাবামে পড়িল খুব।
গু-মুত তাহার করে পরিষ্কার,
দু-বেলা দিয়েছি ডুব।
জল ঘেঁটে ঘেঁটে, দিন-রাত খেটে,
নিমোনিয়া হল মোর।
বলিলেন বাবু—যা চলিয়া বাড়ি,
প্রাণে আশা নাই তোর।
ইস্কুলের ছেলে গোটা কত মিলে,
বাড়ি নিয়ে গেল ধরে।
তারা দয়া করে, দেখায়ে ডাক্তারে।
এ যাত্রা বাঁচাল মোরে।
দু-মাস বেতন আছিল পাওনা,
তাই আজ ধরে লাঠি,
দু-মাসের টাকা চারিটি চাহিনু,
আসিয়া প্রভুর বাটি।
বাবুজি আমায় বলিল—কামাই
বাদ দিয়া যাহা পাস্
দিন দুই পরে, করিয়া হিসাব
মিটাইয়া নিয়ে যাস্।
বলিনু--ব্যাবামে করেছি কামাই,
আর করিব না কভু।
অন্য মাসে খেটে শোধ দিব সেটা
এ মাসে কেটো না প্রভু।
চারিটি টাকার ভারি দরকার,
পড়েছি বড় অভাবে।

এখন কাটিলে পরিবার-ছেলে
না খেয়ে যে মারা যাবে।
বলিল মুনিব, কেমনে খাটিবি?
হাড় কয়খানি সার!
অন্য লোক আমি করেছি বাহাল,
তোরে রাখিব না আর।
এ হেন দয়ালু মুনিবের কাছে
এতদিন থাকি বাঁধা,
অনিচ্ছায় আজি হইল খালাস
বনেদি হারামজাদা।

জ স ১৩২৭। ৬ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম

জয় ধন জয় অর্থ রাজমূর্তিধর।
রৌপ্যখণ্ড কর কৃপা-সুখের সাগর॥
জয় মুদ্রা জয় টাকা জয় জয় আধুলি।
কৃপণের প্রাণধন দাতার কাছে ধূলি॥
টাকাকড়ি বিনে রে প্রচুর অর্থ বিনে।
দুঃখে দরিদ্রের জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল খেটে খেটে রাত্রি গেল শুতে।
না পাইনু দুই বেলা পেট ভরে খেতে॥
টাকা উপায়ের তরে সংসারে আইনু।
অভাবে পড়িয়া শেষে ভ্যাবাচ্যাকা হৈনু॥
বন্যার মতন পুত্র-কন্যা এল ঘরে।
কালরূপে কন্যাদায় চেপে বসে ঘাড়ে॥
যখন টাকা জন্ম নিল টাকশাল ভিতরে।
মর্ত্যলোকে নরগণ লোভ বৃষ্টি করে॥
মহাজন রেখে এল খাতকের ঘরে।
সুদরূপে তথা প্রভু দিনে দিনে বাড়ে॥
দেনদার রাখিল নাম কর্জ আর দেনা।
মহাজন নাম রাখে দাদন লহনা॥
ডিক্রিদার নাম রাখে মায় খরচা দাবি।
দেনমোহর নাম রাখে মুসলমানের বিবি॥

পশ্চিমবঙ্গের লোক টাকা নাম রাখে।
পূর্ববঙ্গবাসী সব টাহা বলে ডাকে॥
সাহেব রাখিল নাম 'রুপি' আর 'মনি'।
বিলাতে হইল নাম পাউন্ড-শিলিং-গিনি॥
'ডলার' রাখিল নাম আমেরিকাবাসী।
'ফ্র্যাঙ্ক' নাম ফ্রান্স দেশে রাখিল ফরাসি॥
'মার্ক' নাম রাখিল জার্মান এম্পায়ার।
রুসিয়ায় 'রাবল্' আর সুইডেনে 'ক্রোনার'॥
রূপেয়া রাখিল নাম দেশোয়ালী ভাই।
টঙ্কা নাম রাখিলেন উড়িয়া গোঁসাই॥
তহবিল নাম রাখে সওদাগর ধনী।
'ফেয়ার' রাখিল নাম রেলওয়ে কোম্পানি॥
'ভিজিট' রাখিল নাম ডাক্তারের দলে।
'ফি' নাম দিল যত মোক্তার-উকিলে॥
মুহুরি মশায় নাম রাখিল তহুরি।
পাটনী রাখিল নাম পারানীর কড়ি॥
খাজানা ও সেস নাম রাখিল ভূস্বামী।
গুরুদেব নাম রাখে বার্ষিকী প্রণামী॥
দক্ষিণা রাখিল নাম পুরুত ঠাকুরে।
বেতন-মাহিনা নাম রাখিল চাকুরে॥
বৈতরণী ধেনুমূল্য রাখে অগ্রদানী।
সকালে বউনি নাম রাখিল দোকানি॥
ভিক্ষুক রাখিল নাম ভিক্ষা যৎকিঞ্চিৎ।
বিদায় রাখিল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত॥
বায়না রাখিল নাম যাত্রা-খেমটা দল।
লৌকিকতা নাম রাখে কুটুম্ব সকল॥
লাভ নাম রাখিলেন যিনি ভাগ্যবান।
দেওলিয়া দুঃখে নাম রাখিল লোকসান॥
উপরিপাওনা নাম রাখে ঘুষখোর।
বামাল রাখিল নাম ডাকাইত চোর॥
বানি নাম রাখিলেন শিল্পকরগণ।
খোরাকি রাখিল নাম পেয়াদা-পিয়ন॥
ডালি নাম রাখিলেন উপরওয়ালা।
পণ নাম দিল যত বেটা বেচা—॥
'টি-এ' নাম রাখিলেন 'টুরিং অফিসার'।
'হলটিং' ও 'মাইলেজ' নামাইল যার॥

সরকার রাখিল নাম টেক্স ক-রকম।
'পার্সোনাল' 'লেটারিন' আর 'ইন্‌কম'॥
'পেন্‌শন্' রাখিল বুড়ো শেষ করে গোলামি।
বেকুব রাখিল নাম আক্কেল-সেলামি॥
নজর-সেলামি রাখে জমিদার ধনী।
গোমস্তা রাখিল নাম নিকাশি পার্বণী॥
ভৃত্যগণ নাম রাখে ইনাম-বখসিস্।
নোট নামে প্রকাশিল 'করেন্সি আপিস'।
ফৌজদারি আসামি রাখে নাম জরিমানা।
আদালতে নাম হল কোর্টফি তলবানা॥
ভোগ ও মানসা নাম দেবতা মন্দিরে।
সিন্নি নাম রাখিলেন মুসলমানি পীরে॥
দালাল সকলে নাম রাখিল দালালি।
বলি নামে অভিহিত করিল মা কালী॥
তীর্থের স্থানেও তব বাঁধা আছে রেট।
জগন্নাথে আট্‌কা আর বৃন্দাবনে ভেট॥
দুঃখারি দৈন্যনিপাত দারিদ্র্যভঞ্জন।
রৌপ্যাদি রূপেতে কর লজ্জা নিবারণ॥
নানারূপে হয় তব ব্যাঙ্কে-ব্যাঙ্কে স্থিতি।
আয়রনচেস্টশায়ী অগতির গতি॥
রসময় তব রসে ডাগর মানুষ।
কৃশজনে কর তুমি নাদুস্-নুদুস্॥
শালগায়ে স্ফীতোদর শ্রীমান্ সে জন।
যার ঘরে দয়া করে দাও দরশন॥
ফ্রেঞ্চ কাট শ্মশ্রু আর টেরিযুক্ত কেশ।
পতিত হলেও হয় উন্নত বিশেষ॥
চিন্তানাশ কর তুমি দেব চক্রাকার।
দিনান্তে জুটাও তুমি দীনের আহার॥
অনন্ত টাকার নাম অপার মহিমা।
কুবেরাদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥
বি. এ. এম. এ. পাশ কিম্বা সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান।
তথাপি না হয় লোকে টাকার সমান॥
যেই টাকা সেই নোট ভজ নিষ্ঠা করি।
টাকার সহিত ফিরে আপনি ট্রেজারি॥
শুন শুন ওরে ভাই টাকা-সংকীর্তন।
যে টাকা হইলে হয় দারিদ্র্য মোচন॥

টাকা টাকা ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই তাগাদা আছে পিছে॥
টাকা নাম পয়সা নাম বড়ই মধুর।
যে জন না ভজে টাকা সে হয় ফতুর॥
রথচাইল্ড আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সে টাকা সঞ্চিত নৈলে কি হবে উপায়॥
কন্যাদায়গ্রস্তের উদর বিদারণ।
বেটার বাপের কর তবিল পূরণ॥
কাইজারে ছলিবারে দিলা প্রলোভন।
এলাইজদের লজ্জা কৈলে নিবারণ॥
দীনবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে চক্রাকার।
কাবুলে আমির বধ রুসিয়ায় জার॥
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি সারাৎসার।
তোমা ভিন্ন দেখি প্রভু সব অন্ধকার॥
তব পদে কোটি-কোটি নমস্কার করি।
অষ্টোত্তর শতনাম রচিল ফেরারি॥
ভোরে উঠে এই নাম যে করে বর্ণন।
হলেও হইতে পারে দারিদ্র্য মোচন॥

বিজলী ১৩২৭। ৬ ফাল্গুন

হতাশের প্রার্থনা

বিদ্যা ফিরে নে জননি তোর

বিদ্যারম্ভ হল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরুমশাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।
তোমার কৃপায় যশের সহিতে,
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ ;
ঘরে এসে দেখি আমারে পড়াতে
বিষয়বিভব হয়েছে শেষ!
ছ-মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব ;
এ-দিকে যে আমি বিদ্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।

জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট ;
দেনা করে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।
দেনা দেখে আমি করি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ—
ছ-টি মাস যদি হাকিমি করিতো
সকল দেনাই হইবে শোধ।
খোশামোদ করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হাকির্মির নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয় না হাকিম,
দরকার সুপারিশের জোর।
হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয়-স্বজন,
যুক্তি তাহারা দিল আমায় —
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমের চেয়ে অধিক আয়।
এম. এ. পাশ করি দারোগা হইব!
অদৃষ্টের ফের বাপ রে বাপ!
আমি হনু রাজি বিধাতা তো নয়,
দু-ইঞ্চি কম বুকের মাপ।
বিদ্যার গরম হইল ঠাণ্ডা,
ভাঙিল আমার দাঁতের বিষ—
পঁচিশ মুদ্রা ভাতা নিয়ে হনু
কেরানিগিরির এপ্রেন্টিস্।
কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
(i) আই-এর ফুট্‌কি (t) টি-র মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ত।

জ স ১৩২৭। ৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা

তামাদি আরজি

চৌকি নিশ্চিন্তপুর ইনসাফী অদালত

বাদী—ম্যালেরিয়া সিংহ বর্মা,
পিতা—এনোফিলি মশা,
জাতি—ব্যাধিক্ষত্র, নিবাস—সর্বত্র,
মানবক্ষয়-ব্যবসা।
বিবাদী—কাঙাল, অভাগা দিগর,
মা-বাপ নাহিকো কেহ,
জাতি—দীন দাস, পেশা—উপবাস,
নিবাস—দুর্বল দেহ।
শরিক বিবাদী—বিসূচিকা ব্যাধি,
বসন্ত ও নিমোনিয়া,
যক্ষ্মা কাস ক্ষয়, রক্ত আমাশয় ;
উপদংশ, গনোরিয়া,
অন্নবস্ত্রাভাব, ডাক্তারের চাপ,
মেয়ের বিয়ের পণ,
জলে ডুবে মরা, কেরোসিনে পোড়া,
আরো আছে কতজন।
দাবি পরিমাণ—গরিবের প্রাণ,
কড়ার অধিক নয় ;
বাবত খাজনা। বাদীর বর্ণনা—
নিম্নে দিনু পরিচয়—
(১) এই আদালত এলাকাস্থিত
ডিবিজান মরাঘাটি,
পরগনে ঝিল তরফ মুশকিল,
মৌজে বাঁশ বাঁধা পাটি।
নিম্নের লিখিত তার,
চৌদ্দ পোয়া জমি জীবন জমায়
বিবাদী দখলিকার।
(২) পূর্বোক্ত মৌজায়, পনের আনায়
মৌরসিদার বাদী,
শরিকগণের এক আনা অংশে
স্বত্ব শুধু মেয়াদি।
বাদীর অংশের খাজনাদি সব
পৃথক আদায় হয় ;

(ক) তফশীল মত বাদীর অংশে
বাকি আছে সমুদয়।
তলব তাগাদা সঙ্গতি সত্ত্বেও
নষ্টামি করে বিবাদী,
দিবে বলে ফাঁকি রাখিয়াছে বাকি
মায় সেস-খাজনাদি।
(৩) আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রে
আদায়ের প্রথা মতে,
উক্ত মৌজায় নালিশের হেতু
ঘটিয়াছে কিস্তি গতে।
(৪) শরিকগণ ও বিবাদীর কাছে
চেষ্টা করিয়া বাদী
জানিতে পারেনি শরিকের বাকি
সঠিক সংবাদাদি।
১৪৮ (ক) ধারার মতে
শরিক বিবাদীগণে
মোকাবিলা করি হুজুরাদালতে
এ নালিশ সে কারণে।
(৫) বাদীর প্রার্থনা—(ক) বাদীর খাজানা
ডিক্রি হয় সুবিচারে,
মুলতবি কালের সুদসহ যেন
উক্ত ধারা অনুসারে।
(খ) মোকাবিলাগণ বাদী হয়ে যদি
হিসাব দাখিল করে,
অতিরিক্ত কোর্টফি দিতে রাজি বাদী
সংশোধিত দাবি ধরে।
(গ) সম্পূর্ণ খরচার ডিক্রি পাইতে
বাদী হন হকদার,
আইন ইকুইটি মতে যেন পায়
অন্য সব প্রতিকার।
তফসিল হিসাব (ক)
খাজনা—জীবন-ধন,
সেস—পুত্র-পরিজন,
সুদ—তার যা কিছু সঞ্চিত।
চৌহদ্দি।

উত্তরেতে রুক্ষ্ম কেশ,
দক্ষিণেতে পাদদেশ,
পূর্বে প্লীহা পশ্চিমে যকৃৎ।
সত্যপাঠ।
আমি ব্যাধি ম্যালেরিয়া প্রকাশ করিনু এই--
আরজির লিখিত যত তথ্য।
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে স্বাক্ষরিনু আদালতে
সব মিথ্যা কতকাংশ সত্য।

জ স ১৩২৭। ৭ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা

তামাদি আরজির জবাব

কাঙাল বিবাদী পক্ষে লিখিব বর্ণনা।
সানুগ্রহে গ্রাহ্য হয় বিনীত প্রার্থনা॥
আরজি উক্ত দাবি বিবরণ আদি
সমুদয় অস্বীকার,
(বাদীর) বর্তমান আকারে মামলা করিবারে
নাহি কোন অধিকার।
(ক) পক্ষাভাব দোষে দুষ্ট এ নালিশ
নাহি পারে চলিবারে
শুধু আমি নয় ষড়রিপুচয়
এ জমি দখল করে।
পঞ্চ ভূতাত্মক এ দেহের মাঝে
তারাই মালিক খাঁটি।
আমি তো কেবল যাদের অধীনে
ভূতের বেগার খাটি
বাদীর পিতৃবংশ করিয়া ধ্বংস
বাদী স্বত্ব করে শেষ।
সেই কর্তৃপক্ষ আবশ্যক পক্ষ
(ইথে) নাহিকো সন্দেহ লেশ।
(খ) বাদীর প্রধান শরিক প্লীহা ও যকৃৎ
কালাজ্বর বাত ব্যাধি,
তাদের ছাড়িয়া হইবে বিচার
এ কেমন হয় বিধি।

আশি লক্ষ জন্ম করি অসাধ্য সাধন
অমূল্য মানব জন্ম পেয়েছি এখন।
অমূল্য জীবন দারাপুত্র-পরিজন।
এর দাবি ক্ষুদ্র শক্তি নিম্ন আদালতে!
বিচারের অধিকার নাহি কোনমতে॥
মৌরসির স্বত্ব বাদী কেমনে পাইল,
কেবা উর্দ্ধতন রাজা কেমনে বা দিল,
বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমূলাধার,
মানবাদি সর্বজীব প্রজা হয় তাঁর।
দুষ্টের দমন হেতু সমান রাজায়,
দেছেন পত্তনি স্বত্ব যথায়-তথায়।
শমনের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র তুমি।
বিনা অধিকারে বাদী কেন হলে তুমি॥
(কিন্তু) জগদম্বে মোর রাজা
আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমাতে বাদীর নাহি কোন অধিকার।
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রগুপ্ত অতি বিচক্ষণ
অভ্রান্ত হিসাব যায় না হয় খণ্ডন।
যাহার যা বাকি আছে পাবে সব তার কাছে
জমা ওয়াসিল বাকি করচা হিসাবে
আমার নামের বাকি কিছু নাহি পাবে॥
সর্ব-জ্বর-হর মা-র এলাকা ভিতরে,
করি বাস মুক্ত ত্রাস সানন্দ অন্তরে।
আমার জীবন ধন দারা-পুত্র-পরিজন
সঞ্চিত সকল মম সহ কর্মফল।
মাতৃ-পদে সমর্পণ করেছি সকল॥
যুগ-যুগান্তর হতে মাতৃরাজ্য-মাঝে,
সাবেক যা বাকি ছিল, সে অঙ্কে মা শূন্য দিল
করুণাময়ী মায়ের এতই করুণা
বাকি খাজনার দাবি আদৌ চলে না॥
শমন শঙ্কিত সদা মায়ের শাসনে
শমন-কিঙ্কর তুমি ভয় নাহি মনে।
আমারে ধরিতে চাও যাও পলাইয়া যাও
উঠলে মায়ের কানে হবে অপমান
সময় থাকিতে তুমি হও সাবধান॥
বটে আমি দিন দাস, পেশ উপবাস
এ দুর্বল দেহে আমি করি বসবাস।

বিশ্বমাতা-বিশ্বপিতা হন মোর মাতাপিতা
ভক্তির কাঙাল বটি নহি হীনবল।
হরিনাম মহামন্ত্র আমার সম্বল॥
তুমি ম্যালেরিয়া সিংহ সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে
বল কি করিতে পার মোর বাদী হয়ে।
সিংহবাহিনী মা-র শুনিলে রে হুঙ্কার
শমন পলায় দূরে, তুমি কোন ছার।
আমার এ দেহ মার পূর্ণ অধিকার॥
স্বভাবত মন তুমি লোভাকৃষ্ট চিত্ত,
লয়ে দাবি উঠাইয়া যাও দূরে পলাইয়া
দয়াময়ী মা-র মোর আছে অনুমতি,
খরচের দায় হতে দিনু অব্যাহতি।
হউন প্রসন্ন কালী কালীপদ ভণে,
চূড়ান্ত বিচার হবে মায়ের সদনে।
আরজি জবাবের কথা অমৃত সমান,
দ্বিজ কালীপদ কহে শুনে পুণ্যবান।

জ স ১৩২৮। ৭ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা

হতভাগার ভয়

বার বছর বয়সকালে,
　　　　বিদেশে হইয়া পিতৃ-হীন,
বহুদিন পরে বহু দেশ
　　　　ঘুরে, বাড়ি আসিল এ দীন।
এর মধ্যে বন্দোবস্ত সব
　　　　মুরুব্বিরা করেছেন ঠিক,
বাকি করে গিয়াছে তালুক
　　　　রায়তি জমি বেচাও ঠিক।
ধান খান তাঁরা, আমি শুধু
　　　　জমি বেচে খাজনা জোগাই,
এইরূপে ক্রমে মোর, আর
　　　　বাস্তু-ভিটা ছাড়া, কিছু নাই।
নবীন ভূস্বামী বড় খুড়ো
　　　　ধনে-জনে বড় ভাগ্যবন্ত,

আদর করেন, খেতে দেন,
ভালোবাসার নাই অন্ত।
বাড়ির পাশে ঠাকুর কাকা,
নিরীহ, সৎ, দয়াপ্রবণ,
বাড়িখানি রক্ষা-ভার তিনি,
ইচ্ছা করে করেন গ্রহণ ;
ফল খেয়ে খাজনা দিবেন,
আমার বাড়ি রবে আমার।
এই কথা ঠিক করে আমি
বাঙলা দেশ হলাম পার।
মাঝে-মাঝে যবে দেশে যাই
কাকা-খুড়া ভালোবেসে কয়
বাড়িতে তোমার ঘর কর
চিরকাল কি বিদেশে রয়?
ঘর কবা ঠিক হল, কিন্তু
সেই কাল অসময় বলে,
সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে,
আবার আমি এলাম চলে।
ঘর করিবার কালে 'কাকা'
বাধা দেন বলে পত্র পাই ;
কি করি উপায় পুনরায়
বহু অর্থব্যয়ে দেশে যাই।
কাকা কন "বাড়ি ছাড়া একে

প্রবাসেই থাক বাবা, হেথা
কি করিবে করে বাড়ি-ঘর?
তালুকদার খুড়া তোমার
টাকা দিয়ে খুশি করে তাঁয়,
খারিজ করে লয়েছে বাড়ি
আর কি এখন ছাড়া যায়?"
আইনের ধারার আশ্রয়
নিবার, সাধ্য নাই যে মোর,
এই-না বুঝে কাকা-খুড়োরা
করেন এত জুলুম-জোর।
নয়নের ধারা রোধিবার,
শক্তিও আমার যে নাই

সেই জন্য হা নিশ্বাস অশ্রু
পড়ে, সদা ভাবি তাই।
বাপের ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালা
আমার কাছে বড়ই সাধ,
অকারণ ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ
হয়ে, সাধছেন যাঁরা বাদ।
মনে-প্রাণে সদা সর্বক্ষণ
আমার এ ভয়টাই হয় ;
"তাঁদের ভিটায় বাতি দিতে
আর কেহই বা নাহি রয়।"

জ স ১৩২৯। ৯ বর্ষ ৩২-৩৩ সংখ্যা

মামলা জিত

দাদাঠাকুর! আজকে তোমার
দেখছি ভারি মেজাজ খোস।
ডিক্রি বুঝি পেলে মামলা
করে বিষম যোগসাজোস?
মানুষ হাকিম করলে বিচার ;
তারে দিলে খুব ফাঁকি।
উপরে যে হাকিম আছে
ঠকাতে তায় পারবে কি?
টিপ সহিতে কাজ সারিলে
সাক্ষী দিয়ে দুই কি তিন,
সে হাকিম তো নেন না প্রমাণ
নিজেই দেখেন সরজমিন।
ঠোঙায় করে ও কি নিয়ে
তাড়াতাড়ি দিচ্ছ ছুট?
মামলা জিতে আজকে বুঝি
দিতে হবে হরির লুট্।
মামলা জিতে যে ভোগ দিবে
হরি যদি নেন তা আজ ;
তা হলে ঠিক বুঝব আমি
হরিও তোমার মামলাবাজ।

হলপ করে নিলে হাতে
তামা-তুলসী-গঙ্গাজল।
আজকে যে ফল ফললো তোমার
ফল্‌বে তাহার উল্টো ফল।
মিছে করে মামলা জিতে
ভাব্‌ছো তুমি বুদ্ধিমান।
হয়তো নিবে গরুদুটি
না হয় নিবে বাস্তুখান।
ভাব্‌ছো আমায় করলে জব্দ
কর্‌লে আমার সর্বনাশ।
তোমার শাস্ত্র সত্য হলে
তোমার হবে নরক বাস।
দেনাদারের গরু যাবে
ভুগ্‌বে নরক ডিক্রিদার।
বলুন দেখি পাঠক মশায়!
কাহার জিত আর কাহাব হার।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ২ হর্ষ

চাষার খেদ

শুনরে মামু! কাল গেছিনু
জমিদারের বাড়ি।
কাছারিতে বসে বাবু
মস্ত বড় ভুঁড়ি।
আমি বুলনু খাজনা দিব
ফসল পানি হলে,
খাদ্‌ বেগরে মর্‌ছি হুজুর
নিয়ে মেয়ে-ছেলে।
আমায় দেখে রেগে বাবু
বুললে দারোয়ানে।
পঁচিশ জুত্তা লাগাও ইস্কো
খাজনা দিস্‌ না কেনে?
হাতির মতো গতর বাবুর
দয়ামায়া নাই।

হারামজাদা শালা বলে
গাল দিলে বেজায়।
মনে মনে বুল্‌নু আমি
বিচার কর খোদা।
মোদের পয়সায় বাবু হয়ে
বললে হারামজাদা।
মোটা-মোটা ওই বাবুগুলো
কি কাজেই বা লাগে?
শুধুই করে বাবুগিরি
কেবল খায় আর হাগে।
মোদের মতো চাষা যদি
না থাক্‌ত সংসারে।
দানা বেগর দুনিয়াটা
যেত ছারে-খারে।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ৮ হর্ষ

জুজুর ভয়

ছেলেবেলায় জুজুর ভয় করতে সবাই আগে।
এখন দেখছি এক এক জুজু এক এক জনের ভাগে।
পোয়াতির জুজু পেঁচো যদি পেয়ে বসে ছেলে।
ছাত্রের জুজু শিক্ষকমশায় প্রহার দিবে বলে।
শিক্ষকের জুজু সেক্রেটারি চাকরি যদি খায়।
চোরের জুজু পুলিশ যদি মালসুদ্ধ পায।
পুলিশের জুজু বড় সাহেব কৈফিয়তের চোটে।
আমলার জুজু হাকিমবাবু যদি উঠেন চটে।
হাকিমের জুজু বড় হাকিম তার জুজু তার বড়।
জুজুর জুজু পরম জুজু আছে জুজু তারও।
খাতকের জুজু মহাজন টাকা ধারে যার।
মহাজনের জুজু "ইনকাম ট্যাক্সের এসেসার"।
প্রজার জুজু জমিদার যার মহালে বস্তি।
জমিদারের জুজু হচ্ছে কালেকটারির কিস্তি।
কয়েদির জুজু ওয়ার্ডার টানায় বলে ঘানি
গাধার জুজু মোট চাপিয়ে ধোপা আর ধোপানি।
হাতির জুজু মাহুত মাথায় ডাঙস্‌ মারে বলে।

বলদের জুজু চাষা যখন জুড়ে দেয় লাঙলে।
বৌয়ের জুজু শাশুড়ি-ননদ দিয়ে দাঁতখেঁচুনি।
স্বামীর জুজু জেনে রেখ প্রখরা গৃহিণী।
প্যাসেঞ্জারের জুজু হচ্ছে টিকেট কালেকটার।
বিলাতি কাপড়ের জুজু নন-কো পিকেটার।
উকিলের জুজু জজসাহেব "ডিসবার" করার ডরে।
অন্ন-বিত্তর জুজুর ভয়টা কোন্ লোকে না করে?

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ৮ হর্ষ

বিচারালয়

ধর্মাবতার করছ বিচার
প্রমাণ নিয়ে আইন মতো।
রাজদ্বারে দিনদুপুরে
বেআইনি হচ্ছে কত।
নিমক ভোগী নিমকহারাম
নিজের ঘরে অনেকগুলো,
দু-হাতে যে পুরছে পকেট
দিয়ে তোমার চক্ষে ধুলো।
পাইনে খেতে বল্‌তো তারা
মাইনে তাহে গেল বেড়ে।
তবু দেখছি এই ভায়ারা
দেয়নি সাবেক স্বভাব ছেড়ে।
আজিও তো দেয়নি ছেড়ে
লোভনীয় পাওনা বাজে।
জাঁতিকলে ফেলে তারা
ঝুস্‌ছে কেবল মামলাবাজে।
ভাবছো বুঝি মাইনে বাড়ায়
এরা সবে ঘুস্ ছেড়েছে।
বেতন বাড়ার অনুপাতে
উপরিটারও রেট বেড়েছে।
বিচারপ্রার্থী কাঙাল প্রজা
জরাজীর্ণ বস্ত্রখানি,
তারে যদ্দি করে দয়া
নেহাতপক্ষে এক-দুয়ানি।

পথেও হাগে চোখও রাঙায়
কোনরূপে হয় না কাবু,
ঘুসের দালাল মউরি মশায়
কিম্বা স্বয়ং উকীলবাবু।
হাকিম-হুকিম জজ-বাহাদুর
সবাই জানে ঘুসের কথা।
কেউ ঘুচাতে পারলে না কই
রাজদ্বারে এই কুপ্রথা।
চোর-ডাকাতে দিচ্চ ফাটক
পাঠাচ্ছ তাই দীপান্তরে।
চোর যে বসে থাকছে বেদাগ
তোমার দু-একফুট অন্তরে।
হেড কেরানি হতে পিওন
এদের ক্বচিৎ একটি বার।
রাজদ্বারে চৌর্য পেশা
চালাচ্ছে যে নির্বিকার।
তোমার অফিস চোরে ভরা
এ কলঙ্ক সব তোমারি,
ইচ্ছা কভু হয় কি প্রভু
ঘুচাতে এ কেলেঙ্কারি?
যদি বল আমলাগণে
ঘুস্ নিচ্ছে এর প্রমাণ কোথা?
এর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে
কার দেহেতে তিনটে মাথা?
এসব ব্যাপার বিচারপতি
বাকি তোমার নাই জানিতে,
ঘুসখোরে ঘুসখোর বলিলে
ফেলাও তাকে মানহানিতে।
তোমাদেরও বিষয় আছে
নজর করে দেখো তাতে,
মোকর্দমার বাজে খরচ
আছে কত মামলাখাতে।
গোপনেতে বোমা তৈয়ের
"কাউন্টারফিট কয়েন" করা,
সেসবগুলোর হচ্ছে সাজা
এই চুরি কি যায় না ধরা?

আমলা ভায়া কর ক্ষমা
এ অপ্রিয় বলার পাপে,
মোদের কথায় কি আসে-যায়
চালাও পেষা চুট্‌কি সাফে।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ১১ হর্ষ

মুচির টিটকারি

মুচি আমি সমাজেতে
বড়-ছোট জাত রে।
পয়জার সেলাই করি
করি দুটো ভাত রে।
ধনী-মানী বিদ্বান্‌
ঘৃণা করে আমারে,
তখনই করিবে স্নান
ছুঁলে এই চামারে
অপকর্ম তাহাদের
মতো আমি পারি না,
যশ-মান সুখ্যাতির
ধার কিছু ধারি না।
ভদ্রলোক তোমরা হে
মোটা টাকা ঘুষ খাও
ঘুষ খেয়ে দুশমনে
স্বদেশ ছাড়িয়া দাও।
আমাল্লি তো জাতভাই
শুনিয়াছি আর বার,
শত্রু-সনে যুদ্ধ করি
গিয়েছিল দরবার।
তোমাদের মূলমন্ত্র
টাকাকড়ি খোঁজা রে,
জল না দেখেই সবে
খুলে দিলে মোজা রে।
বেচে ফেল জমিদারি
ছিঁড়ে ফেল খদ্দর,

শুখেয়ে মরেনাকো
　　　　ঘুষখোর ভদ্দর।
স্বদেশের জন্য কি
　　　　করিলে হে ফয়দা,
টাকা ধর্ম টাকা স্বর্গ
　　　　টাকাতেই পয়দা।

জ স ১৩৩০। ১০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

চড়ক ড্যাডাং-ড্যাং

চড়ক ড্যাডাং-ড্যাং
কলকাতাতে
হাসপাতালে
　　সাপের মুখে যেমন ব্যাঙ।
বিনামূল্যে
ওষুধ গিল্‌লে
　　ফল তাতে পান কি না পান।
প্রবীণ মন্ত্রী
স্বাস্থ্যমন্ত্রী
　　হাসপাতালে চালান বাণ।
চেরিটেবল
নামে কেবল
　　কোন দেবতার অভিশাপ।
লাগাও পাক
চিচিং ফাঁক
　　স্বরাজের এই প্রথম ধাপ।
চড়ক ড্যাডাং ড্যাং
করু তাক্‌-তাক্‌
দে পাক্‌ দে পাক্‌
　　পড়্‌লে পরে ভাঙ্‌বে ঠ্যাং।
কেমন নরম
এই রিফরম
　　গরম গরম টাটকা তান।
চালায় ধবল
ক্যা তোফা বোল
　　ডবল ডবল লবণ বাণ।

অনুব
শিবের ভক্ত
    শক্ত কর পিঠকে বাপ্।
কষ্ট কম্‌বে
অবিলম্বে
    স্বরাজের এই প্রথম ধাপ।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ১৩ হর্ষ

স্মারং স্মারং আইন চরিতং কোদালধারী কেরানি

পৈতৃক যা জমি ছিল
সে সকল ভাগে দিয়ে,
হইলাম বিদেশবাসী,
কেরানি চাকরি নিয়ে।
মাথাতে টেরি কেটে
কি সুন্দর পোশাক পরি,
ভদ্রলোক সেজে কেমন
আনন্দে আপিস করি।
সকলে বাবু বলে,
চাপরাসী করে সেলাম,
হল মোর কুড়ি ফোঁটা
হইলাম রঙের গোলাম।
সকালে চা-হালুয়া
বিকালে ফুলকো লুচি,
দুপুরে বালাম চাউল
ভিন্ন যে হয় না রুচি।

কাগজে দেখ্‌তে পেলাম
আইন এক হচ্ছে জারি,
যে লোকে করবে আবাদ
জোতজমা হবে তারই।
বাপ-বরাপ করলে জমি
সে সকল পরকে দিয়া
চাকরিতে দিন কাটিব
চাকরি কি একচেটিয়া?
বাবা যে চাকরি করে,
ছেলে তো পায় না সেটা,
তা হলে জজ হইত
যতসব জজের বেটা।
এ সকল দেখে-শুনে
দিয়েছি চাকরি ছেড়ে,
লাঙলের কাজ জানি না
লেগেছি কোদাল ধরে।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ১৩ হর্ষ

অসহযোগীর দশা

নেতা—সহযোগ করিব না সরকারের সাথ,
পুলিশ—মিটিং মে কাহে কহো সরকারকো বাত।

নেতা—কাউন্‌সিলেতে কেহ ঢুকিতে যেও না।
পুলিশ—তোমারা উপর হ্যায় দেখ পরোয়ানা।
নেতা—ওয়ারেন্ট মানি না যে যাবোনাকো আমি।
পুলিশ—সিধা হোকে চলো আব্ ছোড় দেও পাগলামি।
নেতা—অহিংস আমরা, করিব না প্রতিবাদ।
পুলিশ—বি-পি কেন্‌মে এক্‌জামিন হোগা থোরা বাদ।
নেতা—মারো-ধরো তবু করিব না সহযোগ।
পুলিশ—জেহাল্‌কা দাওয়াইমে ঠাণ্ডা হোগা রোগ।
নেতা—জেলে ঢুকে অনাহারে ত্যজিব পরান।
পুলিশ—তব্ তো দেখে সরকার কা খুব হোগা লোকসান্।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ১৭ হর্ষ

বোতল পূজার পাঁচালি

আফগারীং নমস্কৃত্য শৌণ্ডিকঞ্চৈ ব মাতুলম্।
দেবীং সুরেশ্বরীঞ্চৈ ব ততোজয মুদীরয়েৎ॥

জয় জয় সুরাদেবী! মহিমা তোমার।
বর্ণনা করিবে বল হেন সাধ্য কার॥
আছ তুমি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে-কলিতে।
তব গুণ এক মুখে পারি কি বলিতে॥
দেবাসুরগণে যবে সমুদ্র মন্থিলে।
সুধারূপে তুমিই তো তখন উঠিলে॥
দেবতারা করি পান হইল অমর
না খেয়ে হইল ধ্বংস অসুর পামর॥
দেবতারা খেয়ে যাহা অবশিষ্ট ছিল।
কমণ্ডলু-মাঝে ব্রহ্মা লুকায়ে রাখিল॥
দ্বিতীয় মন্থনে যবে উঠে হলাহল।
প্রমাদ গণিল সব দেবতা মহল॥
গোঁয়ার গেঁজেল শিব করে তাহা পান।
বিষের জ্বালায় শেষে করে আনচান॥
ব্রহ্মা দেখিলেন শিব প্রাণে মরে বুঝি।
তখন সে কমণ্ডলু আনিলেন খুঁজি॥
সুধাটুকু দিয়ে বলে খাও শিব তুমি।
যেই খাওয়া সেই তার হয়ে গেল বমি॥

তারপর মহাদেব কণ্ঠ বিনিসৃত।
সুধাটুকু হয়ে গেল গরল মিশ্রিত॥
সুধা ও গরলে যেটি হইল মিকশ্চার।
দেবগণে মিলি সুরা নাম দিল তার॥
সুধার 'সু' গরলের 'র' বর্ণ মিলিয়া।
'া' আকার হইল তাতে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া॥
এইরূপে হল সুরা ক্যাবাত ক্যাবাত।
ইহা পান কৈলে হয় সুন্দর মৌতাৎ॥
দেবগণ এই সুরা বারকত খেয়ে।
বলিল পবিত্র ইহা সুরধনী চেয়ে॥
বাচ্চা দেবগণ এর কিছু চুরি করে।
রেখে দিল সোমলতা ঝোঁপের ভিতরে॥
কেহ কেহ রাখে তাল-খেজুরের গাছে।
লোভে পড়ে বুড়োগুলো খেয়ে নেয় পাছে॥
সোমলতা জঙ্গলেতে যাহা রেখেছিল।
লালসায় লতা তাহা শোষণ করিল॥
দেবেরা দেখিল যবে ভাঁড়ে সুরা নাই।
কি হইল সুরা বলি জিজ্ঞাসে লতায়॥
লতিকা কহিল উহা করেছি ভক্ষণ।
শুনি রুষ্ট হইলেন যত দেবগণ॥
তখন সকলে মিলি সেই লতা ছিঁড়ি।
বাহির করিল রস নিঙাড়ি নিঙাড়ি॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে সোমরস জন্ম নাম প্রথম সর্গ।

সোমরস পান করি যত দেবগণ।
করিলেন সত্যযুগে অসাধ্য সাধন॥
সোমরস পান করি আনন্দিত মনে।
জয়ী হতো দেবতারা অসুরের রণে॥
যখন হারিত তারা অসুরের বলে।
এই রস খাওয়াইয়া জিনিত কৌশলে॥
যে দৈত্য এ রস খেত নেশা হতো তার।
করিত সে ঝোঁকে পড়ে মন্দ আপনার॥
বলী দৈত্য সুরাপানে হইয়া মাতাল।
বামনে সর্বস্ব দিয়ে চলিল পাতাল॥
মদ্যের অশেষ গুণ কব কত আর।
এরই জোরে হল বিষ্ণু দশ অবতার॥

পানীয়ের ন্যূনাধিক মাত্রা অনুসারে।
হইত বিভিন্ন মূর্তি ভিন্ন অবতারে॥
অধিক মাত্রায় পান করিত যখন।
নৃসিংহাদি হিংস্র মূর্তি হইত তখন॥
প্রহ্লাদে করায়ে পান ভক্তির সহিত।
পিতার বিরুদ্ধে তারে কৈল উত্তেজিত॥
ভক্তিতে প্রহ্লাদ পান করেছিল বলে।
অবহেলে বেঁচে গেল গবলে-অনলে॥
অতিরিক্ত পান করি হিরণ্যকশিপু।
পিতা হয়ে হইলেন সন্তানের রিপু॥
গয়াসুর জব্দ যবে কৈল দেবগণে।
সুরা পিয়াইল তারে অতীব গোপনে॥
নারায়ণ তার কাছে মাগিলেন বর।
নেশায় 'তথাস্তু' বলে দিল দৈত্য বর॥
কায়দায় ফেলিয়া তারে করিল পাষাণ।
সুরায় সুরের হতো মুশকিল আসান
এইভাবে মহাশক্র অসুরের রণে
সুরার সাহায্যে জয়ী হতো দেবগণে॥
সুধাপানে মহামায়া করেনি কসুর।
এর গুণে বধেছিল অনেক অসুর॥
দৈত্যবধ করি নেশা ছুটেনিকো তার।
পদভরে টলমল করে ত্রিসংসার॥
বেগতিক দেখে শিব চিৎ হয়ে পড়ে।
পত্নী হয়ে দাঁড়াইল পতি বক্ষোপরে॥
সজ্ঞানে তখন যদি থাকিতেন মা।
বাবার বুকের 'পরে দিতেন কি পা?
শুক্রাচার্য সুরাপান করিত বেদম।
বেমালুম নিজ শিষ্যে করিল হজম॥
তারপব যবে তার নেশা ছুটে গেল।
অপেয়া বলিয়া শাপ প্রদান করিল॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে শুক্রাভিশাপ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

ত্রেতা যুগ 'পরে অযোধ্যা নগরে
ছিল রাজা দশরথ।
মহাজ্ঞানী-গুণী জানা ছিল শুনি
যুদ্ধে নানা কসরত॥

এই নররায় মাতিয়া সুরায়
তিন রানী বিয়ে করে।
বিয়ে করা সার ভাগ্যদোষে তাঁর
সন্তান ছিল না ঘরে
মৃগয়ায় গিয়া ক-ডোজ টানিয়া
সুপেয় সুগন্ধ মদ।
নেশা হল ক্রমে জলহস্তী ভ্রমে
মুনিসুতে করে বধ॥
শোকাতুর বাপ দিল অভিশাপ
হা পুত্র! হা পুত্র! করি।
মরিনু যেমতি তেমতি নৃপতি
তুমিও যাইবে মরি॥
খুশি নরবর শাপে হল বর
ভারি আনন্দিত মন।
তাঁহার আলয়ে চারি অংশ হয়ে
জন্মিলেন নারায়ণ॥
কৌশলা-উদরে দশ মাস পরে
জনম লইল রাম।
কৈকেয়ীর কোলে মেজো ছেলে হলে
ভরত রাখিল নাম॥
সুমিত্রা ছোটটি প্রসবিল দুটি
শত্রুঘন লক্ষ্মণে।
এ চারি বালক হল সাবালক
বিয়ে দিল শুভক্ষণে॥
কিছুদিন থাকি জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডাকি
বলিল বদন চুমি।
বাসনা আমার করি 'রিটায়ার'
রাজ্যভোগ কর তুমি॥
শুনি মেজোরানী বোতলের পানি
রাজারে করাল পান।
রাম ও লক্ষ্মণে পাঠাইয়া বনে
পুত্রশোকে ত্যজে প্রাণ।
ভরত তখন সহ শত্রুঘন
মামা-বাড়ি ছিল তারা।
চারি পুত্র যাঁর বিষ্ণু অবতার
সেও হল বাসি মড়া॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে দশরথ প্রয়াণ নামক তৃতীয় সর্গ।

ত্যজ্য পুত্র হয়ে রাম চলিলেন বনে।
বৌ-রানী সীতাদেবী চলিলেন সনে॥
রামের সহিত চলে অনুজ লক্ষ্মণ।
সঙ্গে কিছু পুঁজি নাই কি করে ভক্ষণ॥
বনে যাইবার কালে জ্বলিল উদর।
চণ্ডালের বাড়ি গিয়া উঠে রঘুবর॥
গুহক চণ্ডাল বাস করিতেন তথা।
পেটের জ্বালায় রাম করিল মিত্রতা॥
তাল-খেজুরের তাড়ি ছিল তার ঘরে।
হরীর মুড়ির সঙ্গে খেতে দিল তারে॥
তাড়িতে ভোজনকার্য করিয়া 'ফিনিস্'।
গুহকে জিজ্ঞাসে রাম এ কোন জিনিস॥
শুনিল এ দ্রব্য হয় তাল-খেজুরেতে।
সব দুঃখ দূরে যায় ফুর্তি হয় চিতে॥
দণ্ডাকারণ্যেতে রাম বাঁধিলেন বাড়ি।
ক্লেশ দূর করিতেন পান করি তাড়ি॥
একদিন মৌজ করে বসে আছে সুখে।
আসিল সুন্দর মৃগ তাহার সম্মুখে॥
সীতা বলে দেখ নাথ সোনার হরিণী।
ধরিতে সোনার মৃগ ছোটে রঘুমণি॥
লক্ষ্মণ ছুটিল পাছে সাহায্য করিতে।
দূর বনে গেল তারা হরিণ ধরিতে॥
একাকিনী রহে সীতা কুটিরের দ্বারে।
রাবণ সাজিয়া যোগী ভিক্ষা মাগে তারে॥
রাবণ মাতাল ভারি রোজ করে নেশা।
পরস্ত্রী হরণ করা হচ্ছে তার পেশা॥
রাবণ হরিয়া তারে আনিল লঙ্কায়।
ফিরে এসে দেখে রাম সীতা ঘরে নাই॥
বহু স্থান ঘুরে-ঘুরে খোঁজ পেল তার।
রাবণ লইয়া গেছে সমুদ্রের পার॥
এক লক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতি।
নেশায় বিভোর তারা থাকে দিবারাতি॥
রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ নাম।
তাড়ি দিয়ে তারে বশ করিলেন রাম॥
অসংখ্য বানরে রাম দিয়ে এই রস।
ক্রমে-ক্রমে সে সবারে করিলেন বশ॥

বিভীষণ মারফতে রাবণের বাড়ি।
মাঝে-মাঝে রামচন্দ্র পাঠাতেন তাড়ি॥
তাড়ি-মদে জ্ঞান হরি রাক্ষস সবার।
সবংশে করিল রাম রাবণ সংহার॥
সীতারে উদ্ধার করি স্বদেশে ফিরিল।
নেশার খেয়ালে পুনঃ সীতা নির্বাসিল॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে সীতা নির্বাসন নামক চতুর্থ সর্গ।

ত্রেতায় মদের কেতা কহি তার পরে।
মদিরা মহিমা শুন যা হল দ্বাপরে॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল হস্তিনা নগরে।
মদ খেয়ে শত পুত্র থাকিত রগড়ে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হল নাম দুর্যোধন।
শকুনি আছিল তার মাতুল রতন॥
শত ভ্রাতা মাতুলের কুসঙ্গেতে পড়ি।
মদিরা পানেতে সদা দিত গড়াগড়ি॥
অক্ষক্রীড়া নামে এক ছিল জুয়াখেলা।
শত ভ্রাতা এই খেলা খেলিত দু-বেলা॥
দ্রোণ নামে আচার্যের অস্ত্রবিদ্যালয়ে।
অস্ত্রবিদ্যা শিখে তারা একত্রিত হয়ে॥
খুড়তুতো পাঁচ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
একই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল তখন॥
বিদ্যায় পাণ্ডবগণ পাইলেন খ্যাতি।
সহ্য নাহি হয় যদি বেড়ে উঠে জ্ঞাতি॥
শতভ্রাতা কৌরবেরা একে উচ্ছৃঙ্খল।
তার উপরে খেতো তারা ভাটিচোয়া জল॥
কাজেই পাণ্ডব-সনে হত রেষারেষি।
ক্রমশ কৌরব হল পাণ্ডব বিদ্বেষী॥
পাণ্ডবেরা সম্পত্তিতে হয়ে বেদখল।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি ফিরে ভূমণ্ডল॥
স্বয়ম্বরা হইবেন দ্রুপদ-নন্দিনী।
অনেকে জুটিল সেথা এ ঘোষণা শুনি॥
সভায় দ্রৌপদী লাভ করিল অর্জুন।
এ সভায় কৌরবের মুখ হইল চুন॥
দিকে-দিকে ছড়াইল পাণ্ডব-গৌরব।
হিংসায় পুড়িয়া মড়ে যতেক কৌরব॥

পাণ্ডবে করিতে জব্দ রাজা দুর্যোধন।
জুয়া খেলিবার তরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য ধৃতরাষ্ট্র কানা।
ইঁহারাও জুয়াখেলা করেনাকো মানা॥
মুরুব্বির সম্মুখেতে এই জুয়া খেলে।
সাদা চোকে পারিত কি নেশা নাহি খেলে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৌরবের ছিল অন্নদাস।
দুর্যোধনে চটাইলে ভাগ্যে উপবাস॥
পাপেতে সাহায্য এঁরা করিতেন রোজ।
মনে হয় এ কর্তারা টানিতেন ডোজ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডবে মিলিয়া।
দ্রৌপদীরে হেরে গেল এ জুয়া খেলিয়া॥
দুর্যোধন দ্রৌপদীরে সভায় আনিল।
উলঙ্গ করিতে তারে বসন টানিল॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে বস্ত্রহরণ নামক পঞ্চ ম সর্গ।

পাশায় হারিয়া স্বরাজ্য ছাড়িয়া
পাণ্ডব চলিল বনে।
দ্বাদশ বৎসর আসিবে না ঘর
দ্রৌপদী রহিল সনে॥
বোঝ জুয়াখেলা কি রকম ঠেলা
বনে ঘাস-পাতা খাও।
থাকি বনবাসে অজ্ঞাত নিবাসে
বৎসরেক আরো ফাও॥
বারো বর্ষ পরে বিরাট নগরে
গুপ্তভাবে রহে তারা।
রাজার নন্দন নোকর এখন
হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া॥
বিরাট-শ্যালক দুরন্ত কীচক
করিতেন সুরাপান।
মদেমত্ত হয়ে ভীমের প্রণয়ে
অভিসারে দিল প্রাণ॥
এদিকে কৌরব হারায়ে গৌরব
দিবানিশি টানে মদ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য আদি নৃপ
কুসঙ্গে হইল বদ॥

কর্ণ বীরবর বৈষ্ণব প্রবর
বিশ্বাস হয় না সেটা।
সজ্ঞানে থাকিলে কেমনে কাটিলে
বৃষকেতু নামে বেটা॥
প্রভু নারায়ণ মদ্য-পরায়ণ
আছিলেন সুনিশ্চয়।
স্বাত্বিক আহার করিলে তাঁহার
নর-মাংসে রুচি হয়?
বিরাট রাজার হাজার-হাজার
আছিল গরুর পাল।
সেসব গোধন লয়ে বিচরণ
করিত যত রাখাল॥
রাজা দুর্যোধন করিবে হরণ
সমস্ত গোধনরাজি।
দ্রোণাচার্য-সহ ভীষ্ম পিতামহ
সসেনা চলিল সাজি॥
দেখি এই কার্য মনে করি ধার্য
সব বেটা নেশাখোর।
নইলে সাদা চোখে কোন ভদ্রলোকে
হতে পারে গরুচোর॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে 'গোধন হরণ' নামক ষষ্ঠ সর্গ।

পাণ্ডব আসিল দেশে রাজা দুর্যোধন।
লাগাল এদের সনে কুরুক্ষেত্র রণ॥
পাণ্ডব মাতাল কম কৌরবেরা বেশি।
উভয়ে লাগিয়া গেল খুব রেষারেষি॥
পাণ্ডবের পক্ষে কৃষ্ণ করে যোগদান।
কৃষ্ণের মত্ততা আছে শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥
জনক-জননী এঁর কংস কারাগারে।
কাটাইত দিন সহি নানা অত্যাচারে॥
সে সময় এই কৃষ্ণ মত্ত বৃন্দাবনে।
ফুর্তিতে কাটিত দিন গোপিকার সনে।
তারপর যে সময় নেশা কেটে গেল।
মা-বাপে পড়িয়া মনে উদ্ধার করিল॥
পাণ্ডবের পক্ষে রণে দিবে শুনি যোগ।
দুর্যোধন রাজা এসে কৈল অনুযোগ॥

মদে-মত্ত জ্ঞানহীন এই দুর্যোধনে।
ভুলাইয়া দিল কৃষ্ণ সুমিষ্ট বচনে॥
বলিলেন নিয়ে যাও সেনা নারায়ণী।
আমি শুধু অর্জুনের করি কোচোয়ানী॥
কুরুক্ষেত্রে দাঙ্গা হল ক্যাবাত ক্যাবাত।
মাতাল কৌরব ক্রমে হয় কুপোকাত॥
এমন কি এ দাঙ্গায় ভীষ্ম হল খুন।
বাণের উপরে তারে শুয়ালো অর্জুন॥
ভীষ্মের এ দৃশ্যে গলে পাণ্ডবের হিয়ে।
বাঁচিয়ে রাখিল তারে স্টিমুলেন্ট দিয়ে॥
উত্তরায়ণের ঠাণ্ডা কনকনে ভারি।
হাত-পা কোলাপ্‌স হল ডুবে গেল নাড়ি॥
স্টিমুলেন্ট না খাইলে এই ভীষ্ম বুড়া।
কোনদিন টিটেনাস্‌ হয়ে যেতো মারা॥
কৌরবেরা প্রায় হারে পাণ্ডবেরা জিতে।
এতে খুব জেদ হল কৌরবের চিতে॥
একদিন সবে মদ আনিয়া প্রচুর
ভরপেট খেয়ে নেশা কৈল ভরপুর॥
অভিমন্যু অর্জুনের নাবালক ছেলে।
সেইদিন পড়ে গেল এদের কবলে॥
মদমত্ত সাত মদ্দ ঘেরিল তাহারে।
জর্জরিত করে দিল প্রহারে প্রহারে॥
তৃষ্ণায় অধীর হয়ে জল খেতে চায়।
ডোমেরা যেমন করে শূয়োর খোঁয়ায়॥
তেমতি ইহারা তারে করিল নিধন।
হা জল! হা জল! করে মরে বাছাধন॥
বলিহারী বীরগণে কুরুক্ষেত্র রণে।
বীরত্ব দেখাল খুব বালকের সনে॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে 'সপ্তরথী বীরত্ব' নামক সপ্তম সর্গ।

অভিমন্যু মৃত্যুকথা শুনিল অর্জুন।
পুত্রশোকে তার ঘাড়ে চেপে গেল খুন॥
কৃষ্ণচন্দ্র গীতামদ্য খাওয়াইল তারে।
সম্মুখে যে শত্রু পড়ে তারে ধরে মারে॥
অর্জুন করিত ভক্তি অস্ত্র-গুরু দ্রোণে।
সেও তার পুত্রঘাতী লোকমুখে শোনে॥

গুরুদেবে বধ করা বড় পাপকাজ।
তাহারে মারিতে হল অর্জুন নারাজ॥
সর্বদা ধর্মেতে লিপ্ত যুধিষ্ঠির-চিত।
নেশায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে কৈল উত্তেজিত।
দ্রোণাচার্য-হৃদয়েতে দিতে গুরু ব্যথা।
অশ্বত্থামা হত বলি কহে মিথ্যাকথা॥
এই মিথ্যা-ফলে তাঁর নরক দর্শন।
করিতে হইয়াছিল জানে সর্বজন॥
মদ খেয়ে লঘুগুরু জ্ঞান নাহি থাকে।
অর্জুন বধিল গুরু শ্রীকৃষ্ণের পাকে॥
ভীমসেনও এই যুদ্ধে মদ খেয়ে মাতে।
যারে পায় তারে মারে গদার আঘাতে॥
নেশায় ঝোঁকেতে বসে দুঃশাসন-বুকে।
রক্ত তার করে পান কয়েক চুমুকে॥
মানুষ যদ্যপি নাহি করে রক্ত পান।
নররক্তে কেন রুচি রাক্ষস সমান?
ভীম-সনে যুজিলেন রাজা দুর্যোধন।
ঠ্যাং ভেঙে দিল ভীম না করি নিধন॥
উরু ভেঙে তারপর এই কুরু রাজা।
বহুদিন স্টিমুলেন্টে হয়েছিল তাজা।
মদ খেয়ে অশ্বত্থামা শুধু অনর্থক।
পাণ্ডব ভ্রমেতে কাটে পাঁচটি বালক॥
পাণ্ডবের মাথা বলি দিল দুর্যোধনে।
শত্রু শির পেয়ে রাজা আনন্দিত মনে॥
দেখিলেন দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্র শির।
হরিষে বিষাদ হয়ে হইল অধীর॥
একে রাজা ঠ্যাং ভেঙে আছিল অচল।
'হার্টফেল' করি শেষে তুলিল পটল॥
ভীমহস্তে শত ভ্রাতা হইল নিধন।
এ সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র পাইল যখন॥
ভীমে আলিঙ্গন-তরে পাঠান ডাকিয়া।
কৃষ্ণ এক লৌহভীম দিল পাঠাইয়া॥
শত-পুত্রশোকাতুর এই অন্ধ বুড়ো।
হাতে চেপে লৌহভীম করিলেন গুঁড়ো॥
ধৃতরাষ্ট্র যদি নাহি খাইতেন মদ।
থাকিত কি লৌহভীম চূর্ণের তাগদ॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে 'লৌহভীম চূর্ণ নামক অষ্টম সর্গ।

খাইয়া বিষম মদ অকালে হইল বধ
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র শত বীর।
কৌরবের অস্থি নাই নিষ্কণ্টকে হস্তিনায়
রাজা হইলেন যুধিষ্ঠির॥
কুরুক্ষেত্র করি শেষ ত্যজি সারথী বেশ
নিজমূর্তি করিয়া ধারণ।
নীরদবরণ কায় রাজধানী দ্বারকায়
চলিলেন বিপদ বারণ॥
যদুকুল অবতংশ নিজের বৃহৎ বংশ
সংখ্যায় ছাপ্পান্ন কোটি তারা।
কৃষ্ণও-জ্যেষ্ঠ হলধর মদ্যপানে ধুরন্ধর
ধাড়ি-বাচ্চা মদে আত্মহারা॥
অগতির গতি কৃষ্ণ শুন তার দুরদৃষ্ট
নিজ গৃহে মাতাল সবাই।
কথা নাহি শোনে তার দিবানিশি বে-ত্রক্তার
নেশা ছাড়া কোন মিএল নাই॥
একদিন কণ্বমুনি হেরিবারে চিন্তামণি
দ্বারকায় করে আগমন।
মদ্যপানে জ্ঞানহারা যাদব কয়েক ছোঁড়া
মুনিরে করিয়া দরশন॥
তাঁরে ঠকাবার লাগি শাম্বরে সাজায়ে মাগী
করিল কৃত্রিম গর্ভবতী।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে বল দেখি এ উদরে
জন্ম লইয়াছে কি সন্ততি॥
শুনি মাতালের ব্যঙ্গ জ্বলিল মুনির অঙ্গ
বলিলেন জন্মিবে মুশল।
বিশাল এ যদুবংশ ইহাতেই হবে ধ্বংস
ঘুচে যাবে সকল কুষল॥
মদিরা পানের পাপে মুনিবর অভিশাপে
যদুবংশ ধ্বংস হল সব।
হারায়ে আত্মীয়-জনে অতিশয় ক্ষুব্ধ মনে
বৃক্ষপরে বসিল কেশব॥
বিহঙ্গ মারিবে বলে ব্যাধ সেই বৃক্ষতলে
উপনীত লয়ে সাতনলা।
রক্তবর্ণ পা দু-খানি লাল পক্ষী অনুমানি
চরণে মারিয়া দিল ফলা॥

এই রূপে হৃষীকেশ ব্যাধহস্তে হইল শেষ
অত বড় বংশ গেল তার।
শুধু এই মদিরায় বংশহীন যদুরায়
ধন্য মদ্য মহিমা তোমার॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে 'যদুবংশ ধ্বংস' নামক নবম সর্গ।

তারপর কলিযুগে দেখ নদীয়ায়।
প্রেমমদে মাতি গোরা গড়াগড়ি যায়॥
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীমাতা।
একবার ভাবিল না ইহাদের কথা॥
মুড়ায়ে চাঁচর কেশ সাজিল সন্ন্যাসী।
নিজে মেতে মাতাইল নদীয়া নিবাসী॥
আছিল বোতলভক্ত জগাই-মাধাই।
সংকীর্তনে মত্ত দেখে গৌর-নিতাই॥
ফেলিয়া কলসি কানা গোরারে মারিল।
দর-দর ধারা বহি রুধির ঝরিল॥
মার খেয়ে মনে তার কোন ক্লেশ নাই।
মেরেছ করেছ বেশ, হরি বল ভাই॥
দিবানিশি মেতে থাকে আনন্দিত মনে।
ভেদজ্ঞান রাখিল না যবনে-ব্রাহ্মণে॥
সেই গোরা গিয়ে যবে এই গোরা এল।
রকমারি রাঙাপানি সঙ্গেতে আনিল॥
হুইস্কি, বেরান্ডি, পোর্ট, বিয়ার ও রম্।
সেরী ও স্যাম্পেন, জিনে জিনে ফেলে যম্॥
কিবা যত্ন বোতলের তার জড়া তাতে।
পেগ ও টামব্লারে চলে প্রকাশ্য সভাতে॥
টিপার্টি, গার্ডেন পার্টি, ফেয়ারওয়েলে।
বোতলের পানি নইলে কভু নাহি চলে॥
কিবা বোতলের শোভা অতি পরিপাটি।
রাখেন উইলসন, কেলনার পেলেটি॥
উৎসবে-ব্যসনে আর রোগীর নিদানে।
নানারূপে ব্যবহৃত বিবিধ বিধানে॥
রোগীগণে ব্রান্ডি যবে খাওয়ান ডাক্তার।
ভাইনাম গ্যালিসাই নাম হয় তার॥
লাটসাহেব হতে দেখ সামান্য কেরানি।
প্রায় জানে কি প্রকার বোতলের পানি॥

মদ খাওয়া পাপ বলে যত বেরসিক।
ধিক্ থাক্ তাহাদের ধিক্ শতধিক্॥
ভট্‌চায বামুন, কিম্বা বৈরাগী গোঁসাই।
বলে মদ্য খেলে সদ্য নরকেতে যায়॥
যাত্রা-খেমটা-থিয়েটার আদি যত গানে।
আখড়া জমে না কভু বিনা মদ্যপানে॥
মদ্যেতে নরকে যদি যায় সব লোক।
তা'লে গুলজার হবে ঘৃণিত নরক॥
দীন দুঃখী টিকিধারী যাইবে ত্রিদিবে।
অভাব হইলে কেবা টাকা ধার দিবে॥
নরকে যদ্যপি যায় যত 'রিচম্যান'।
স্বর্গটা করিবে তবে শুধু ভ্যান্‌ভ্যান॥

ইতি—শ্রীশৌণ্ডিক পুরাণে ভাটিখণ্ডে 'কলিযুগ মাহাত্ম্য' নামক দশম সর্গ।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ২২ হর্ষ

নারী মূর্তির ব্যবসা

নারীর যত্নে হইয়া মানুষ
নারী-মর্যাদা জানছ না।
জন্ম যার পেটে, পেটের জ্বালায়
কর তার কত লাঞ্ছনা।
যে যুগে অসভ্য ছিল এই দেশ,
শিল্প ছিল না দেশটাতে,
মাতৃরূপা মতো দেবীমূর্তি হতো
অসভ্যদের চেষ্টাতে।
ক্রমে আমাদের উন্নতি হল
হইলাম মোরা সভ্য যে,
সভ্যতার চোটে করিতেই হবে,
যেন-তেন রূপে লভ্য যে।
সদ্যস্নাতা, প্রসাধনে রতা
শিল্পী আঁকিছে নিত্যরে।
উলঙ্গিনী নারী হইছে অঙ্কিত
ভুলাতে গ্রাহক চিত্তরে!

চলিল এ-সব তরল আলতা,
অথবা গন্ধ তৈলতে,
সাহিত্য ক্ষেত্রে এ সব মুরতি
ক্রমশ চলতি হইল যে!

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ২৫ হর্ষ

আমার দেহ

এই দেহ-মাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজিয়ে রেখেছ।
দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি দিয়ে নিরবধি
যত গরম সব ঠাণ্ডা করেছ।
বদখেয়াল কত দিয়েছ মস্তকে
কপালেতে দুঃখ দিয়েছ হে লেখে,
সরষে ফুল সদা দেখাইছ চোখে
দিব্যদৃষ্টি মোর হরিয়া নিয়েছ।
হৃদয়ে দিয়েছ কুবাসনা কত,
জঠরাগ্নি জ্বলে পেটে অবিরত,
এরই তরে আমি পর-পদানত,
অনুগত ভৃত্য করিয়া ফেলেছ।
চরণে আমার দিলে মায়াবেড়ি
দারা-সুত-সুতা এ যে বিষম ভারি।
কয়েদির মতো ঘানিগাছে জুড়ি
দিবানিশি কত যাতনা দিতেছ।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ২৯ হর্ষ

বোতল সাধন

ভূতলে বোতলে
যা আছে আরাম
এমন কিছুতে নাই।
এ বোতল সেবা
করে নাই যেবা
কি করিল দুনিয়ায়।

বোতল-বাসিনী,
সন্তাপ-নাশিনী,
দেব-আরাধিতা দেবী।
এক বাক্যে ইহা
করিবে স্বীকার
যতেক বোতল-সেবী।
এই ধরাধামে
বোতলের নামে
প্রাণটা যাহার নাচে।
জুড়ি-ঘোড়াগাড়ি
বাড়ি-জমিদারি
তুচ্ছ তাহার কাছে।
খেলে দুইঢোক
যায় পুত্রশোক
সব দুঃখ যায় মুছি।
চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে
বিষ্ঠা ও চন্দনে
সমভাবে হয় রুচি।
মদিরা সাধন
বোতলারাধন,
কজন করিতে পারে?
পারে যেইজন
সেই মহাজন
ধন্য ধন্য এ সংসারে।
সাধনপ্রণালী
শুন সবে বলি
প্রথমে গোপনে খাবে,
সাধনের বাধা
বাবা-খুড়ো-দাদা,
ক্রমে সবে মারা যাবে।
পিতৃবন্ধু যারা
বিঘ্ন বটে তারা,
সর্বদা রহে না কাছে,
কারণ করিয়া
থাকিবে সরিয়া
টের পায় তারা পাছে।

সহধর্মিণী
সাধনে বাদিনী
বাধা দিয়ে কত কবে।
রুক্ষ বাক্যে তারে
অথবা প্রহারে
দুরস্ত করিতে হবে।
বন্ধুবান্ধবে
মানা করি যবে
সাধন করিবে রোধ।
বলিও সবায়,
খেয়ে দেখ ভাই,
হইবে আরামবোধ।
দু-একটি ডোজ,
খেতে দিও রোজ,
তাহারা হইবে চেলা।
সে সব পাজিরা
বাড়িতে হাজিরা,
দিবে রোজ দুইবেলা।
মাংস-চপ আদি
কাট্‌লেট রাঁধি
করিয়া তাহাতে চাট্।
পাঁচ দোস্ত মিলে
হইবে খাইলে
প্রাণটা গড়ের মাঠ।
এর সঙ্গে চাই
খেমটা কিম্বা বাই
তাহলে কদিন বাদ।
ঘুচে যাবে সব
বিষয়-বৈভব
লোকনিন্দা-অপবাদ।
পুত্র-কন্যাগণে
রবে অনশনে
‘কেয়ার’ করো না তাতে।
স্ত্রীর আঁখিজলে
মন যদি টুলে
বিঘ্ন হবে মৌতাতে।

পত্নীরে মারিয়া
লইবে কাড়িয়া
যত তার অলঙ্কার।
তোমার বলিতে
এ ঘোর কলিতে
রাখিও না কিছু আর।
লজ্জা তোমারে
ছাড়িয়া চলিবে
সজ্জা রবে না কিছু!
চারিদিক হতে
দেখিবে তোমার
বোতল ছুটিছে পিছু।
চারিদিকে দেখো
সুনাম তোমার,
লোকমুখে যাবে রটি।
মরিবার কালে
রাখিয়া যাইবে
খালিয়া বোতল কটি।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ৩২ হর্ষ

একাদশী রিহার্সাল

(কীর্ত্তন)

বৃদ্ধ—বুড়ো কহে আসি,
দেখনা প্রেয়সী,
এনেছি কেমন মালা।
তরুণী—ভোগ-বিলাসে
রুচি নাহি আসে,
দিওনাকো মোরে জ্বালা।
বৃ—যা আছে আমার,
সকলি তোমার,
বাড়ি-ঘর-জমিদারি।
ত—সুখী হতাম আমি
যদি হতো স্বামী,
কাঙাল-দীন-ভিখারি।

বৃ—মা-বাপ তোমার
নিয়েছে আমার
হাজার টাকার থলে।
ত—মরি সেই ক্ষোভে
তুচ্ছ অর্থলোভে,
কন্যারে ফেলেছে জলে।
বৃ—দশখান গাঁয় ;
খুঁজে দেখ নাই
কেহ রায়বাহাদুর।
ত—শুধু নহে তাই,
কম দেখা যায়,
হেন বুড়ো কামাতুর।
বৃ—কলপ লাগায়ে,
দাঁত বাঁধাইয়ে,
যুবা হনু একদম।
ত—(যদি) আমি অভাগিনী
যুবা বলে মানি,
মানিবে কি তাতে যম?
বৃ—দুইদিন ধরে,
আছ অনাহারে,
কেন-বা মাখনি তেল?
ত—বৈধব্য ভাবিয়া,
রাখিতেছি দিয়া,
একাদশী রিহার্সেল।

জ স ১৩৩১। ১১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

ইলেকশনে বিপরীত রীত

দ্বিজনন্দন চন্দন-পুষ্প করে,
অতি হীনজনে ধরি তুষ্ট করে।
কত বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণ গুরু
এক ভোট তরে ধরে শূদ্র-উরু।
ধরি বিপ্র পদে নত শূদ্র কহে,
ছি-ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে

নতজানু হয়ে মম জানু ধরি
তব সূত্র-শিখা অপমান করি,
ইহকাল তরে পরকাল দিলে,
প্রভু হীরক ফেলি ছি কাচ নিলে!
কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী।
চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল বাড়ি।
কত শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে,
চলে লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য করে।
ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে যে ত্যানা কহে,
বলে তেনু কাকা বাড়িতে আছ হে?
যিনি তস্কর দলপতি দৈত্যগুরু,
তিনি বাক্যদানে আজি কল্পতরু,
ঠেলি নর্দমাকর্দমে অর্ধরাতে,
কত মর্দজনে ফিরে ফর্দ হাতে।

জ স ১৩৩১। ১১বর্ষ ২৯ সংখ্যা

কলকাতায় ভুল

মরি হায় রে
কলকাতা কেবল ভুলে ভরা।
সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে
বোকায় পড়ে ধরা॥
(এসে) কল্‌কাতাতে, সব কথাতে
দেখছি ভারি ভুল।
কিবা করি, ঘুরে মরি
নাই কিনারা-কূল।
(ভাবলাম) কলুটোলায়, কলু আছে,
আছে তাদের ঘানি।
কলু সেথায়, একটিও নাই,
কেবলি হয়রানি।
মুর্গিহাটায় চুপ করে যাই,
কিনিতে রামপাখি।
(দোকান) সারি-সারি, স্টেশনারি,
আসল জিনিস ফাঁকি।

(ভাব্‌লাম) চীনে বাজারেতে শুধু
চীনে থাকে খালি।
(দেখি) ঘরে-ঘরে, দোকান করে,
যত সব বাঙালি।
(ভাব্‌লাম) রাধাবাজার আছে বুঝি
শ্যামবাজারের বাঁয়ে,
(দেখি) শ্যাম গিয়েছে বহুদূরে
রাধার মানের দায়ে।
লালবাজারে গিয়ে একটু
ঘুচলো তবু ধাঁধা,
বাজার তো নাই, বহু সেপাই
লাল পাগড়ি বাঁধা।
(ভাবলাম) লালদিঘিতে দেখবো গিয়ে
জলটি লাল টকটকে।
দেখতে গিয়ে, বেকুব হয়ে
এলাম শেষে ঠকে।
নাইকো হাতি নাইকো বাগান
হাতিবাগান বলে।
বাদুড়বাগানেতে দেখি
বাদুড় নাহি ঝোলে।
লেবুতলায়, গিয়ে দেখি
লেবু নাহি মিলে।
বউবাজারের নামটা কেন
শুধু-শুধু দিলে।
শিয়ালদহে নাইকো শেয়াল
নামটা শুধু ভূয়া।
রেলের গাড়ি শ্যালের মতো
কর্‌ছে হুয়া-হুয়া।
(ভাব্‌লাম) চোরবাগানে চোরে লোকের
করে সর্বনাশ।
(ওমা) গিয়ে দেখি সেথা কেবল
ভদ্রলোকের বাস।
(ভাবলাম) বাঘবাজারে গেলে বুঝি
বাঘে খাবে ধরে।
(দেখি) থাকেন সেথা মদনমোহন
গোকুল মিত্রের ঘরে।

(ভাবলাম) ধর্মতলায় অধর্ম নাই
ধার্মিকেরাই থাকে।
দেখি চাঁদনিতে একটাকার জিনিস
তিনটাকা দাম হাঁকে।
মেছুয়া বাজারে কিন্‌তে
মিলেনাকো মাছ,
বটতলাতে গিয়ে দেখি
নাইকো বটের গাছ।
চাষাধোপাপাড়ায় দেখি
বামুন-কায়েত থাকে।
কোন্ হতচ্ছাড়া ধোপাপাড়া
নাম দিয়েছে তাকে।
শুঁড়িপাড়ায় মদ মেলে না
যদিও আছে শুঁড়ি।
ভাটিও নাই, খাঁটিও নাই,
চালাচ্ছে চৌঘুড়ি।
বাঘমারীতে নাই বলে বাঘ
তাইতে হেথা বসা।
বাঘের চেয়ে ভীষণ হেথা
রাত্রিকালে মশা।
ধাঁধায় পড়ে, ঘুরে-ঘুরে
বেড়াই হাটে-মাঠে
(একদিন) দেখতে যাব নিমের গাছটা
নিমতলার ওই ঘাটে।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ৫ হর্ষ

ম্যানচেস্টারের লেটার বক্স

আও বাঙালি পাপী,
আচ্ছা মিহিন্ খাপি,
ধোলাই আউর কোরা,
লে যাও বহুত-থোরা,
বড়ি তোফা আদ্দি থান,
বানালেও চোগা-চাপকান,

ধোতি পাছা শাড়ি,
বহুত রকমারি,
লে আয়া হুঁ তেরা বাস্তে,
চুপচাপ আউর আস্তে-আস্তে।
কুছ্ নগদা কুছ্ উধার
ছোড় দেউঙ্গি দেদার।
যো লোগ সব হ্যায় ভদ্দর
কাহে কিনোগি খদ্দর।
খদ্দর বড়ি মোটি,
বহরমে ভি ছোটি।
উস্‌মে বড়ি গলদি
ময়লা হোয়ায় জলদি।
বেলায়তি মাল সাফা,
শাঁকড়া রুপেয়া নাফা,
স্বদেশীকা জুলুম।
কোন্ পায়েগা মালুম।
শুন মেরা বাত।
আন্ধিয়ারা রাত।
চুপসে চলি আও,
কাপড় ভি লে যাও।
খদ্দর দোঠো কিনো,
মিটিংমে উ পিহ্নো।
কেত্তা গাঁট আউর পেটি,
ভর গিয়া হায় জেঠি,
ওত্তা কাপড়া কোন্ পিহ্নেগি,
হামরা জরু-বেটি?
বেচ ডালোঙ্গি তুম্‌হারা পাশ,
বিকানীরসে ঘোড়াকী ঘাস
কাটনে ক্যা কালকাত্তা আয়া?
আট-দশ মোকাম বানায়া।
ঝুট্টা লাল ফক্কর রাম
হামারা গদ্দিকা নাম।
লাগগিয়া পূজাটি বাজার
রুপেয়া হোগা হাজ্জার-হাজ্জার,
একদম সমুন্দর পার,
ভেজ দেউঙ্গি ম্যানচেস্টার,

রুপেয়া লেগা মিলওয়ালা,
হাম্‌তো উন্‌কা ঢোনেবালা।
নাফা থোরা রাখদে হাম,
জানো বাবু রাম-রাম।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ১২ হর্ষ

উড়্‌ যা বাঙালি উড়্‌ যা

উড় যা, বাঙালি! উড় যা!
ঘরসে বহুত দূর যা!
বেগর, হাকিমকা পুর যা,
পুলিশ সব ঘর ঢুঁড় যা।
কুত্তা, বিল্লি, শের,
পাকড়া যায়েগা ঢের
জলদি, মৎ করো দের!
(তেরা) নসিবকা বহুত ফের।
বাঙালিকা বাচ্চা,
কোই নেহি হ্যায় সাচ্চা,
খুনি, ডাকু, লোচ্চা
লাটকা কানুন আচ্ছা।
বেগর পরোয়ানা,
মেরা সাথ-সাথ আনা,
বরোবর জেহালখানা,
খাও সরকারি খানা।
ওকিল-বেরিস্টার
সব হোগা নাচার
মেরা বাত দো-চার
ইস্‌মে হোগা বিচার।
জেরাজুরি না কহনা
চুপ্‌-চাপ্‌সে রহনা
সব হি জুলুম সহনা,
না সাফাই না বাহানা।
মগর, হো যাও খালাস
ঘর চলা যাও বাস,

(মেরা) মিলগিয়া হ্যায় পাশ
শেখায়েতকা নেহি ত্রাস।
এহি কানুনমে বহুত ফয়দা,
ইস্‌মে মেরা কিস্মত কায়দা
বাঢ় গিয়া কুছ জেয়াদা
অ্যায়সি মিলেগা চিনি ঘিউ
অ্যায়সি মিলেগা ময়দা।
যব মোদি মাঙ্গেগা দাম
তব বোল্‌ দেউঙ্গা হাম,
তিন আইনমে তেরা নাম,
বাপ কঁহাকে মোদি মুঝকো
দেগা তিন সালাম।
ভাতুয়া বাঙালি মছলি খোর,
টুট গিয়া হ্যায় তুঁহারা জোর,
মেরা হাতমে কানুনকা ডোর,
বানা দেউঙ্গা ডাকু-চোর।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ১৬ হর্ষ

মটরযাত্রী ও জঠরযাত্রী

কে যায় কাঙাল! কে যায় কাঙাল!
রাজপথের ওই মাঝ দিয়ে,
নেংটা গায়ে নেংটা পায়ে
মাথায় ন্যাক্‌ড়া-তাজ দিয়ে,
হট্‌ যাও পাজি! নিগার! শূয়ার!
মোটর গাড়িও কয় রে,
ভারি উৎপাত! ধর ফুটপাথ
এ পথ তোদের নয় রে।
তবুও চলিছে বেকুব বাঙালি
হট্‌ যাও, পাজি শালা!
পাশেও চলে না, কিছুই বলে না,
বুড়ো বুঝি কানে কালা!
কি বুঝিবে ধনি! যে ধ্বনি ধ্বনিছে,
মরমে-মরমে তার,

জঠরে জ্বলিছে কঠোর আগুন
সারাদিন অনাহার।
চোখ-কান আর সকল অঙ্গ
ছাড়িয়া গিয়াছে তারে,
উদর কেবল মমতা করিয়া
আজো তারে নাহি ছাড়ে।
তোমাদের তরে রাজপথ শুধু
তার নয়, সে তা জানে,
জানিলে কি হবে? এ অনধিকার
কেবলি পেটের টানে।
মোটরে চাপিয়া মার যদি তারে
মরিয়া বাঁচিবে সে,
প্রাণে মেরে আজি, বাঁচায় তাহারে
এ হেন দরদী কে?
ভুখা লোক ছাড়া পায়দল চলে
কম আছে হেন লোক,
মোটর 'হর্নে' বলে তাই সদা
ভোক্-ভোক্-ভোক্-ভোক্।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ১৭ হর্ষ

নূতনের ইন্দ্রজাল

(অকাল বৃদ্ধস্য)

ওরে নূতন যা-কিছু তারই পিছু-পিছু
জগৎ ছুটিয়া মরে,
কাঁচা বয়সের তরল চাহনি
মরি রে কি গুণ ধরে।
ওরে যার লাগি—
অশীতি বরষে খুলিয়া হরষে
জীবনের হালখাতা,
বৃদ্ধ-ন্যুব্জ কোঁকড়া-কুব্জ
তারও যে দোকান পাতা।
দেখ নব-পঞ্জিকা আর কাঁচা আম
নতুন শ্বশুর-বাড়ি,

আবার নবীন অধরে গোঁফের রেখাটি
নধর-চিকন দাড়ি।
এই অকাল-বৃদ্ধ আমাদের কাছে
নতুন সবই রে মিঠে ;
গিন্নির হাতে মনে কর প্রাতে
প্রথম আহা-হা--পিঠে
স্মর প্রথম জ্বরের কাঁপুনির সুখ
প্রথম কন্যাদায়,
আপিস-ফেরতা নতুন জুতোর
প্রথম ফোস্কা পায়।
আহা আষাঢ়ের দিনে প্রথম বরষা
পৌষেতে লেপ-মুড়ি,
মরি বনময় কুহু মনময় উহু
ফাগুনে আশার ঘুড়ি।
সেই গ্রীষ্মে প্রথম ভুঁড়ি বেয়ে ঘাম
প্রথম বিরহ-জ্বালা,
আর বোসেদের ওই কানাচের আড়ে
সিক্তবসনা বালা!
ওরে নতুন যদি না হতো পুরাতন
রহিত রে নিতি নব,
র'তো শ্যালিকার ফটো রাতুল চরণে,
নিত্য নূপুর-রব ;
আহা গিন্নিটি যদি হতো নিরবধি
চেলিঢাকা নববধূ,
আর পাশের বাড়ির মেয়েরা থাকিত
ঘোলয় থম্‌কে শুধু।
কভু নিবিত না হৃদি-হুঁকোয় আগুন
জ্বলিত প্রেমের টিকে,
নতুন-নতুন বৌ মিলে, মানে
নতুন-নতুন নিকে।
যদি বয়স পঁচিশ না হতো রে ত্রিশ
প্রাণে র'তো তানানানা,
হতো তা হলে চরম কি মজা গরম
জীবন খুশুনিদানা।

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা

নারী স্বাধীনতায় সাফল্যের নমুনা

কত দরবার চলে আসছে
কতকাল ধরি—।
কিসে মিল্‌বে স্ত্রী-স্বাধীনতা
পর্দা যাবে সরি॥
গৌরবিল, প্যাটেলবিল,
আটালবিল কত।
কেউ সধবা, কেউ বিধবা
অসবর্ণ সম্মত॥
মাথা খুঁড়ে চিৎকার করে
চাইচে আইন পাশ।
আইনের পূর্বেই বাছাদের কিন্তু
পোড়চে গলে ফাঁস॥
নমুনা কিছু দেখে যান—
স্ত্রী-স্বাধীনতাকামী।
এর উপরেও কত আছে—
জানেন অন্তর্যামী॥
স্নান সেরে দিনদুপুরে
ফিরছিনু গঙ্গা হতে।
নারী করে ক্ষৌরকার্য
বসে রাজপথে—॥
চোখ চাইতেই অবাক হনু
মাথা গেল ঘুরি।
বেশ-ভূষাতেও সন্দ হল,
পুরুষ কিম্বা নারী॥
বসে নারী গামছা পরি—
অন্য গামছা বুকে—।
অসঙ্কোচে রাজপথেতে,
ক্ষৌরি হচ্ছেন সুখে॥
বাঁ হাতখানি দেছেন ধনি,
ঊর্দ্ধ শীর্ষ করি—
(যেন) আশিস ও অভয় দিচ্ছেন
নাপিতের শিরোপরি॥
তেল মালিশেরও হুকুম হবে কিনা
নারিনু বলিতে।

দাসত্বের টান বাধ্য কর্‌লে
আমাকে চলিতে॥
থাকতেন যদি কালিদাস,
দেখতেন নারীর এ কাণ্ড।
লিখতেন নিশ্চয় রসকাব্য,—
হাসাতেন ব্রহ্মাণ্ড॥
বিশ্বনাথ হয়েছেন পাথর—
এদেরই ব্যাভারে—
দারুমূর্তি জগন্নাথ
সামাল দিতে নারে॥
গণেশ ঠাকুর দাঁত ভেঙেছেন,
রাগে কামড়ায়ে গা।
কার্তিক ঠাকুর হলেন আইবুড়ো
এঁটে উঠবেন না॥
আধুনিক বাবুদের দশাও
দেখছি সাপ্তাহিকে।
সাত পাকের ছেড়ে পতি,
অন্যে বয়ছেন সুখে॥
এখনও বাবু অনেক বাকি
সবুর দাও কিছুকাল।
প্রেম-সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে,
হওনি তো নাকাল॥
রান্না করবে, বাসন মল্‌বে,
ব্রুস করবে সু—।
ধোপার পালাও নিতে হবে
তখন বুঝবে হু॥
সাফ লিখতেছে পত্রিকায়
পতি-পিতা কেউ নয়।
শাস্ত্রশাসন, পক্ষপাত, খোদ
খোদাহই বিবেক কয়॥
বিয়ে করি, নিকে করি
করি স্বেচ্ছাবিহার।
কারুর কিছু বলবার নেই
উপরে মো সবার॥
কর্মফলে জন্ম পেয়েছি,
অংশী নাই কেউ তাতে।

পিতামাতা দেহের স্রষ্টা
বলে বেকুবেতে॥
"যেই পালে সেই পতি"
পিতামাতা কেউ নয়।
পঞ্চ ভূতে জগৎ সৃষ্টি,
শাস্ত্র ডেকে কয়॥
"বেপরোয়া চল্‌বো এখন"
লুটবো ভবের মজা!
শরীর ধারণ সার্থক কোরবো,
ধরে প্রেমের ধ্বজা॥
চলে নদী স্বাধীনভাবে
বাধা না মানে কিছু।
চলে বৃক্ষ উর্দ্ধ বেড়ে
যায় না স্বভাবে নিচু॥
চলে পক্ষী স্বাধীনভাবে
অনন্ত আকাশে।
আমরা কেন থাকবো বাঁধা,
পুরুষদের নাগপাশে॥
থাকে থাকুক পুরুষগুলো
মোদের প্রেমে বাঁধা।
স্বেচ্ছামতো খাটিয়ে নেবো,
যেমন ধোপার গাধা॥
অফিস করবো, স্কুল করবো,
চড়বো গাড়ি-ঘোড়া।
পুরুষরা সইতে নারে তো,
রাস্তায় না বেরোক ওরা॥
কোন্ আক্কেলে আপত্তি তোলে,
আমরা কি ওদের সৃষ্ট।
(বরং) প্রকৃতিই সৃষ্টিকর্ত্রী,
শাস্ত্র বলে স্পষ্ট॥
সে হিসেবেও তো মোদের আদেশ,
বাধ্য ওরা মান্‌তে।
না মানে, চুপ থেকে যাক,—
কে বলে নাকি-সুরে কান্‌তে॥
নববিদ্যার নব্যালোকে,
কি দেখছো নবীন জ্ঞানী।

শ্রীমুখখানি শুক্‌নো কেন?
তালাক দেছেন কি রানী।
এখনো বাছা, সময় আছে,
সেঁটে ধর হাল।
নদী ছেড়ে সমুদ্রে গেলে
হইবে নাকাল॥
শাসনে রাখিতে নীর–
পিঞ্জরে সিংহিনী।
গহন বনের মালিক হলে
কি হবে না জানি॥
মরণ যদি সার কোরে থাকো,
ছেড়ে দাও কান্তারে।
অন্যথা রাখিহ বেঁধে
নইলে ভাসিবে পাথারে॥

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ২ সংখ্যা

রায়-বাহাদুর-রঙ্গ

যে যেখানে ছিল ছুটিয়াছে সব
রাজপথে দলে-দলে,
বৃদ্ধা ঘোটকী ডিম পাড়িয়াছে
রাজার আস্তাবলে।
সহিসের দল ছুটিয়া চলিল
রাজার আদেশ নিয়ে,
রাখিয়া আসিল অশ্বডিম্বে
গাধার গোয়ালে গিয়ে!
গর্দভ-দলে তা দিয়া তা দিয়া
বাহির করিল ছানা,–
শ্রবণ থাকিতে বধির সে যেন
চোখ থাকিতেও কানা।
মানুষের মতো কতক আকার,
দুটি পা ও দুটি হাত
ল্যাজ নাড়ে আর বসে-বসে চাটে
অপরের এঁটো পাত।

জানোয়ারি মাসে রটি গেল সব
সদর-অন্তঃপুর—
রাজার আদেশ—এ জানোয়ারের নাম
"রায়-বাহাদুর।"
চোখের দৃষ্টি ফুটিল না তাই
যত রাজ-পারিষদে
চ্যাং-দোলা করে রায়-বাহাদুরে
স্থাপিলা রাজার পদে।
এ হেন রাজার পাদুকা-প্রণত
রায়-বাহাদুর প্রতি,
মতলব-ভরা ভালোবাসা তাঁর
দিনে-দিনে বাড়ে অতি।
রাজা আপনার চশমা খুলিয়া,
পরাইল তার নাকে,
রাজার চোখের দৃষ্টি ফুটিল
রায়-বাহাদুর-আঁখে।
কারো 'পরে যদি রাজ-রোষ পড়ে
তার চেপে যায় গোঁ,
রাজা যদি কভু বাজায় সানাই
অমনি সে ধরে পোঁ।
রাজার স্বার্থ-দৃষ্টি ঘুরিছে
মহকুমা হতে জিলা,
হেরিবারে এই গোঁ-ধরা পোঁ-ধরা
রায়-বাহাদুর-লীলা।

রাজ-কাছারির গোমস্তা আর
কোতোয়াল-পা'ক-দলে,-
রায়-বাহাদুরে পথে নিয়া ঘুরে
বক্‌লস্ আঁটি গলে।
রায়-বাহাদুর বলে জনে-জনে
"শোনো, আমি বলি যা-যা-
মোর নাচ হবে রাজ-কাছারিতে
নিজে নাচাইবে রাজা।
তালিম নিয়েছি এ-নাচ নাচিতে
রাজার গানের তালে,
নিজ হাতে নিজ ল্যাজ মোচ্‌ড়ায়ে
চলিব চোরের চালে।

নিজে হব পুনঃ পাহারাওয়ালা
দেখাবো কের্‌দানিটে,
চড়িব কভু-বা সঙ্গী আমার
রামছাগলের পিঠে।"
সকলে বলিল—"ও-নাচ তোমার
আর না দেখিতে চাই,
সে-বারের নাচে যে কামড় দিলে
এখনো তা ভুলি নাই।"
সব কথা শুনি রায়-বাহাদুরে
ক্রুদ্ধ নৃপতি কহে—
"ও-নাচ না বলি, কেন বলিলে না—
এবারে সে নাচ নহে?
হয়তো তাদের ছেলেদের গায়ে
তোমার দাঁতের দাগ
এখনো দিতেছে সদাই জানায়ে
সবার মনের রাগ।
এতটুকু তব বুদ্ধি কি নাই,
মগজে গোবর পোরা,
মাটি করে দিলে সব মতলব,
পচা-পুকুরের ছোঁড়া!
তুমি বোকা, তুমি বাঁদর,
তুমি যে গর্দভ-টিকটিকি।"
"যে এঁজ্ঞে প্রভু, যে এঁজ্ঞে প্রভু,
যে এঁজ্ঞে প্রভু, ঠিকই।"
"মোর কথা শুন, বল গিয়া পুনঃ,
জ্ঞানের কদলী-গাছ।
কামড়ের নাচ নহে গো এবার,—
এবারে পুতুল নাচ।"

রাজা গেল চলি। রায়-বাহাদুর
একাকী ক্ষুণ্ণ চিতে;
পার্শ্বে পড়িয়া রাজ-পাদুকার
পরিত্যক্ত ফিতে।
হজম করিয়া গালাগালি সব
ভিতরে করিয়া মিঠে,
রায়-বাহাদুরও উঠিল রাজার
কথায় মারিয়া ditto.

পুনঃ গেল গ্রামে,—চেহারা দেখেই
ছোঁড়ারা উঠিল ক্ষেপে.
একজোট হয়ে রায়-বাহাদুরে
সকলে ধরিল চেপে।
ঘ্যাঁচ করে তার ল্যাজ কাটি দিল
রাস্তার সবে ছেড়ে,
তার জানোয়ারি নিশানা ঘুচিল,
হঠাৎ হইল বেঁড়ে।
আশে-পাশে "বেঁড়ে রায়-বাহাদুর"
শুনিয়া সে চটে কাঁই—
কি নাচ নাচাবে রাজা আর তারে—
নাচাইছে ছোঁড়ারাই!

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা

দেবী দরশনোত্তরম্

দুয়ারে দাঁড়ায়ে বালা
ক্রোড়ে শিশু হাতে ছাগী।
চমকি-থমকি দেখি
হিয়া তার অনুরাগী।
শ্যামসুত কানে-কানে
অমনি কহিয়া গেল—
দেখিছ কি ওরে মূঢ়,
সময় বহিয়া গেল।
আশে-পাশে চেয়ে দেখি
পথে জন কেহ নাই।
আকুল হিয়ার বেগে
ছুটে গেনু দ্রুত পায়।
কখন ছুটিল নেশা,
কি যে হল মনে নাই।
পিঠেতে বেদনা বড়
উঠিতে শকতি নাই।
বুঝেছি লাঠির ঘায়ে
চেতনা হয়েছে মোর

দেবী দরশনে আসি
সেজেছি ছাগল-চোর।

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা

স্বদেশী নেতা

স্বদেশের নেতা হইয়াছি মোরা
শিখেছি স্বদেশী চাল।
খদ্দর মোরা পরি বা না পরি
ইংরেজে দিই গাল॥
সাহেবের দয়া লাগিয়া মোদের
জিভ লিক্‌লিক্ করে।
দয়া করি যদি কোনো কথা কয়,
হৃদয় যায় যে ভরে॥
সিংহের মতো করি গর্জন
বাক্যে আগুন ছুটে।
বর্জন সভা আহ্বান করি
বাহবা লই যে লুটে॥
সভার অন্তে সাহেব-চরণে
পুনঃ হই সমাবেশ।
বাহিরে আমরা বড় তেজীয়ান
ভিতরে আমরা মেষ:
সাবধানে চলি, জান তো হে ভায়া
কঠিন এ দেশ-কাল।
স্বদেশের নেতা হইয়াছি তাই
শিখেছি স্বদেশী চাল॥
লাহোরের জেলে মরিছে যতীন
লোকে করে "হায়-হায়"।
শহরে-শহরে বেদনা জানায়ে
যেদিন দুঃখ গায়॥
আমরা সেদিন সাহেবে তুষিতে
খাড়া করি pic-nic.
হাতা-বেড়ি নিয়ে ছুটে যাই ভায়া
করে দিই সব ঠিক॥

আমাদের তেজ দেখেছ তো সবে
ভীষণ নন্-কো-কালে।
চমকাও কেন? এ নূতন রূপ
হয়েছে মোদের হালে॥

জীবনে যদিও জানি না কখনো
সংগীত বলে কারে।
কণ্ঠে কোকিল জাগিল,
সাহেব বলিল যে বারে-বারে।

সুভাষ কহিছে "রবিবারে সভা কর"
এ-কি জঞ্জাল!
pic-nic মাটি হইবে যে ভায়া
দেখালে স্বদেশী চাল!

যতীনের সাথে আমরাও যদি
বসে করি উপবাস।
স্বরাজ তা হলে কেমনে হইবে?
হইবে সর্বনাশ॥

তাই তো আমরা হতেছি জোয়ান
মন খুলে গান করি।
পোলাও-মাংস-মৎস্য-মিঠাই
কণ্ঠ অবধি ভরি॥

সুভাষের কথা শুনিয়া লাভ
সাহেব যদি গো ডাকে।
বাহিরে স্বদেশী, মন তবু সদা
কোন্খানে পড়ে থাকে?

ইউনিয়ন বা লোকাল বোর্ডের
আসিলে ইলেক্শন্।
কংগ্রেসি মোরা বলিয়া কেমন
বেড়াই যে ঘন-ঘন।

সকলের মন ভুলাইয়া দিই,
দিয়োনাকো তাই গাল।
স্বদেশের নেতা হইয়াছি মোরা
শিখেছি স্বদেশী চাল॥

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ১৩ সংখ্যা

আহার মাধুরী

মাসি-পিসি-খুড়ি-মায়ের রান্না খাইয়া যদুব পুষ্ট দেহ,
সে যদু যখন শহরে আসিয়া ঢুকিল সটান অফিস-গেহ,
সঙ্গে আসিল নব-পরিণীতা ভার্যা তাহার কনকলতা,
তদবধি তিনি হলেন যদুর বাসার সুপার-ভীষণ-রতা।
উড়িয়া গোঁসাই জুড়িয়া বসিল করিবারে ঘরে গিন্নিপনা,
হাট ও বাজার রন্ধনশালে সে আজ যদুর আপন-জনা!
যে কোন রূপেতে বাটুয়ায় পুরি উপার্জনের টাকাগুলি,
রন্ধনে কোন বন্ধন নাই অবাধে চালায় বালি ও ধূলি।
যদু একদিন খেতে বসে দেখে ভাতের ভিতরে কাঁকর-মাটি,
কোনরূপে করে গলাধঃকরণ বেগুন, আলু ও মুলোর ঘাঁটি।
একদা সজনে ডাঁটা চিবাইতে চিবাইলে যদু দাঁতন-আধা,
ঘিয়ের বদলে কি যে ভাসে রে ডালের উপরে বর্ণ সাদা!
ফেনে-ভাতে আজ শুকায়ে হয়েছে মরি-মরি কিবা পোক্না গাঁথা,
পালং-শাকের ভিতর হইতে বাহির হইল দোক্তা-পাতা!
সিন্নি-পিয়াসী পীরের মতন গিন্নি বসিয়া গদির 'পরে,
মধুর ভাবেতে যদুর নিত্য এবম্প্রকারে উদর ভরে!

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ১৮ সংখ্যা

সভ্যের সহধর্মিনী

সাজ পোশাকে সাজেন বাবু,
মাখেন এসেন্স গন্ধরে।
পত্নী তাঁহার তাঁহাকেও জিতে
বিবি সেজে থাকে অন্দরে
উড়িয়া ঠাকুর ডাল-ভাত রাঁধে,
মাংস পাকায় বাবুরচি।
বিবি সাহেবের খিজমত তরে
গোটা তিন চাই বাবুর ঝি।
গিন্নি মাখেন তিন বেলা সোপ
তবুও ফোটে না বর্ণ তার
অলঙ্কারের মাপ লইবারে
রোজই আসে ঘরে স্বর্ণকার।
নেকলেস ভেঙে হেলে-হার হয়,
চুড়ি ভেঙে হয় অনন্ত,

নিত্য নূতন ফ্যাসান উঠে
হয় না কিছুই পছন্দ।
বিলাসী বাবুর বিলাসিনী প্রিয়া,
ধনী শ্বশুরের নন্দিনী,
সুখের অংশ ষোল আনা নেন
দুখের কেহ নন তিনি।
অভাব যখন স্কন্ধে চাপে
বিপদ তখন হয় ফ্যাসান,
প্রিয়ার প্রীতি জন্মাইতে
হারাতে হয় ভদ্রাসন।

জ স ১৩৩৬। ১৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা

বৃদ্ধ বয়সে
করেছে বিবাহ
কেবল চতুর্থ পক্ষে,
গৃহিণী আজিকে
গ্রহণী হয়েছে
এর হাতে পেতে রক্ষে।
বয়োগতে কিং
বণিতা-বিলাস
বুঝেছেন হাড়ে-হাড়ে,
প্রাণ-পাত করে
কত দ্রব্য দেয়
তুষ্ট করিতে তারে।
শঙ্কিত পদে
কম্পিত বুকে
লইয়া চলিল মালা,
মালা দেখে বলে
আফিং খাইয়া
জুড়াব যতেক জ্বালা।

জ স ১৩৩৬ সাল ১৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা

খোসামোদির পরিণাম

ধনীর সঙ্গে
চিরদিন কাটে
নিত্য জোগায়ে মনটা,
আশায়-আশায়
পেছনে ধরিল
তিনি দেখালেন ঘণ্টা।
অভাবেব চোটে
চক্ষু ছানাবড়া
মাথাটি হইল হেঁট,
মোসাহেব নাম
কিনিলাম শুধু
ভরিল না পোড়া পেট।

জ স ১৩৩৬ সাল। ১৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা

বিরহ-বাসর

বঁধু হে!
তোমার বিরহে
মনপ্রাণ দহে
কেমনে বাঁধিব হিয়া।

তোমার পিরীতি,
ভজনের রীতি,
রেখেছে বাঁধন দিয়া।
(এ বাঁধন কি ছেঁড়া যায় গো)
(এ যে অষ্টেপৃষ্টে শক্ত বাঁধন)

নদীর কিনারে,
পুকুরের পারে,
যেখানে ডেকেছ তুমি।

ফেলি শত কাজ,
ভুলে কুলরাজ,
গিয়াছি চরণ চুমি।

(লাজ মান সব ভুলেছি গো)
(যা করালে তাই করেছি)

ছিল মনে আশা—
মিটাবে পিপাসা,
আকাঙ্ক্ষা রবে না কিছু।

যখনি চেয়েছ
তখনি পেয়েছ
ছুটিয়াছি পিছু-পিছু।
(প্রভুভক্ত জীবের মতো)
(ডাক শুনে স্থির রইনি কভু)

ক্ষুদ্র হলে যান,
পাইনি তাতে স্থান,
রহিয়াছি সেজে-গুজে।

লই নাই ত্রুটি
ফের গেছি ছুটি,
শ্রীচরণে মাথা গুঁজে।
(পাখি হলে যেতাম উড়ে)
(নিঠুর বিধি দেয়নি পাখা)

চলি যাবে বঁধু,
ফাঁকি দিয়ে শুধু—
মিঠে বাত পরিপাটি।

শিশুর খেলানা
তাও যে দিলে না,
ঝুমঝুমি-চুষিকাটি।
(কি নিয়ে থাকিব মোরা)
(তোমার স্মৃতি থাকবে কিসে?)

জ স ১৩৩৬ সাল। ১৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা

সমাজ সংস্কার

ঢোলের মতো বোল ফুটেচে কার।
করতে সমাজ সংস্কার।
রাখবে না আর উঁচু-নিচু,
প্রভেদ আড়াল আগে-পিছু,
চণ্ডালেরে দেখে পথে বামুন করবে নমস্কার।
এবার জল উঁচুপানে,
চলবে সমাজ 'রিফরম্' টানে,
কল্‌কে এবার সভ্য সভায় চলবে
ঘুরবে বৃত্তাকার।
মুনি-ঋষি কি যে পেয়ে,
গেল সবার মাথা খেয়ে,
উঠতে-বসতে শাস্ত্র যেন
কোন গতি নাহিকো আর।
শাস্ত্রকথা লক্ষ্য করে,
দেখছে সবাই যাচ্ছে মরে,
শাস্ত্রও তায় টিকি ধরে
পুড়িয়ে কর ছারখার।
পেয়ে কলা আতপ চাল,
লিখে দেশের করলে কাল,
শাস্ত্র ছাড়া করলে এদেশ
আজই হবে লোকোদ্ধার।
হয় নয় কাল উঠতে হবে,
পরশু নয়তো মরতে হবে,
নট রাগেতে গান বেঁধে নাও,
মৃদঙ্গে নাও তাল ধামার।
হয়েছে তো এখন বলি,
যদিও এটা বিষম কলি
ভয়-ভাবনা নাইকো পিছে
আছেন বিষ্ণু অবতার।
যেটা আছে চিরদিনই,
রবে সেটা চিরদিনই
চিরদিনই সেটা ভালোর ;
মন্দ গন্ধ নাইকো তার।

কর্তা ভেবে যদি কর,
ধর্ম-সমাজে আরো বড়,
যেটা আছে সেটাই রবে
সার-মাত্র শ্রম তোমার।
ধুলো যেমন ওড়ে ঝড়ে,
পাহাড় যেমন ধুলায় পড়ে
তোমার গড়া সমাজ তেমন
করবে ধুলায় হাহাকার।

জ স ১৩৩৬ সাল । ১৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা

বরের আবাহন

ওগো বর—তুমি এসো!
মোর প্রাণপ্রিয় তুমি এসো!
আমার শত জনমের সাধনার ধন
লুকান রতন এসো!
এসো, আঁধার হৃদয়ের জ্যোতি গো!
অভাগী অবলার পতি গো!
মোর, জীবনের সাথী বেদনার ব্যথী
রমণীর পতি এসো!
এসো গা—র টোপর শিরসে—
ঘড়ি বাঁধা কর পরশে—
সার্থক কর এ নারী জনম উদ্ধারকারী দেশ!
এসো আমারই বাপের খরচে,
ভোজে-উৎসবে গানে-নাচে,
বরযাত্রীর চোটপাট-সহ—
লজ্জার নাহি লেশ।
ঘড়ি-চেন হাতে আংটি,
নহে নিজের ঘরের কোনটি,
পর-পয়সায় কেনা বাবুগিরি
পরের খরিদা বেশ!
এসো স্কুল-কলেজে পড়া,
বি. এ. এম. এ. পাশ করা,
বিয়ের হাটেতে বড চূড়ামণি বিদ্বান বিশেষ!

এসো দূরদৃষ্টিহারা,
শখের চশমা পরা,
পামসু পায়ে পাঞ্জাবি গায়ে
উজান টেরি কেশ।
এসো উচ্চ উপাধি মণ্ডিত,
পুঁথি গিলে খাওয়া পণ্ডিত,
জনক-জননীর খুঁজে পাওয়া চিজ
অপরূপ অশেষ।
আমি তব পথ চেয়ে আজি গো!
মরিতে না পেরে বাঁচি গো!
পেটে নাহি ক্ষুধা চোখে নাহি নিদ
চিন্তার নাই শেষ।
পরিচয় ওহে গেছে জানা
এ-বেলা জোটে তো ও-বেলা কিছু না—
তবু দাম নিলে ষোল আনা,
যদিও অন্নবস্ত্রের ক্লেশ!
আমি যে হিন্দুর মেয়ে,
মা-বাপের মুখ চেয়ে,
আবাহন করি স্বাগত ওহে! গোবর গণেশ!

জ স ১৩৩৬ সাল। ১৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা

রমানাথের রোমান্স

দ্বাদশ বরষে পড়ি, রমানাথবাবু
বঙ্কিমের উপন্যাস করিলেন শেষ
খেলাধুলা ছাড়ি দিয়া, পেচকের মতো
বটতলার গ্রন্থরাজি করিল নিঃশেষ।
সব কথা পারিত না বুঝিতে সে হায়,
তাতে কিন্তু নিরাশার হেতু কিবা আছে?
নায়ক-নায়িকা-মাঝে যত প্রেমকথা,
সরল, জলের মতো ছিল তার কাছে।
বার-বার পড়িত সে সেই অংশটুকু
পোড়া মনে তৃপ্তি তবু হতোনাকো তার ;
অরসিকে কি বুঝিবে তাহার আস্বাদ,
সে যে এক অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার

ভাবিত সে আপনারে বিষম নায়ক
ঘৃণা হত তাই সঙ্গী-সাথেতে মিশিতে ;
এত বড় নায়ক সে বল কিবা তারে
মালকোঁচা বাঁধি, হীন হা-ডু-ডু খেলিতে!
বছর চারেক গেল কেটে এইরূপে,
রমানাথ এখনও বিভোর ভাবেতে ;
কিন্তু পাঠে তার নাহি আশ মিটে
বাস্তব নায়ক সাধ চাহে পূরাইতে।
শুধু কল্পনায় চিত্ত তৃপ্ত নহে তার
বিদ্রোহী অন্তর তার মানা নাহি মানে ;
তাই এবে রমানাথ লাগিল খুঁজিতে
যথার্থ নায়িকা তার আছে কোনখানে।
পড়েছিল দু-একটি নব্য উপন্যাসে
প্রতিবেশিনীর সাথে প্রেম-সংঘটন ;
কিম্বা শৈশবের এক সহচরী-সাথে
কোন এক শুভক্ষণে, অপূর্ব মিলন।
রমানাথ ভাবিল যে এই সোজা কথা,
এতদিনে মনে আহা পড়ে নাই তার!
বুঁদ হয়ে কল্পনার রঙিন নেশায়
পরিচয় দিয়াছে সে এ কি মূর্খতার!
অচিরে নায়িকা তার মিলিল খুঁজিয়া
সে যে আর কেহ নহে, তাহাদেরি পুঁটি,
ধন্য উপন্যাস। ধন্য মাহাত্ম্য তোমার!
বেদের তত্ত্বের চেয়ে উপন্যাস খাঁটি!
নহে তবে মিথ্যা ইহা, অলীক কল্পনা
বরং নিছক সত্য দেখে যে ইহারে ;
বর্ণে-বর্ণে, ছত্রে-ছত্রে, গেছে মিলে এবে,
এর চেয়ে বড় সাক্ষী মানিবে কাহারে?
পুঁটি তার প্রতিবেশী মুখুয্যের মেয়ে,
আবার খেলার সাথী ছিল আগেকার ;
যথার্থ নায়িকা যদি থাকে কেউ ভবে
সোনায় সোহাগা এই পুঁটি তবে তার।
কিন্তু দুঃখ রাখিবারে নাহি তার ঠাঁই
বেরসিক পিতা তার সাধিয়াছে বাদ,
মিথ্যা হল হা-হুতাশ! অন্ধ পিতা হায়
বোঝেনাকো অর্থ তার—এ কি পরমাদ!

এ-দিকেতে বৈদ্যপুরে চাটুজ্জের বাড়ি
পুঁটির বিয়ের কথা হল পাকাপাকি ;
কুব্জ দেহ রমানাথ আরো পড়ে নুয়ে,
পুঁটি বুঝি চলে যায়, দিয়ে তারে ফাঁকি।
শেষে এক গোধূলিতে মুখুয্যের বাড়ি
ঘন-ঘন শুভশঙ্খ উঠিল বাজিয়া ;
নিমন্ত্রিত রমানাথ, গৃহকোণে বসি
পত্নীহারা-মতো শোকে, উঠে ফুকারিয়া।
তবে কি গো মিথ্যা সব উপন্যাস-বাণী?
ভালোবাসা-পিরামিডে পড়িল কি বাজ?
কল্পনার নায়িকারে মূর্তি দিয়ে পুঁটি
সত্যই কি শেষে হায় চলে যাবে আজ?
না, না, এ যে অসম্ভব ; যতক্ষণ দেহে
থাকিবেক শ্বাস হায়, ততক্ষণ আশ ;
ঠিক বটে ভালো ভালো উপন্যাসে বলে
এ বিরহ মিলনের শুধু পূর্বাভাষ।
এখন তো বিবাহের হয় নাই শেষ,
পণ লয়ে দ্বন্দ্ব আছে এখনও বাকি ;
প্রতিবেশী তারে, পারে এখনও ডাকিতে—
'দোপড়া' পুঁটির হাতে বেঁধে দিতে রাখি।
কিন্তু হায়! এত আশা করি ধূলিসাৎ
উলু, উলু, ধ্বনি-মাঝে বিয়ে হল শেষ ;
প্রতীক্ষায় অবসন্ন রমানাথ ক্ষোভে,
উৎপাটিতে আরম্ভিল গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ;
এত উপন্যাস পড়ি, কে জানিত হায়
প্রথম প্রেমের তার এই পরিণাম ;
কল্পনীড়ে, তিলে, তিলে সারা স্বপ্ন তার
ভেঙে দিলে বাস্তবের কঠিন আহ্বান।
অট্টহাসি রমানাথ গৃহকোণ হতে
উঠানে আনিল বহি উপন্যাস-রাশি ;
আগুন ধরায়ে দিয়ে, পুকুরেতে নামি,
মুক্তিস্নান করি গৃহে পশিল সে আসি।

জ স ১৩৩৭ সাল। ১৭ বর্ষ ১ সংখ্যা

বামুন-পণ্ডিত কটাই

আমরা বামুন-পণ্ডিত কটাই,
যত যজমানগুলো পটাই,
তাই কি করি নাচার শাস্ত্র-আচার
দামামা বাজিয়ে রটাই।
আমরা হিন্দু সমাজে কসাই,
লোকে ভক্তিতে কয় গোঁসাই,
জেনো টাকা-সিকে নিতে দ্বিপদ পাঁঠার
গলা ঘেঁসে ছুরি বসাই।
আমরা ধর্ম্মের ধ্বজাধারী,
আর পরপার-কাণ্ডারী,
তোফা মুখ সাপটেতে পাই সদা খেতে
লুচি-চিনি-তরকারি।
আমরা রাখি না কাহারো খাতির,
কেবল ধার ধারি কুল-জাতির,
কিন্তু চরণ লেহন করিতে ছাড়ি না
ধনী চামারের নাতির।
মোদের গোঁড়ামি ভাড়ারি রীতি,
ভুলে ঘাঁটি না তন্ত্র-স্মৃতি,
শুধু এ জগতে এসে উদরের পূজা
করাটাই হল নীতি।
মোরা করি বড় টিকির আদর,
পরি মিলের ধুতি ও চাদর,
চাঁদ ছুঁচিবাই-রূপ ছাগলের কাঁধে
চেপে থাকি রূপী বাঁদর।
আছে ফলার দক্ষিণা বিদায়
মারি গামছা-কাপড় গাদায়
করি বছরের শেষে বাড়ি-বাড়ি এসে
Religious tax আদায়।
সেই অন্নপ্রাশন থেকে—
ঠিক গাঁটকাটা যাই রেখে,
যদি মরে যায় তবু জিজিয়ার তরে
শ্রাদ্ধেতে বসি বেঁকে।
আমরা শাস্ত্র ভাঙি ও গড়ি,
যদি পাই কিছু টাকা-কড়ি ;

এবে মুখের অগ্নি পেটেতে জ্বলিছে,
তাই এত লড়ালড়ি।
মোরা নারী শিক্ষাটা না চাই,
নচেৎ দায় হবে মোদের বাঁচাই,
চাচা প্রণামীটা হতে ফাঁকি পড়ি পাছে
স্থান দিচ্ছি তাই খাঁচাই।
শুধু হাঁড়ি-হানশাল নিয়ে,
রবে বিলকুল মায়ে-ঝিয়ে,
আর কোলজোড়া করি বুক জুড়াইবে
বংশলোচনে দিয়ে
বাল বিধবা বিবাহ নামে,
মোদের রাগে সারা দেহ ঘামে,
ভাবি ম্লেচ্ছগুলোকে পিঠমোড়া দিয়ে
পাঠাই নরক-ধামে।
কিন্তু দেবো-দেবো আলবাত,
মোরা পঞ্চম পক্ষ সাথ—
দুধে খুকিদের বিয়ে ঘটা করে তাতে
জমে বেড়ে মৌতাত।
মোদের কার্যে করো না সন্দ
আছে টিকি-পৈতেরো ছন্দ ;
ভুলে নীতিব দ্বন্দ্ব. পড় এই পায়ে—
কপাল হবে না মন্দ।

জ স ১৩৩৭ সাল। ১৭ বর্ষ ৫ সংখ্যা

এসো

(১)

এসো মা আনন্দময়ী
নিরানন্দ বঙ্গের মাঝারে,
সমগ্র বাঙালি আজি
আছে তব আশাপথ ধরে।
নব-ধানদূর্বা লয়ে,
প্রকৃতি সজ্জিতা হয়ে,
ধীরে-ধীরে আসিতেছে
ভক্তি-অর্ঘ্যডালা লয়ে করে,

এসো মাগো দয়াময়ী
দীন-হীন বাঙালি-দুয়ারে।

(২)

পত্র-পুষ্প-তরুলতা,
ধরিয়াছে মনোরম সাজ,
তব আগমন-কথা
জানাতেছে সমীরণ আজ।
তোমার পরশে পুণ্য,
বঙ্গবাসী হবে ধন্য,
কত স্বরগের গীতি
ধ্বনিয়া উঠিবে হৃদিমাঝ,
দাও মা শকতি প্রাণে
পূজিতে ও শ্রীচরণ আজ।

(৩)

হে মাতঃ কল্যাণময়ি,
শুভাশিস দাও গো মাথায়,
অযুত তনয় তব
স্নেহধারা আজি যেন পায়।
পূর্ণ এর বর্ষ পরে
পাইয়া তোমারে ঘরে
সভক্তি হৃদয়ে আজ
পুষ্পাঞ্জলি দিব গো তোমায়,
তুমি না লইলে অর্ঘ্য
যাবে মাগো সকলি বৃথায়।

(৪)

ধরায় ফুটাতে হাসি
নাশিতে এ মর্ত্যের আঁধার,
এসো নামি হে কল্যাণি,
তুমি যে মা সম্বল সবার।
শোক-দুঃখ-মলিনতা,
ঘুচাও বেদনা-ব্যথা,
প্রাণে দাও নব-আলো,
পুলকিত কর চারিধার,
হাসুক ধরণী পুনঃ
পেয়ে আজি পরশ তোমার।

জ স ১৩৩৭ সাল। ১৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা

Modern রাধা

(সংকীর্তন)

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
(কারে rely করি) (এমন reliable বল কে আছে)
Attend কোরো যত সখি, আমার death bed-এ,
K, R, I, S, H, N, A লিখিয়ো force-head-এ॥
(Never forget it) (যেন spelling-mistake কোরোনা)
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিয়ো কানে।
(Confidentially) (privately and secretly)
(যেন outsider না শোনে) (টিক্‌টিকির report-এর মতো)
Easily প্রাণ ত্যজি যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
(যেন না linger করি) (এই finger দেখিয়ে চলে যাই)
না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥
(যেন preserve কোরো) (তমাল-ডাল এক reserve করে)
দেখিয়ো সে গাছে যেন কেহ নাহি উঠে।
Record নাহি করে পুলিস inquest-report-এ॥
(যেন তুলিসনে সই) (পুলিস-ফুলিসের নজর দিতে)
স্বর্গে যেতে চাইনে আমি কালারে তেয়াগি।
(আমায়) Morgue-এ যেন নিয়ে না যায় post-mortem লাগি॥
(ফলে যে যাবে) (ননদীর অভিশাপ তবে)
(সে সদাই বল্‌তো—'মর্‌গে যা')
(objection কোরো) repeatedly petition-এ)
(বেটনে পিটন দিলেও)
পুলিস যদি শুধায়--দেহ গাছে কেন রহে?
বলিবি--এ তোমাদের jurisdiction নহে॥
(তমাল বমাল নহে)
(আমরা চোরামাল দিইনি সামাল তমাল তরু বমাল নহে)
(যেন ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না) (এর পাশ দিয়ে গেলে tresspass হবে)
এই preserve করা reserved দেহ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না
এই দেহ preserve করায় motive কিছু আছে—
এ positively পাবে প্রাণ কালার single touch-এ।
(কালার পরশ পাবে) (আমরা তাইতে তমাল গাছে রেখেছি)
Modern বিদ্যাপতির নিদারুণ ভাষা।
Orthodox কৃষ্ণভক্তের পূরাইতে আশা॥

(যারা অর্থ চাহে) (কৃষ্ণভক্তির বিনিময়ে)
Excuse me kindly genuine ভক্তবৃন্দ!
Take no offence Mrs. রাধা, Mr. শ্রীগোবিন্দ।
(অপরাধ করেছি) (কীর্তনে বিকৃত করে)
(আর কোরবো না হে) (পেট ভরে যদি খেতে দাও)
(যেন পায়ে রেখো) (এই উপায়হীনে)
(সদুপায়ে দু-পাই পাই যেন, দু-পায়ে রেখো)
(এই culprit-এ দু-পায়ে রেখো)
(কালপীড়নে পীড়িত এই culprit-এ দু-পায়ে রেখো)
কীর্তনে বিকৃতকারী আমারে বলিয়া,
যেন দফা-রফা করো প্রভু চরণে দলিয়া॥

জ স ১৩৩৭। ১৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা

একাধিক-পক্ষ

কৈফিয়ৎ-তত্ত্ব

(১)

কলেজেতে পড়তাম যখন,
করেছিলাম ভীষণ পণ,
দেশের কাজে করবো আমার
সর্বশক্তি সমর্পণ,
করবোনাকো বিয়ে কভু
থাকব মুক্ত বাতাস-প্রায়,
সে সব কথা মনে হলে
চোখটা জলে ভরে যায়!
বিয়ের সময় সবাই দেখি
পিতৃ-মাতৃ ভক্ত হয়,
সবার মতো কাজেই আমার
হয়ে গেল পরিণয়।
বছর দেড়েক পরে যখন
গিন্নির ধরল যক্ষ্মাকাশ,
ধরার কারবার তুলে দিয়ে
করতে গেলেন স্বর্গবাস!
ভাবলাম মনে ভালোই হল,
হলাম সর্ব বন্ধন মুক্ত;

দেশভক্তিতে কাজ নাই—
রব সকল তাতেই অনাসক্ত!

(২)

অশৌচান্ত মাসে দেখি
ঘটকীর শুভ আগমন,
বুঝলাম মনে হচ্ছে আবার
আমার বিয়ের আয়োজন।
বললাম মায়ে—"বেশ তো আছি
এইসব তোমাদেরি নিয়ে,
সুখে-দুঃখে দিন কাটাব
দরকার নাই আর করে বিয়ে,"
মা বললেন—"আমার বাছা
থাকব কি আর চিরকাল,
আমরা গেলে বল দেখি
কি হবে বা তোমার হাল,
ছেলে-পিলে হয়নি তোমার
বংশটা কি লোপই পাবে?
কোনও কথা শুনবনাকো,—
বিয়ে তোমায় করতেই হবে।"
এককথাতেই স্বীকার হলাম
মনটা বোধ হয় রাজিই ছিল,
বিয়েটা যে দিল্লির লাড্ডু
ভালো করেই বুঝা গেল।

(৩)

কালো-কোলা ধেড়ে-মোটা
এলেন আমার "দিগম্বরী",
৫/৬ বছর অনায়াসে
কেটে গেল কেমন করি,—
এরই মধ্যে স্বর্গে গেলেন
দেবী-রূপা মাতা মোর,
(হচ্চে) বছর-বছর পুত্র-কন্যা
গিন্নির আমার কপাল জোর!
একটা কাঁকে একটা কোলে,
হাতটা ধরে কেউ বা চলে,

"ষষ্ঠী ঠাক্‌রুন" বলে আমি
ডেকেই ফেলি মনের ভুলে,
স্বর্গ থেকে দেখ মাগো
তোমার অধম তনয়-পানে,
পুত্র-কন্যার সাধ মিটেছে—
এবার বুঝি মরি প্রাণে!
তৃতীয় কন্যা প্রসব-পরে
কি যে ব্যাধি ধর্‌ল তার,
কিছুতেই আর সারলনাকো
যমে নিলেন উপহার!

(৪)

৪/৫টি বাচ্চা নিয়ে ভাবছি
কি যে হবে তাই—
দেখলাম আমার শুভাদৃষ্টে
হিতাকাঙক্ষীর অভাব নাই!
সবাই এসে বলে আমায়
"কি ছাই বসে ভাবছ বল,
বেটাছেলে তুমি এমন—
নূতন বিয়ে করে ফেল।
তা না হলে "মানুষ" তোমার
করবে কে বা ছেলে-পিলে,
তাদের কিবা গতি হবে
তুমি আফিস চলে গেলে।
দায়ে পড়ে করে নিলাম
তাদের কথাই শিরোধার্য—
"নিয়ম ভঙ্গের" পরের দিনই
ফেললাম সেরে শুভকার্য!
বন্ধ্যা স্ত্রী মরলে
ছেলের দোহাই দিতে হয়,
পুত্র-কন্যা থাকলে পরে
তাদের তরেই পরিণয়।

জ স ১৩৩৭। ১৭ বর্ষ ১৫ সংখ্যা

প্রথম ও শেষ

আর ভালো লাগে না
আমার পাড়াগাঁয়ের ঘরবাড়ি।
নাইকো পাখা ইলেকটিকের
নাইকো সার্সী খড়খড়ি॥
সকালবেলায় ছেঁচ বুলুতে
পারব না গো পারব না।
বিয়ের মতন উঠান আমি
ঝাড়বনাকো ঝাড়ব না॥
সকাল হলে চা-এর বাটি
নিত্যি আমার সামনে চাই।
যে দিনগুলো থাকব হেথায়
চলবে নিয়ম এমনিটাই॥
এঁদো ডোবার গন্ধ জলে
বাসন মাজা শক্ত যে।
ঘুঁটের ছাই-এ দাঁতন করা,
পড়বে দাঁতে রক্ত যে॥
ন্যাসটি তেলে চুল বাঁধিতে
হবেই নাকি সত্যি গো।
শ্বশুরবাড়ির সাধ মিটেছে
সুখ নাই একরত্তি গো॥
খাবার ছেড়ে মুড়ি টেনে
শুকিয়ে বল মরবে কে।
গোয়ালঘরে গোবর ঠেলা
এ কাজ বল করবে কে॥
নাই বাঁধানো গা ঘসা ঘাট
আলদে কাদা চটচটে।
পিছলে পড়ে আছাড় খেলুম
লাজে মাথা যায় ফেটে॥
পথে উড়ে বেজায় ধুলো
ভেস্তিওলা নাই কি হায়।
মিউনিসিপাল করলে পার
কিবা এমন খরচ তায়॥
বুকে সয়ে দারুণ জ্বালা
এমন ঘরে থাকবে কে।
মিটমিটিনি প্রদীপ জ্বলে
এ দুঃখ চেপে রাখবে কে॥

পাড়াগাঁয়ে শুধুই আছে
কুমড়ো ঘাটা তরকারি।
কড়াইয়ের দাল টসটসানি
টকে শুধু দেয় বড়ি॥
পাকা মাছের ঝোল রাঁধে না
নাইকো মুড়োঘণ্ট যে।
তেঁতোপুঁটির কি তরকারি
ভর্ত্তি যে ভরা কণ্টকে॥
পটল-আলুর ভল্‌ভলে নাই
শুধুই দেখি ছেচড়া যে।
পাথর চালের ভাত খেতে হয়
মরি আমি হায় লাজে॥
ফাটা পায়ে তেল বুলান
যদিই সেটা ধর্ম্ম হয়।
এমন করে দিন কাটান
আমার যেন কর্ম্ম নয়॥
শাশুড়ি হোক, হোকনা গুরু
এ-কাজ করার সাধ্য নাই।
শুনলে কথা পতির সেবা
করব শুধু বলচি তাই॥
শুধুই দেশে গলি-ঘুচি
লতার-ঝোপে আছে ভরে।
দেখিনাকো একটি ভালো
থাকবে কিসে আস্থা রে॥
এমনি দেশে জন্ম তোমার
নাই বায়স্কোপ-থেটারই!
রিক্‌স কিম্বা না হয় থাকুক
ট্যাক্‌সি কিম্বা ট্রামগাড়ি॥
সত্যি করে বলচি আমার
এইতো প্রথম এইতো শেষ।
খেদ মিটেছে আমার দেখার
তোমার ভালো এমনি দেশ॥
ভালোবাসা রাখতে অটুট
চাও যদি গো সত্যি প্রাণ।
আজব শহর ছাড়লে পরে
চলবেনাকো যাক্‌-না জান্॥

জ স ১৩৩৮। ১৮ বর্ষ ১ সংখ্যা

আগমনী

কি খেতে আর আসবি মাগো,
এবার ধরায় আসিস না।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে
মা হয়ে আর মারিস না॥
ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে
রেখেছিলি কাবু করে,
সাবু খেয়ে তো ছিলাম ভালো,
ইচ্ছে হলেই খেতাম ভাত।
তাও মা আজ ঘুচিয়ে দিলি,
করলি বানে কুপোকাত।

জ স ১৩৪৫। ২৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা

পজ্ঝটিকা ছন্দে বোতলবন্দনা

দেবি! সুরেশ্বরি! বোতলবাসে!
ভূতলশায়ী কর নিজ দাসে।
নর্দম কর্দমলিপ্ত শরীরে,
কাপুরুষাধম কর কত বীরে।
কণ্ঠে পরিহিত যজ্ঞীয় সূত্র,
শৌণ্ডিক-গৃহ-গত ব্রাহ্মণ-পুত্র!
গমনে নানা মতলব গুপ্ত,
নির্গম সময়ে জ্ঞান বিলুপ্ত।
কভু গত ডানে কভু গত বামে,
নর্তন-কুর্দন বঙ্কিম ঠামে।
পতনোত্থানে কত শত-রঙ্গে
রক্তারক্তি যে বিক্ষত অঙ্গে।
ক্রমশ বর্ধিত পানাসক্তি,
পানে পুঞ্জিত বক্তার শক্তি।
অর্থ বিবর্জিত প্রলাপ-বাক্য,
রক্তিম রাগে কুটিল কটাক্ষ।
অপ্রিয় গন্ধে অপ্রিয় বদনে
গমনে শঙ্কা গুরুজন-সদনে।

অবিরল রহিবে পিছনে হটিয়া,
সুমধুর বাক্যে উঠিবে চটিয়া।
তরুতলগত কর কতই গৃহস্থে,
লাঞ্ছিত পুলিশ-কুলিশ হস্তে।
পঞ্চ -আইনে প্রাপ্ত শাস্তি—
স্পর্ধা—'হমসে দীগর নাস্তি।'
ইয়ার বান্ধব জুটিয়া-পুটিয়া
সঞ্চিত-বঞ্চিত করয়ে লুটিয়া,
লণ্ডভণ্ড সব শিক্ষা-দীক্ষা,
শেষে ভাগ্যে চাউল ভিক্ষা।
মায়া-বিরহিত দারা-পুত্রে,
শায়িত সদাই পুরীষ-মূত্রে।
বর্ণিল তব গুণ ত্রাসে-ত্রাসে,
ও-রস কিঞ্চিত বঞ্চিত দাসে।

দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

ব্রাহ্মণ

কি ছিলে কি হলে তুমি
ভেবে দেখ মনে-মনে—
তোমার মতন অধঃপতন
হয়নি কারো ত্রিভুবনে।

স্বয়ং বিষ্ণু ভক্তি করে
চরণ যাঁহার বক্ষে ধরে,
সেই কুলেতে জন্ম তোমার
বলতে এখন লজ্জা করে।

অগস্ত্যে কি আছে মনে?
জানো কি হে দধীচিরে?
বোধ হয় তাদের গেছ ভুলে
খেয়ে লুচি-দধি-চিঁড়ে।

বৃত্তি তোমার ছিল আগে
যজন-যাজন-অধ্যাপনা ;

স্ববৃত্তি নাই শ্ব-বৃত্তি তাই,
তার উপরে ছিঁচ্‌কেপনা।

ব্রাহ্মণত্ব নাইকো মোটে
বাম্‌নেমিটা আছে খুবই—
নিজের পেটে গলদ ভরা
পরকে বল ছুঁবি-ছুঁবি।

একটুকু ভয় নাইকো তোমার
অন্যলোকের সর্বনাশে,
ভোজন-বিধি ঠিকই আছে
গণ্ডূষে আর পঞ্চ গ্রাসে।

সাফাই হাতে হার মেনে যায়
পকেট-কাটা, ডাকাত, চোরে!
ভোজ্যদ্রব্য-নিবেদনে
পৈতে-সহ আঙুল ঘোরে।

রাগের মাথায় যা তা বলো
মুখখানিতে খিস্তি করো,
সেই মুখে 'ওঁ বিষ্ণু' বলে
কেমন করে মন্ত্র পড়ো?

আবগারিতে চণ্ডু, চরস,
মদ্য, তাড়ি সবই চলে
'গঙ্গে চ যমুনে চৈব'
চাইলে বুঝি শুঁড়ির জলে!

শূদ্র অতি ক্ষুদ্র মানুষ
দেখ তারে ক্ষুদ্রভাবে,
শূদ্রজাতির দান-গ্রহণে
বলো—তোমার ধর্ম যাবে।

জুলুম করে আদায় করো,
করে তারা ত্রাহি-ত্রাহি।
ধর্ম তখন কোথায় থাকে
হে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী!

তখন তো কই মানোনাকো
হাড়ি, মুচি, বাগদি, ধোবা—

মন্ত্র পড়ে নাও কি তাতে—
অপবিত্র পবিত্রো বা?

দেবস্থানে চাহ তুমি
বলির আগে পাঁঠার মুড়ি,
মন্দিরেতে ধর্ম তোমার
ভোগের আগে প্রসাদ চুরি!

ছেলের বিয়ে দিতেও তুমি
ঠিক রেখেছ ধর্মটিকে,
পণের টাকা আদায় করে
পথে বসাও বৈবাহিকে।

তার উপরে শাসাও তারে
অল্প দামের তত্ত্ব পেলে
নিজে সাফাই গেয়ে বলো—
বিয়ে আমার করছে ছেলে।

নবমীতে লাউ খেলে কে,
এই নিয়ে তার নিন্দা গাহ—
গরু খাওয়ার অপরাধে
একঘরে তায় করতে চাহ।

শয়তানিকে বুকের মাঝে
দিবানিশি রাখছো পুষি,
লোক দেখিয়ে সন্ধ্যা করো
ঠন্‌ঠনিয়ে কোশাকুশি।

ভাবছো বুঝি তরে যাবে
পৈতে-ফোঁটা-টিকির জোরে,
রেকর্ড খুলে চিত্রগুপ্ত
গুপ্ত দেবে ব্যক্ত করে।

ভুবন-পূজ্য যেমন ছিলে
তেমনি আবার হও হে তুমি,
তোমার পুণ্যে ধন্য হউক
আবার মোদের ভারতভূমি।

দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

গান

কলকাতার খেদ

মনের দুখে কলকাতা কেঁদে বলে, ভাই!
আমার মধ্যে ভুল পেলে, ভুল
আর কি কোথাও নাই?
কলকাতার ভুল লিখলেন যিনি,
আমি বলি তাকে,
রাগ কোরো না দাদাঠাকুর
পার্সোনাল অ্যাটাকে।
আকাশেতে শরৎ চন্দ্র
দেখছি তো সবে—
মলিন বেশে খালি পায়ে
নেমে এল কবে?
বিদ্যা জাহির করলে বড়
কলকাতার ভুল ধরে,
পণ্ডিত হয়েছিলে তুমি
কোন্ টোলেতে পড়ে?
লোকের মুখে শুনি তোমার
জঙ্গিপুরে বাড়ি,
তোমাব মতো সেথায় বুঝি
সবাই মিলিটারি?
বৌবাজরে বৌ না পেয়ে
হতাশ হলেন যিনি,—
দিনাজপুরের 'পত্নীতলা'য়
পেলেন কি গৃহিণী?
ব্রাহ্মণীরে একটি কথা
জিজ্ঞাসিও প্রভু,—
'নাথ-নগরে' খুঁজতে তোমায়
গেছিলেন কি কভু?

বাপকে দেখতে 'জনকপুরে'
যাও কি তাড়াতাড়ি,
'দাদুপুরে' আছে বুঝি
পিতামহের বাড়ি?
'কাঁদি'-তে কি যাও হে প্রভু,
চোখে কান্না পেলে?
'নন্দনপুরে'তে বুঝি
থাকে তোমার ছেলে?
চাল ফুরোলে 'দানাপুরে'
জোগাড় করো দানা,
'খানা জংশনে'তে এসে
পাকাও বুঝি খানা?
ডাল ফুরোলে ডোমজুড়েতে
কিনে নিয়ে ঝুড়ি,
'বুট' পরে আর 'মটর' চড়ে
চলো কি 'মসুরী'?
তেল কেনো 'তেলেনীপাড়া'য়
'নুননগরে' নুন?
'বারুইপুরে' পান কেনো, আর
'চুনারেতে' চুন?
'গাইবাঁধা'তে গাই বাঁধো, আর
'এঁড়েদহে' এঁড়ে,
'খড়দহ'তে খড় খাওয়াতে
আনো বুঝি তেড়ে?
'গোবরডাঙা'য় ফেল্‌তে গোবর
এসো বারে-বারে,
ঘুঁটে করে বেচো হুগ্‌লি—
'ঘুঁটিয়াবাজারে'?
দুধ কিনিতে 'গোয়ালপাড়া'
আসাম ছোটো বুঝি?
'দৌলতপুর', না 'সম্বলপুরে'
রাখলে তোমার পুঁজি?
'শান্তিপুরে' যাও কি তুমি
অশান্তি-দমনে,
কিম্বা ছোটো 'বোলপুরে'তে
'শান্তিনিকেতনে'?

মুশকিলে পড়িলে কি সব
'আসানসোলে' যাও?
'মছ্‌লিপটম্‌' হতে কি গো
মছ্‌লি এনে খাও?
'শিবপুরে'তে গেলেই কি হয়
যাওয়া কৈলাস-কাশী
তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখ
'দেবগ্রামে' আসি?
পুষ্পচয়ন করতে কি গো
'ফুলতলা'তে যাও?
শিবপূজার বেলের পাতা
'বেলডাঙা'তে পাও?
চন্দন ঘষিয়া নে যাও
'চন্দননগর' আসি,—
বামুন বলে বোধ হয় কিছু
বলে না ফরাসী?
রাগ হলে কি 'মাথাভাঙা'য়
মরো মাথা খুঁড়ি?
জলপাই-এর সন্ধানে বুঝি
ছোট 'জলপাইগুড়ি'?
'রাধানগর' 'কৃষ্ণনগর'
বুঝি পাশাপাশি?
যুগলমিলন হয় কি তাঁদের
'কদমতলা'য় আসি?
মানিকতলায় মানিক খুঁজে
কষ্ট পেলেন বাছা—
'মানিকগঞ্জ্‌', 'মণিপুর' দেখে
যেয়ো 'মুক্তাগাছা'।
নবাব সাহেব 'নবাবগঞ্জে'
বেঁধেছেন কি বাসা?
মিলন-আশে রোজই কি হয়
'বেগমপুরে' আসা?
'বনগাঁ' হতে 'বাগেরহাটে'
মিলিয়ে বাগেরা,—
'ঘোড়ামারা'য় ঘোড়া মারে,
'ভেড়ামারা'য় ভেড়া?

'রাজপুতনা'য় রাজপুত নাই
এই কি সবে ভাবে?
'দ্বারভাঙা'র ভাঙা দ্বার কি
ভাঙাই থেকে যাবে?
'কানপুরে'তে কান রেখে কি
'শোনপুরে'তে শোনো!
'ভাগ্যকুল' আর 'নসিবপুরে'
নিজের কোষ্ঠী গোনো?
শুধু-শুধুই ভুল ধরতে
লাগলে আমার পিছু,
কম্বলের লোম বাছতে গেলে
রয় না বাকি কিছু।

দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

ভোটামৃত

নির্বাচন সময়ে তু বায়ুরুক্ষো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
ভোটবিকারাধিকারে ভোটামৃতং প্রযুজ্যতে॥
ভোটাধিক্যং ভবেদ্ যস্য নিশ্চিতং মেম্বরো ভবেৎ।
পরাজিতস্য মূর্খস্য কাকস্য পরিবেদনা॥
আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারি সাজিনু
ফিরিনু গো দ্বারে-দ্বারে।
(আমি ভিখারি, না শিকারি গো)
মোরে হাঁ ছাড়া কেউ না বলিল না
ক্যানভাস করিনু যারে॥
(সব হাঁ করেই যে রইলো দাদা)
(আমি কার হাঁ বলো বুজাই কিসে)
তাদের মুখের ভাষায় ফুলিনু আশায়
জানি না বুকের ভাষা,
(তাদের মনের কথা তারাই জানে)
(ভোট দিবে কি না দিবে মোরে)
বুঝি গাছে তুলে মোরে মই নিবে কেড়ে
আশায় খাটিনু চাষা॥
(বুঝি খেটে খেটে খাটোই হনু)

যত ক্যান্‌ভাসাবের ভাষা,   তাতেও পাইনু আশা,
বলে— "সেন্ট পারসেন্ট ভোট তব।
আমি তাহাতে 'রিলাই' করি, দু-হাতে বিলাই কড়ি,
করি অভিনয় অভিনব।
(আমি নেতা কি অভিনেতা)
(হেথা মালুম করিবে কে তা?)
আমি এইরূপে গতবারে   ফিরেছিনু দ্বারে-দ্বারে,
পেয়েছিনু এইরূপই 'হোপ' গো।
মোরে ভুলাইয়া প্রলোভনে   ভোট দিল অন্যজনে,
মোর 'ডিপোজিট মানি' হলো লোপ গো।
(আমার মান গেল 'মানি'ও গেল)
(যেন, আশমান হতে পড়লাম দাদা)
(আমার আশা-মান দুই চূর্ণ হলো)
আমি ভোটার-পিরীতি রীতি বুঝিতে নারি,
দিনু   সন্দেশ, চড়াইনু মোটরগাড়ি।
দিনু উপরি গুঁজিয়া কিছু পকেটে আরো,
বলি রাখো যদি রাখো দাদা, মারো তো মারো।
হাতে ব্যালট্-পেপার দিল পোলিং অফিসার,
দেখি কার খেয়ে কার প্রেমে করে অভিসার!
মোরে ভোট তো দিয়েছ, দাদা পুছিনু আসি,
দেখি ধীরে-ধীরে চলে যায় মুচকি হাসি।
কেহ বাহির করিল শুধু দন্তপাঁতি,
শেষে বুঝিলাম—করিয়াছে দিনে ডাকাতি।
(আমায় মেরেই যে দিল রে!)
(খেলে, নিলে, চড়লে মোটর মেরেই যে দিল রে!)
এবারে আবার মশায়,   দেখাইতে অধ্যবসায়
নামিয়াছি ভোটের সমরে।
যত দৈনিক ও সাপ্তাহিকে   এবারে করেছি ঠিকে,
যাতে লিখে সবে মোর 'ফরে'।
(তারও 'ফরচুন' ফিরাইবে)
(আমার 'ফরে' লিখবে যারা)
গেছি চালের দোষে বেচাল হয়ে গতবারে ঠকি
এবার শক্ত 'জকি' পিঠে আমার তবুও ঠক্‌বো কি?
(কুছ্ পরোয়া নেহি)
(এবার 'হুইপ' বেড়ে করবে 'হুইপ্')
'গ্যালপে' চলেছি ভাই, করিব 'উইন' রে!

দোহাই ভোটার যেন কোরো না 'রুইন' রে!
(মরে যে যাব)
(সেবারের আধমরা এবার পুরোদস্তুর মরে যে যাব)
ধন যাবে মান যাবে, যাবে দুই 'সাইড্'
এরাই নাম তো আত্মহত্যা 'দ্যাট ইজ্ সুইসাইড'।
(প্রেতযোনি যে হবো)
(সুইসাইডে মরিলেই প্রেতযোনি যে হবো)
প্রেতযোনি হবো মরে শুনহ ভোটার!
যে ভোট দিবে না তার মটকাবো ঘাড়!
(মেরে দেবো) (আমায় মারলে)
(যদি আশা থাকে)
(প্রাণে বাঁচবার যদি আশা থাকে)
(ভাবী প্রেত অভিপ্রেত পুরাও
প্রাণে বাঁচবার যদি আশা থাকে)
যেজন সুজন ভোট দিবে মোর জন্যে,
অর্ধেক রাজত্ব দিব, দিব রাজকন্যে।
(দেখে নিয়ো) (তোমরা দেখে নিয়ো)
(আমার কথার খেলাপ হবে না, তোমরা দেখে নিয়ো)
(আগে চাড়া দিয়ে মোরে খাড়া করো
পরে তোমরা দেখে নিয়ো)
ভোটানন্দ দাস বলে কি মজার এ খেলা রে!
গাছেতে রয়েছে কাঁঠাল গোঁফে দাও তেল রে।।
(এমন ফল তো আর পাবে না)
(পরের মাথায় ভাঙতে হলে এমন ফল তো আর পাবে না)
(ফল হবেই হবে)
(একটা ফল তো হবেই হবে)
(সদ্য ফল, নয় 'ডাউন ফল'—একটা ফল তো হবেই হবে)
গাছেতে রয়েছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দাও রে!

দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

পণপথা

তুমি প্রভু, আমি দাসী,
আমি স্ত্রী, তুমি স্বামী।
কারণ তোমার বাবা মহাজন, আর
আমার বাবা আসামি॥

মুখে বলেন—বেহাই বেহাই
অন্নে কিন্তু দেননি রেহাই,
তাঁর মুখে মধু, অন্তরে বিষ,
ব্যবহারে চাষামি॥

অন্ন নাই মোর বাপের ঘরে,
তবু তবু এলাম কত গয়না পরে,
আমার ভাইরা খাবে ভিক্ষা করে
না হয় করবে গোলামি॥

পেয়েছিলে উচ্চ শিক্ষা,
শ্বশুরকে করাতে ভিক্ষা,
এই হৃদয়ের গর্ব করো
বল—এম. এ. বি. এ. পাশ আমি॥

ছিঃ-ছিঃ পরের পয়সায় করবে ফুর্তি,
শ্বশুরের কাছে কাবলি মূর্তি,
আর মনিবেরি চরণ ধরে
বলবে, 'প্রভু, দাস আমি॥'

আমি কলির প্রহ্লাদ,
প্রভু, আমরা কলির প্রহ্লাদ।
পিতৃশত্রু মোদের গুরু
তার আহ্লাদেই আহ্লাদ॥

পিতৃহন্তা আমার গুরু
আমার প্রেমের কল্পতরু,
গুরুর গুরু পরমগুরু
শ্বশুরমশায় জল্লাদ॥

দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

হাইকোর্টে মালসী-কীর্তন

বঙ্গে মালসী-লীলা অতীব সুমধুর
শরবনে উপজয়ে কোপ।
রজত-চক্রিকা লালসী মালসীকো
লাজ-শরম কৈল লোপ॥
এক নহি দো নহি চৌষট্টি-হাজার
লাভকো লোভন বেশ।
ধন অনুরাগে সব প্রাণ-মন মাতল
না শুনে ধরম ভয় লেশ॥
কলঙ্কে ভরল দিঠি সোঙরি রজন মিঠি
পুলকে পুরিত সব অঙ্গ।
ঠন্-ঠন্-ঠন্ রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
শুষ্ক রজত-রস অনুমানি উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
আকাশকুসুম মনে-মনে ভাবয়ি
ধরম রহব কোন্ ঠাম॥
দেশবাসী-শোণিতে উদর পুরাওবি
ঘটাওবি তাকো বিনাশ।
রাজ পুরুখ সাথ কাহে কর মিতালি
পুছত গোবিন্দ দাস॥

দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

বিদূষকের কলিকাতা দর্শন

লিলুয়া স্টেশনে যখন এল রেলের গাড়ি,
হাবড়ার টিকিটগুলি হেথায় নিল কাড়ি।
হাবড়ায় দিব বলে করে উঠলাম রোক,
হো-হো করে উঠল হেসে গাড়িসুদ্ধ লোক।
এত লোকের হাসি দেখে লজ্জা পেলাম খুবই,
ভাবলাম আমার শুরু হল প্রথম বেকুবি।
হাবড়া ইস্টেসনে তখন থামেনিকো গাড়ি,
বুচকি লিয়ে কুলিগুলোর লাগল কাড়াকাড়ি।

এ বলে 'হাম পহেলী পাকড়া' ও বলিছে 'হাম',
ততোই করে গণ্ডগোল যত বলি থাম।
শেষকালে তো একটা কুলি বোঁচকা নিল ঘাড়ে,
নামিয়ে দিল বুঁচকি আমার এসে বেড়ার পারে!
'খুশি করো' বলে বেটা পেতে দিল হাত,
আমি বল্লাম 'ঠন্ঠনেতে চল্ না আমার সাথ'।
আমার কথা শুনে কুলি বল্ল খুব চটিয়া,
"হাম না আছে ঝাঁকাবালা উড়িয়া মোটিয়া"।
জলদি জলদি খুশি করো দে দেও একঠো সিকি"
এইটুকুতেই চার-আনা চাস্ আরে বাপু সেকি?
এই না বলে একটি আনি দিতেই তাহার হাতে,
"ভিচ্ছা"! বলে ফেলে দিল হাত দশেক তফাতে!
দুটি গণ্ডা দিয়ে আমি খালাস পেলাম শেষে
ভাব্লাম আমি এলাম বুঝি হবচন্দ্রের দেশে॥
ঝাঁকার মাথায় মোট চাপিয়ে বাহির হলাম পথে
সোজা হয়ে পথে চলা হয় না কোনমতে!
পিপ্ড়ের মতো সারি দিয়ে চলছে যত লোক
পেছুন থেকে মোটরগাড়ি করতেছে ভোঁক-ভোঁক।
মুটে বেটা ছুটে চলে মানেনাকো কিছু।
ঝাঁকা তাহার লক্ষ্য করে আমি ছুটি পিছু।
ফুটপাথেতে দৌড়ি আমি মুটে নামে পথে,
ভাবি বেটা চোকের আড়াল না হয় কোনমতে।
এধার-ওধার দোকানেতে কেবল দেখা যায়।
পাগড়ি বেঁধে নাগরী লেখে মাড়োয়ারি ভাই।
হাতির মতো গরুগুলো ফুটপাথেতে ঘুরে।
শিঙের গুঁতো দিয়ে বুঝি উদর দিবে ফুঁড়ে।
দেখা হলো হেথা দুটো সহযোগীর সাথে,
'স্বতন্ত্র' আর 'ভারতমিত্র' ফেরিয়ালার হাতে।
ক্রমে যখন পৌঁছে গেলাম কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে।
বহু কাগজ নিয়ে হেথা হকারগুলো ঘোরে।
"বসমতী" "আনন্দবাজার" "নায়ক" "হিন্দুস্তান"
একসঙ্গে সবার নামে ধরছে মধুর তান্।
কেউ রেখেছে বগল দেবে কেউ বা ভুঁয়ে ফেলে।
টকাস্ করে তুলে নিচ্ছে পাহারবালা এলে।
নামজাদা সব সহযোগীর এই দশাটা দেখে।
"বিদূষক" নিজের ভাবী দশা নিল ডেকে।

সেরা বিদূষক, দাদাঠাকুর।

বিদূষকের শ্যামাবিষয়ক

(রামপ্রসাদী সুর)

আমায় দে মা রাজা করি।
আর উপোস করে থাকতে নারি।
    দন্ত অন্ত হল মাগো,
    কিসে চিবাই ছোলা-মুড়ি,
    হালুয়া ভিন্ন চলে না মা
        রাবড়ি হলেও খেতে পারি।
    পেটের জ্বালায় গলি-গলি
    চেয়ে-মেগে কেবল ফিরি
    চরণ যে মা আর চলে না
        না হলে মা মোটরগাড়ি।
    খালি পেটে বাতাস ঢুকে
        ক্রমে ফুলে যাচ্ছে ভুঁড়ি,
    টাকা দিতে (া) আকার ভুলে
        টাক দিলি মা কপাল জুড়ি॥

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ৩ হর্ষ

কয়েদীর কারাবর্ণন

(বাউলের সুর)

জেলখানার কথা কত বলব আর।
চোখেতে দেখে এলাম যে প্রকার!
                (কারাগার)
প্রথমে 'একজামিন' করে
  পরে টানতে দেয় ঘানি
  সে বড় দুখের কাহিনী।
তখন চক্ষুজলে বক্ষ ভাসে গো—
সে কথা লোকের কাছে বলা ভার।
                (চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি..........
সুরকি কোটা দুঃখের কথা
        বলতে ফাটে দম্
পিয্‌তে দেয় যোল সের গম,

দড়ি কাটা মিহি মোটা হলে
    বেত লাগায় 'মেট'-এ পাছার 'পর।
                (চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি................
আঁকড়ি চাল, খেসারির ডাল
তেমনি মসলা বাটা।
খেতে দেয় শাকের ডাঁটা,
দু-বেলা করে দেয় গো খেতে
দাঁড়িতে ওজন করে জমাদার।
                (চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি................
ব্রাহ্মণ ভদ্র এদের কথা,
প্রকাশ করলাম না,
এদের বিষম লাঞ্ছনা নয়,
ছোট লোকের সঙ্গে খেতে হয়—
সেখানে নাইকো কোন জাতবিচার।
                (চমৎকার)
জেলখানার কথা কত বলবো আর
চোখেতে দেখে এলাম যে প্রকার
                (কারগার)
টুপি মাথায় কুর্তা গায়ে
জাঙিয়া পরা,
সকলের একই চেহারা,
গলায় দেয় এক তক্তি এঁটে গো
পাকি আধপোয়া ওজন তার,
                (চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি...........
'সরকার সেলাম' বলে যখন
হাঁক দেবে সেপাই,
দাঁড়িয়ে সেলাম করা চাই।
নইলে কপাল মন্দ ডিগ্রি বন্ধ গো—
শুধু 'লাপসী' ভোজন ভাগ্যে তার,
                (চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি—
চড়-চাপড় আর লাথি-ঘুসি,
অঙ্গের আভরণ,

'শালা' মধুর সম্ভাষণ,
'ওয়ার্ডারের' কৃপায় বলে গো—
'মা তারি বহিন' হয় উদ্ধার,
(চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি—
জেলখানা হইতে কেহ
জেল খেটে এলে,
নিন্দে করতে সকলে,
তুমি মরবে যেদিন নিন্দে করো ভাই-
বেঁচে থাকলে হতে পারে তোমার।
(চমৎকার)
জেলখানার কথা ইত্যাদি...........

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ১৬ হর্ষ

আপসোস

(কীর্তন)

আমি মেয়ে হযে কেন জননী জঠরে
জনম লইনু হায়।
পুত্র-কন্যা দুইই পিতার সন্তান ;
কন্যা কিন্তু মহা দায়!
(আমার জনমে কি ফল বল গো)
ক্রমে আমি যত ডাগর হইনু
আমার বিয়ের জন্য ;
মা বসিয়া ভাবে দিবস-রজনী
বাবা ছাড়িলেন অন্ন।
(আমি মা-বাপেরই দুখের কারণ)
যার হাতে মোরে করিতে প্রদান
পিতা মোর যেচে যায়।
কি আর বলিব সেই দয়াবান
বহু টাকা নিতে চায়।
(বাবা টাকা কোথায় পাবেন?)
পতি বলি যাঁরে করিব বরণ
চরণে হইব দাসী।

পিতার সর্বস্ব করিতে হরণ
সে প্রভু যে অভিলাষী।
(কেন লোভীর গলে দিব মালা?)
সক্ষম বলিয়া পুরুষগুলোর
অহঙ্কার বহু আছে।
তবে কেন তারা অত টাকা চায়
স্ত্রী-এর বাপের কাছে।
(অসম্মান কি হয় না এতে)
জীবনে লোকে সোনা কাকে বলে
সেটি যারা নাহি চেনে।
সে হতভাগাও বাবুগিরি করে
পরের দেয়া ঘড়ি-চেনে।
(লজ্জা তাদের নাইকো মোটে)

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ১৭ হর্ষ

ভোট নিয়ে যা

ঘাটে ডিঙা লাগায়ে 'বঁধু ভোট নিয়ে যা'।
ভোট নিয়ে যারে আমার ভোট নিয়ে যা।
কোন্ গাঁয়ের তুই ভোট ভিখারি
কোন্ গাঁয়ে তোর ঘর?
ভোট নিবি তো গোটাকত
কথার জবাব কর।
এবার নূতন নামলি না তুই
আর একবারও ছিলি?
ছিলি যদি বল্ না দেশের
কি ফয়দা করিলি?
চৌষট্টি হাজারীর যখন
মাইনে কমার কথা।
কমার দিক কি বাড়ার দিকে
নেড়েছিলি মাথা।
ভোট যদি তুই দিয়ে থাকিস্
মনসবদারের 'ফবে'।
গরিব দেশের নহিস্ কেহ
ভোট দিব না তোরে।

নূতন মানুষ হোস্‌ যদি তুই
এবার নূতন ব্রত।
এর আগে তুই দেশের জন্যে
করেছিস্‌ কি কত?
মানের জন্য ভোট চাহিতে
এসে থাকিস্‌ যদি ;
ভাগ্‌ হিঁয়াসে মতলব বান্দা
চাইনে খোসামোদি।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ২৩ হর্ষ

ননকো সংকীর্তন

ভোট দে বলে
আমার ননকো নাচে।
সিংহ নাচে ব্যাঘ্র নাচে
ভালুক তাহার পাছে-পাছে,
ময়ূরের নৃত্য দেখে
প্যাঁচা নাচে গাছে।
নাচেরে শ্রীননকো ভায়া
লোকের কাছে-কাছে,
মালসী প্রেমে মাতোয়ারা
ধুলায় পড়ে পাছে,
(ধর ধররে—ধুলায় যেন পড়েনাকো,
ধর ধররে।)
কার সাধ্য ননকোকে আর
ধরে বল রাখে,
মালসীখানায় ধুলা বুঝি
সর্ব অঙ্গে মাখে।
(এবার ছাড়বে নাহে, এসপার-ওসপার
করবে কিছু, ছাড়বে নাহে।)

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ২৭ হর্ষ

মালসী নাচ
(কীর্তন)

ওরে, কি প্রেম আনিল দেশে
মন্টেগু গোঁসাই।
প্রেমে সহযোগী ডুবুডুবু
নন-কো ভেসে যায়।
প্রেমের মহিমা কিছু
বুঝিতে না পারি।
এ প্রেমে কাঙাল দ্বারে
ভূপতি ভিখারি॥
দে ভোট দে ভোট দে ভোট বলে
চলে সবার কাছে,
যেমন নাচন নাচাইবে
তেমনি আজি নাচে।
ধনী-কাঙাল-মধ্যবিত্ত
নৃত্য করে প্রেমে।
(প্রেমে) কত যে উন্নত প্রভু
গিয়াছে আজ নেমে।
আয় চলে আয় নেচে-নেচে
প্রেমের বাজারে,
ভুঁড়ি ফুলাইবি যদি
চৌষট্টি হাজারে।
অক্রোধপরমানন্দ
হয়ে মাগে ভোট ;
ভক্ত যে-দিন তক্ত পাবে
দেখে নিও চোট।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ৩২ হর্ষ

আগমনী

কাতরে মা তোরে বলি
হর-মনোমোহিনী।
দুর্গতি বাড়াতে মোদের
এলি দুর্গতিনাশিনী।

কৈলাসেতে থাক গায়ে ছাই মাখ
লোকমুখে শুনি কাহিনী।
এলে মোদের আবাসে বাড়াও বিলাসে
একি মা সিংহবাহিনী।
বছরে-বছরে দেহি-দেহি করে
কত চাই তোরে জননী,
তুমি দাও না তাতে কান, এ কেমন বিধান
সুখ-শান্তি বিধায়িনী।
পুত্র-কন্যা সবে, দেহি-দেহি রবে
ব্যস্ত করে দিবা-রজনী।
মোরে মায়াজালে, বাঁধিয়া মজালে
নিজে কিন্তু মাগো মজনি।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ ৩৫ হর্ষ

যত দিন যায় ততো ক্লেশ বাড়ে

যত দিন যায় ততো ক্লেশ বাড়ে,
(আমার) সুখ-শান্তি কই মিলিল না।
দুখ ঘুচাইতে দুখ করে মরি,
(তাতে) দুখ ছাড়া সুখ ফলিল না।
বাল্যকালে সুখ বলিতাম যাহারে,
সে সুখ ঘুচিল শিক্ষকের প্রহারে,
যৌবনে এ চিত, যারে সুখ ভাবিত
(সে সুখ) অভাবের, প্রভাবে হইল না।
সুখের আশায় করিনু বিবাহ,
দুখ বলে মোরে ছাড়ি কোথা যাহ,
একা দুখী ছিলে, দুজনা হইলে,
(দুখ) বাড়িল ছাড়া তো কমিল না।
ক্রমে এল ঘরে পুত্র-কন্যাগুলি
দিবা-নিশি করে, খাই-খাই বুলি,
গৃহেতে আমার, দুখের বাজার
দুখ মোরে ছেড়ে চলিল না।
দুঃখে ছিলাম আমি হইয়া স্বাধীন,
দুখ ঘুচাইতে হলাম পরাধীন,

ছিলাম যে দীন, রহিনু সে দীন,
কেবল স্বাধীনতাটুকু রহিল না।
দেহি-দেহি করে দারা-সুত-সুতা,
পৃষ্ঠদেশে পড়ে মুনিবের জুতা,
ঘরে-বাইরে দুখ, বিধাতা বিমুখ,
ভাগ্যে মোর সুখ লিখিল না।
বার্ধক্যে ক্রমশ হলাম উপনীত,
দয়াবান প্রভু সুকোমল চিত,
বলিবেন কবে, রাস্তা দেখতে হবে,
তোমার দ্বারা কাজ চলিল না।
দীনবন্ধু লোকে বলে ভগবানে
দীনের প্রতি দয়া সদা তাঁর প্রাণে,
(তাঁরে) এতদিন ফাঁকি, দিয়ে আজ ডাকি
সে ডাকে তাঁর প্রাণ গলিল না।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ২ হর্ষ

২৬শে সেপ্টেম্বরের হরতাল

(মহাত্মাজির উপবাস গীতি)

ওরে ভারতবাসী!
জানিস্ মহাত্মাজি আছেন উপবাসী।
হিন্দু এবং মুসলমানে,
কেবল বিবাদ করতে জানে
তাদের হল না আর
ভালোবাসাবাসি।
ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ ভারি
কেবল দাঙ্গা-মারামারি,
সেই দুখে আহার
ছেড়েছেন সন্ন্যাসী।
(তোরা) ঝগড়া করিস্ নিত্য-নিত্য,
তাইতে হয়ে ক্ষুণ্ণচিত্ত
এই প্রায়শ্চিত্ত
করিতে প্রয়াসী।
তোদের মত অপরাধে,
স্বেচ্ছায় নিয়ে নিজের কাঁধে

তোদের খুনে
তিনি যাচ্ছেন ফাঁসি।
তোদের অপরাধের জন্য
একুশদিন ছাড়িলেন অন্ন
ধন্য ধন্য
পরার্থ অন্বেষী।
তাঁর উপদেশ ঠেলে ফেলে
পেট ভরে সব অন্ন গিলে
তোদের দিনে-দিনে
জমছে রে পাপরাশি।
ভাবিয়া তোদের ইষ্ট,
করছেন নিজে কত কষ্ট
যেন যিশুখ্রিস্ট
জন্মিয়াছেন আসি।
করিয়া দেশের কর্ম
সার হয়েছেন অস্থি-চর্ম
তোদের কি ফল হবে
তাঁহারে বিনাশি।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ১২ হর্ষ

স্বরাজ কোথা?

(তরজা)

স্বরাজ, স্বরাজ, স্বরাজ বলে
উঠলো দেশটা মেতে,
স্বরাজ নয়তো জমির ফসল
জন্মে না সে ক্ষেতে।
কংগ্রেসেতে নাইকো স্বরাজ
নাই যে কাউন্সিলে,
একে-একে বল্‌ছি শোন
স্বরাজ কোথা মিলে।
যারা মহাযোগী সর্বত্যাগী
থাকে পাহাড়-বনে,
তারা পরের রাজ্যে যদিও থাকে
স্বরাজ তাদের মনে।

স্বরাজ তারা ভোগ করিছে
স্বাধীন তারা বটে,
কোনকাজে যায় না তারা
অপরের নিকটে।
তাদের খাদ্য জোগায় বন্য বৃক্ষে
বস্ত্র হয় বল্কলে,
তাদের শীত নিবারণ অনল তপন
তৃষ্ণা নদীর জলে।
যখন ব্যাধির হাতে পড়ে কেহ
কৃতান্ত ডাক্তারে,
আপনি আসি রোগ বিনাশি
চেঞ্জে নে যায় তারে।
কতক স্বরাজ মিলে আবার
গার্হস্থ্য আশ্রমে,
তার বিবরণ শুন সবে
বলি ক্রমে-ক্রমে।
এ স্বরাজটা পায় পাড়া-গাঁয়
বদ্ধ মূর্খ চাষী,
যেদিন পেলে, সেদিন খেলে
নইলে উপবাসী।
এদের আকাঙ্ক্ষা নাই অন্য কিছু
পেটের দানা বিনে,
এদের এমনি স্বভাব যত অভাব
সংযমে নেয় জিনে।
এরা গু-দিয়ে যায় তবু যেতে
চায়নাকো দরবারে,
এদের মান-অপমান সবই সমান
একই বেশ ঘর-বারে।

১৩৩১। ২ বর্ষ ১৬ হর্ষ

আফগারী সংগীত

(বাউলের সুর)

ব্যবসা খুলেছে ভালো আফগারি।
গ্রাহক আপনি আসে না ডাকিতে
বারে! বা! দোকানদারি।

সরাপ খেয়ে উজ্জল করে
বাপবরাপের নাম,
বড় মজার পরিণাম,
যদি মেতে পড়ল পথে
পাঁচ আইনে ফৌজদারি।
সাহেব-সুবো ছিঁচকে বাবু
মজুর কুলিগণ,
যারা সব সরাপ-পরায়ণ,
কেউ খান গায়ে তারজড়ানো,
কারু ভাগ্যে হয় তাড়ি।
সিদ্ধি, চরস, আফিং, গাঁজা
যে যারে ভজে,
প্রেমে একবার যে মজে,
সে জন্মের মতো অনুগত
সাধ্য কি দেয় ছাড়ি।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ২৬ হর্ষ

পাগলের দলে

(বাউলের সুর)

পাগলের দলে
দলে কেউ এসো না রে ভাই
এক পাগল কৈলাসেতে ত্রিলোচন গোঁসাই।
কাঁচি চুরুট থাকতে গাঁজা-ভাঙ্-ধুতুরা খায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
আর এক পাগল বৃন্দাবনে নন্দের কানাই,
রাধা-প্রেমে মেতে গোপের গো-ধেনু চরায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
আর এক পাগল দারুমূর্তি হলেন উড়িষ্যায়।
চণ্ডালের ছোঁয়া অন্ন ব্রাহ্মণে খাওয়ায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
দুটি পাগল নবদ্বীপে গৌর আর নিতাই,
মার খেয়ে ঘরে-ঘরে হরিনাম বিলায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।

কলিকালে পাগল দেখ গান্ধী মহাত্মায়,
ভোগবিলাস সব ছেড়ে দিয়ে মন দিলে চরকায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
আর এক পাগলের পাগলামি দেখ কলকাতায়,
বিত্ত ছেড়ে চিত্তরঞ্জন পাগলামি দেখায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
আর এক পাগল সুভাষ বসু বুদ্ধি তাহার নাই,
সিভিলিয়ান হয়ে পাগল ঢুক্‌লো জেলখানায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
সত্যেন, অনিল পাগলাদুটো ধরা পড়লো তায়,
ভাগ্যে এরা আটক আছে, ছুটলে রক্ষা নাই।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
ছোটখাট অনেক পাগল আছে এ বাংলায়
খুঁজবে যে সে পাগল হবে পাগলা চেনা দায়।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।
পাগলাগারদ বহরমপুর জানেন তো সবাই,
আস্তে-আস্তে হচ্ছে সেথা সব পাগলের ঠাঁই।
দলে কেউ এসো না রে ভাই।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ২৪ হর্ষ

তোরা কে মন্ত্রী হবি আয়

তোরা কে মন্ত্রী হবি আয়!
মন্ত্রীত্বের ঢেউ উঠলো আবার
মালসী দরিয়ায়।
হাতছানিতে ডাকছে তোরে
আয়রে মূঢ়! আয়রে ওরে!
খেতে পাবি উদর ভরে,
(যাতে) ভুঁড়ি ফুলে যায়।
আয় স্বরাজী! আয় নারাজী!
আয় ধীরাজী! আয় ফরাজী!
দেখে যা রে ভোজের বাজি
হারাস না হেলায়।
মোটা টাকা মাইনে পাবি
মোটর চড়ে বেড়াইবি

মাঝে-মাঝে ডিটো দিবি
আর কি মজা চায়?

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ২৭ হর্ষ

উজিরী প্রার্থনা

(রামপ্রসাদী সুরে)

(আমায়) মন্ত্রী কর মা কালি!
আমি বড় বুদ্ধিমান বাঙালি।
নেমক বজায় রাখবো আমি
দেমাক দেখাবো না খালি,
আমায় জানিস তো মা আগাগোড়া
করছি মা নেমকহালালী।
দেশের শত্রু হতে রাজি
খেতে রাজি দশের গালি,
হাসবে হাসুক আমায় দেখে
দিক না সকলে হাততালি।
স্বরাজীদের ভূয়োবাজি
দিচ্ছে দেশে আগুন জ্বালি,
তাদের সবগুলোকে পুর মা জেলে
ঘুচিয়ে দে মা দেশের কালি
(এরা) নিজে খায় না খেতে দেয় না
কার্যে বাধা দিচ্ছে খালি,
(মোদের) রাঁধা ভাতে শুধু-শুধু
ছিটিয়ে দিচ্ছে ধুলোবালি।
বারকতক মা জিতিয়ে দিয়ে
এদের স্পর্দ্ধা খুব বাড়ালি।
আমি কি অপরাধ করেছি যে
তৈয়ের ভাত আমায় ছাড়ালি।
টাকা ধর্ম টাকা স্বর্গ
এ মন্ত্র মা তুই শিখালি,
এখন টাকা পেলে তার বদলে
রাজি সবই দিতে ডালি।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ৩০ হর্ষ

প্যারডি

আর দুঃখ দিও নারে ট্রাম

('বারে-বারে যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা' সুরে)

বারে-বারে দুখ দিয়েছ দিতেছ ট্রাম।
এবার প্রাণে যাব মারা
আবার প্রভু যদি থাম।
আমাদের মঙ্গলের তরে,
চলছ তুমি এ শহরে,
তোমারই দয়াতে প্রভু,
পা দু-খান হয়েছে খাম।
আমাদের এই যুগল চরণ,
পারে না করতে বিচরণ,
তাই নিয়েছি তোমার শরণ,
আর প্রভু হয়ো না বাম।
সারথীদের গোঁ ছাড়াতে
যদি হয় বেতন বাড়াতে
ভাড়াও যদি চড়াও আবার,
গররাজি নই গুণধাম।
তোমার অভাবে লরিতে,
কি কষ্ট দেখ চড়িতে,
বস্তার মতো দুরবস্থা
দেখ মোদের পরিণাম।
শুন ওহে তড়িৎ-গতি,
তোমা ভিন্ন নাই হে গতি,
সদয় থেকো মোদের প্রতি
(তোমার) চার চাকায় করি প্রণাম।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ৩ হর্ষ

বাবু-প্রসবিনী শ্রীকলিকাতা

(স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' এর অনুকৃতি-কৌতুক)

(১)

যে দিন সুতানটি-গুটি ফুটি গুটি-গুটি উঠিলে গো
মাসি-মা কলিকাতা,
উঠিল ভারতে সে কি কলরব, ছুটিল কেরানি লিখিতে খাতা!
সেদিন তোমার রূপের প্রভায় খর্ব হইল পল্লী-গর্ব,
শান্তি-সখ্য-স্নেহ সদাচার লুপ্ত সেদিন হইল সর্ব।
ধন্য হইল বাবু ভাই সব করিয়া শ্মশান পল্লীমাতা,
বাড়িভাড়া-দুধে ফতুরকারিণি বাবু-প্রসবিনী শ্রীকলিকাতা।

(২)

সদ্যোদগ্ধচুরুট-বদনা রোয়াক্ রূপসী-শ্রেণীতে দীপ্ত,
ললাট কঠিন ইট-বালি-টিন নিত্য বালির প্রলেপ-লিপ্ত।
উপরে তপন ভ্রমেও কখন উঁকিটি মারে না প্রবেশ বন্ধ,
মন্ত্রমুগ্ধ তথাপি বাবুরা শুঁকিতে তোমার ড্রেনের গন্ধ!
ধন্য হইল বাবু ভাই সব করিয়া শ্মশান পল্লীমাতা,
বাড়িভাড়া-দুধে ফতুরকারিণি বাবু-প্রসবিনী শ্রীকলিকাতা।

(৩)

শীর্ষে কল ও কয়লার ধূম চক্ষু-নাসিকা গিলিতে বাধ্য,
বক্ষে বিরাজে হোটেলের সারি রাম-বিহঙ্গ-আদ্যশ্রাদ্ধ।
কখনো ট্রাম বা মোটরের তলে কত পাপী লভে উচিত শাস্তি,
কখনো বৃষ্টি পড়ে কিনা পড়ে বুক-ভোর জলে যাত্রানাস্তি।
ধন্য হইল বাবু ভাই সব করিয়া শ্মশান পল্লীমাতা,
বাড়িভাড়া-দুধে ফতুরকারিণি বাবু-প্রসবিনী শ্রীকলিকাতা।

(৪)

প্রভু মারোয়াড়ী প্রবল দাপটে চালাইয়া ছুরি অবিশ্রান্ত,
পিঁপ্ড়ের মুখে টিপিছেন চিনি সে প্রেম-মহিমা বোঝে না ভ্রান্ত!
ওদিকেতে বাবু জলদ-মন্দ্রে করিয়া সভায় বচন-বৃষ্টি,
বেটার বিয়েতে মেয়ের বাপের টাকার উপরে লুব্ধ দৃষ্টি!
ধন্য হইল বাবু ভাই সব করিয়া শ্মশান পল্লীমাতা,
বাড়িভাড়া-দুধে ফতুরকারিণি বাবু-প্রসবিনী শ্রীকলিকাতা।

(৫)

মাসি গো তোমার গলিতে গুণ্ডা, দিন-দুপুরেতে চুরি-ডাকাতি,
পকেট-মারার হস্ত-চালনে ত্রস্ত পথিক দিবস-রাতি।
মাসি গো তোমার উড়িয়া গোঁসাই ঘরে-ঘরে আজ বিতরে অন্ন,
প্লেগ ও পুলিশ থাইসিস বিষ-কণ্ঠ মাসির ফাঁসিতে ধন্য!
ধন্য হইল বাবু ভাই সব করিয়া শ্মশান পল্লীমাতা,
বাড়িভাড়া-দুধে ফতুরকারিণি বাবু-প্রসবিনী শ্রীকলিকাতা।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ৫ হর্ষ

চাষার ম্যালেরিয়া বিলাস

(স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের 'আমি সারা সকালটি বসে-বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি'—সুরে)

আমি সারা সকালটি শুয়ে-শুয়ে এই ম্যালেরিয়া জ্বরে কেঁপেছি,
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু করি নাই কিছু প্রভু আর,
শুধু মাদুরেতে শুয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে কেঁপেছি!
তখন ধুঁকিতেছিল সে ম্যালেরিয়া বিষে, চিঁ-চিঁ করে পাশে পড়িয়া,
তখন বাড়িতেছিল সে, উদরের প্লীহা পেটটা ডাগর করিয়া—
তখন "বল হরিবোল"—তুলিল পটল, আমারি মতো কে অভাগা,
শুনে সে মধুর ধ্বনি কর্তা-গৃহিণী দ্রুতবেগে আমি কেঁপেছি!
প্রভু কাঁপুনি আমার নহে শুধু খাই রোজ আধপেটা বলিয়া,
আছে পচা জলে প্রীতি, মশকের গীতি—অন্তর-বাহির জুড়িয়া,
আছে সবার উপরে মাখা তব প্রভু, উপেক্ষা কভু ঘৃণা গো,
ধর চৌষট্টি হাজার সহিত চাষার অন্তিম নিশ্বাস রেখেছি।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ ১১ হর্ষ

অরক্ষণীয়ার আত্মকথা

(আমার পাগল বাবা পাগলি আমার মা—সুরে।)

আমার কাঙাল বাবা কাঙালিনী মা।
আমি তাদের ধেড়ে মেয়ে বিয়ে হল না।
বাবা মোদের ভাতের তরে,
পরের ঘরে চাকরি করে,

লাজ ঢাকে মা ছেঁড়া কাপড়ে,
হাজার টাকার কমে নাকি পতি মিলে না।
নারীর প্রেমের কল্পতরু,
ছিল পতি পরম গুরু,
ঠিক যেন আজ মহিষ কি গরু,
টাকা দিলে কিনতে মিলে
তা নইলে না।

বিদূষক ১৩২৯। ১ বর্ষ, ১২ হর্ষ

মান রাখি কি প্রাণ রাখি

(বিল্বমঙ্গলে– কি ছার আর কেন মায়া—সুরে)

কি ছার আর কেন মান, পোড়া প্রাণ যে থাকে না।
রাত পোহালে কাল কি খাব, নাইকো ঘরে আজ।
তার উপরে আরও অভাব বাড়ালে সমাজ।
ভাতে একটু ডাল মিলে না, ক্ষিদের জোরে খাই,
ভদ্রতারও মাল-মসলা বহুত রকম চাই।
পেটের দানা রোজ মিলে না হয়ে থাকি কাবু।
বাহিরে কিন্তু দেখাতে চাই আমি মস্ত বাবু।
লেখে-পড়ে পাশটা করে হয়ে জেন্টলম্যান
চাকরির তরে পরের কাছে করতে হয় ভ্যান্-ভ্যান্।
গোলামিতে দুখ ঘোচাব মনে করি সাধ।
খাবার জোগাড় হয় না আবার ফ্যাসানের ফ্যাসাদ।
বিদূষক কয় এ দুখ তোমার ঘুচবে না বাঙালি।
বিদেশি সব লুটছে টাকা স্বদেশী কাঙালি।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ১৫ হর্ষ

বিফলকাম শিক্ষিতের ফলবিক্রয়ে পত্নীর আনন্দ

বেহাগ—খাম্বাজ

(যদি পরানে না জাগে—সুরে)

যদি পরানে না জাগে কলেজের গরমী
চাকরি খুঁজিতে আর যেয়ো না।

গোলামি খুঁজে-খুঁজে হয়রান হলে সখা
পায়ে ধরি সেটা চেয়ো না।
সারাটি দিন আমি একলা খাটিব,
চাব না বিলাসের পানে,
সারা জীবন আমি দুখেতে কাটাব
রহিব সদা তব-সনে,
হাসিমুখে সখা সকলি সহিব,
পরের পয়জার শিরে নিয়ো না।
ফলের দোকান করা হবে না বিফল
দাসত্ব চেয়ে হবে ফল গো—
যা আছে সোনাদানা এখনি দিব খুলে
আছে আমার হৃদে বল গো—
কাঁচা টাকার লোভে পায়ে শৃঙ্খল পরি
স্বাধীনতার মাথা খেয়ো না।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ১৬ হর্ষ

নেতার আক্ষেপ

(আমার হরিবোল বলা হল না—সুরে)

আমার নেতাগিরি করা হল না।
আমি মনে করি ছাড়ি নেতাগিরি
লোকে যে ছাড়িতে দিল না।
আমি নহি ন্যাতা, পুঁজি ছেঁড়া কাঁথা
ঘোড়ারোগে ধরা ভালো না।
ক্লোরোফরম করি, নেতা কৈল ধরি
জুলুমের নাহি তুলনা।
স্বদেশের তরে, গেনু কারাগারে
সে কথা কেহ তো বল না।
ধর্মে নাহি সবে, নিন্দা কর সবে,
বল সবই মোর ছলনা।
বিষয়-বিভব, ছাড়িয়াছি সব,
পুত্র-কন্যা-ললনা।
এত লোক মরে, যারা দোষ ধরে,
সে নিন্দুকগুলো মলো না।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ১৯ হর্ষ

বাবুর রূপ

(ছবি কোনটি তোমার আসল নাম শুধাই তোমারে—সুরে)

বাবু কোনটি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে।
তুমি যা সাজো তাই দিব্বি সাজে, বুঝতে নারি ব্যাভারে।
স্কুল-কলেজে স্টুডেন্ট নামজাদা,
ফুটবল-প্লেয়ার, কাউকে 'কেয়ার' কর না দাদা ;
মেসে এসে 'কম্যান্ডিং টোন' শুনাও বামুন চাকরে।
বাবা টাকা পাঠান ফি মাসে,
ভাবনাকো এ টাকাটা কোত্থেকে আসে,
রোল্ডগোল্ডের চশমা ধর সর্ট সাইটের ভান করে।
কভু তুমি সাজো গো জামাই
পমসু, ছড়ি, আংটি, ঘড়ি, চুড়িদার জামায়,
শ্বশুর বেটার কসুর পেলে জব্দ কর তাহারে।
তুমি সাহেবের কেরানি,
কলম পিষে, তার আপিসে, কেবল হয়রানি,
তোমার কৃষ্ণ চর্ম, গলদঘর্ম, দশটা-পাঁচটা কাজ করে।
দেব্‌তা গোঁসাই মানতে না একদম,
ঠেলায় পড়ে ঢেলায় প্রণাম ভক্তি যে বিষম,
আবার কালীঘাটে মায়ের পূজা পাঠাও ফি শনিবারে।
চল্‌তে আগে ফুলিয়ে ছাতি,
লোকে মনে করতো তোমায় নবাবের নাতি!
'ওবিডিয়েন্ট সাবভেন্ট' এখন বাঙা মুখের দরবারে।
আগে ছিল কি টেরি কাটা
দশ আনা ছ-আনা দরে মাথার চুল ছাঁটা
নাকের নিচে একফোঁটা গোঁফ বাড়তে দেও না দু-ধারে।
চিরদিন তো থাকে না এ হাল,
মালুম হল যখন ক-সের ধানে ক-সের চাল,
ক্রমে ফ্যাসান ফ্যাসাদ হল দিলে তা তোবা করে।
ক্রমে দশা হইল কঠিন
ছিন্ন জামায় শতেক তালি তাও আবার মলিন,
বিদ্যার আধার পেটটি দখল করলে পিলে লিভারে।
কাচ্চা-বাচ্চা হয় কতগুলি
তখন তো আর শুনিনাকো বাদশাহি বুলি,
একে তোমার দিন চলে না কন্যাদায় আবার ঘাড়ে।

'কেলনারে-তে খেতে 'রিফ্রেসমেন্ট'
হুইস্কি-বেরান্ডি ছিল তোমার 'স্টিমুলেন্ট',
করে স্বভাব মাটি টান খাঁটি তাড়ি খাও মেটে ভাঁড়ে।
দেহ যখন চলেনাকো আর,
মনিব হুজুর বলে বাবু কর 'রিটায়ার'
শেষে নবযৌবন করতে প্রমাণ ধর গিয়ে ডাক্তারে।
সাঙ্গ হল বাবুলীলা যে-দিনে হঠাৎ
'গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম' স্মরেণ অকস্মাৎ
নাই ঘাটের কড়ি হরি-হরি শ্রাদ্ধ হয় চাঁদা করে।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ২১ হর্ষ

ক্যানভাসার

(আমার মন যদি যায় ভুলে—সুরে)

আমি পরের 'ক্যানভাসার'।
পরের জন্য পরের কাছে করি কান্না সার।
পরে দুধে চুমুক দিবে বাটি জোগাই তার।
আমি পরের জন্য চিনি বহি, ঘাস আমার আহার॥
মানুষ বলে যে মানুষকে করিনি 'কেয়ার'।
আজ নিরেস লোককে সরেস করা ব্যবসা আমার।
পরার্থ-পর আমার মতো ক-জন আছে আর।
পরে দিতে পদ ধরি পর পদ পর মোর সারাৎসার॥
ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান করিয়াছি পরিহার,
আমি অক্রোধ পরমানন্দ বিনয়ের অবতার।
কাজটি হাসিল হয়ে গেলে তখন কেবা কার।
দিব্যচক্ষে স্বরূপ আমার দেখ্‌বে পরিষ্কার॥
কবি বলে দালাল তুমি, তোমায় চেনা ভার।
তোমার পেটের জন্য ব্যবসাদারি, পেট মহাভাণ্ডার॥

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ২৫ হর্ষ

ধন

(বাউলের সুরে)

টঙ্কা বিনে কি ধন আছে সংসারে
বলরে ভাই উচ্চৈঃ স্বরে।
দিবানিশি বসি-বসি সবাই টাকা ধ্যান করে।
টাকা ভিন্ন হয় না পুণ্য মান্যগণ্য কে করে?
টাকার গুণে, মূর্খজনে, মহাজ্ঞানী নাম ধরে।
টাকা পেলে, বোবায় বলে, পঙ্গু উঠে পাহাড়ে।
কত ইউরোপীয়ান, সিভিলিয়ান, হেথায়
আছে দেশ ছেড়ে।
সভ্য রয় অসভ্য দেশে কেবলি লভ্য-তরে।
টাকার তরে চাকরি করে লাট হতে চৌকিদারে।
আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা টাকাতে করতে পারে।
মুচির যদি টাকা থাকে, সেও শুচি টাকার জোরে
বলরে ভাই উচ্চৈঃস্বরে।

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ২৮ হর্ষ

চাকরি দে মা

(রামপ্রসাদী সুরে)

চাকরি দে মা শঙ্করি।
আর বেকার বসে থাক্‌তে নারি।
মোটা মাইনে হোক বা না-হোক
থাকে যদি উপরি,
আমি দু-হাতে পূরিয়া পকেট
রোজ আনিব টাকাকড়ি।
মাস না গেলে পাই না বেতন
কিসে বল উদর ভরি,
তিরিশটি দিন শূন্য হাতে
কেমন করে সবুর করি।
যদি বল বিদ্যা শিখে
কেমনে করিবি চুরি,
যদি চুরি করেও ধনী যে মা
সেও যে পায় রায়বাহাদুরি!

বিদূষক ১৩৩০। ১ বর্ষ, ৩৩ হর্ষ

জুজুর আগমন গীতি

আজ এসেছি, আজ এসেছি, এসেছি,
বাঙালি, জনমি, জনমি, তব স্থান।
হুজুর হইতে এই জুজুর জনম শুধু
বধিবারে তোমাদের প্রাণ।
আমার জনম শুধু তোমাদের কারণে,
তোমাদের দেশে খুন বিপ্লব বারণে,
এসেছি যখন দাদা, মানিব না কোন বাধা
রাখিবই জনকের মান,
বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যে-বোস, যদি না করহ দোষ
তবু তারে দিব একটান।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ, ১৫ হর্ষ

বিদায় গীতি

(নিধুবাবুর অনুকৃতি)

তুমি যাওহে, হুজুর!
যেন আর এসো না.
যেমন ভালোবেসেছ
আর বেসো না।
তোমার স্নেহের চোটে
গা দিয়ে ঘাম ছোটে,
যে সুখ দিয়েছ সবে
রবে নিশানা।
আমাদের বুকে বসে
দাড়ি উপড়ালে কষে
এমন কষুনি যেন
আর কষো না।
বহু পুণ্যফলে বিধি
তোমা হেন গুণনিধি,
দিয়েছিল, রয়ে যাবে
তার ঘোষণা।

ভাবনা করো না আর
যারে দিয়ে গেলে ভার
তোম্‌সে বেঢ়িয়া সে যে
সাচ্চা সোনা।
কাজে হবেনাকো খাঁটি,
চালাইবে পরিপাটি
দূরে হতে যশ তার
যাইবে শোনা।
যদি কিছু ভুল করে,
চিঠিতে লিখিও তারে,—
ভুল করে যেন এদের
সনে মিশো না।

বিদূষক ১৩৩১। ২ বর্ষ ৩৬ হর্ষ

বিদূষক
দুঃখ
বার্ষিক দক্ষিণা
দুরাশা
উদর রে
তুঁহু মোর
বড়ি দুশমন
নগদ দক্ষিণা
সেবাইত (Ald-eater)
শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।
১৬ই ভাদ্র—সোমবার।
১৩৩১।

বিদূষকের প্রচ্ছদ

সেরা বিদূষকের মুখবন্ধ

ধামাধরা ও উদরপন্থীদলের মুখপত্র

সচিত্র বিদূষক

মজাদার সাপ্তাহিক

ইহাতে খোস, আমোদ

পাইবেন, অথচ

খোসামোদ

পাইবেন না।

লেখক কে কে?

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি,

ভারতচন্দ্র, দাশরথি,

কাশীরাম, কৃত্তিবাস

গুরুনানক, তুলসীদাস,

কবীরদাস, মীরাবাঈ,

নীলকণ্ঠ, মতিরায়,

স্বর্গবাসী লেখক যত

লিখবেন এতে রীতিমত

যে সব লেখক জ্যান্তে

মড়া,

মাঝে মাঝে লিখবে ছড়া।

নগদ দক্ষিণা এক পয়সা।

বার্ষিকী দেড় টাকা।

আস্তানা—১৩২ বাঘমারী রোড, কলিকাতা।

বিদূষক প্রেস।

পরিশিষ্ট ২

দাদাঠাকুরের বিজ্ঞাপন বিচিত্রার নমুনাঃ

জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপন
গৃহিণীর পত্র

প্রিয়তম!

এবার আমার শরীর ভালো নাই, খোকারও অসুখ, খুকির জ্বর, এই কটি ওষুধ আনিয়ো কলুটোলার কবিরাজ সেন মশায়দের ঘর থেকে।

জয়মঙ্গল রস খুকির জ্বরে কর্‌বে গুণ।
বাসারিষ্ট এনো খোকা, কেসে হচ্ছে খুন।
কুটজাসব এনো মায়ের রক্ত অতিসার।
সুরবল্লী কষায় এনো ঢাকতে আমার হাড়।
মকরধ্বজ সি. কে. সেনের ভেজাল কিছু নাই,
তেজস্কর ওষুধ এটা নাইকো পাড়াগাঁয়।
লইবে আর এক দ্রব্য এঁদের নিকটে।
আছে কিনা আছে দেখি বুদ্ধি তোমার ঘটে
নিয়ে আসতে পার যদি বুদ্ধি খরচ করে।
ওটা লেখা আছে স্পষ্ট করে পত্রের ভিতরে।

সাধনে **'জবাকুসুম'**/**প্রসাধনে "জবাকুসুম"**।
(অর্থ—ফুল)   (অর্থ—জবাকুসুম তৈল)

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটি পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ স্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটি আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) স্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন স্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায় ;
এব সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনেব কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য-নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশগুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছ চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক-হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ-কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

আর সাপের কামড়ে মানুষ মরে না

হাত গরুড় মোর, পা গরুড় মোর,
গরুড় সর্ব গা।
কোন্‌খানে খাবি সাপিনী বাড়িয়ে
দিলাম পা॥
হাঁ করে খাস মোকে,
পি, ব্যানার্জীর দোহাই তোকে।
কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া,
কিম্বা ডোমনা চিতি।
এদের কামড়ে লোক মরে নিতি-নিতি॥
পি ব্যানার্জী 'এন্‌টিভেনাম'
ওষুধ বাহির করে।
যে শুঁকেছে সেই বেঁচেছে সাপের কামড়ে॥
'গ্রেট বেঙ্গল ফার্মেসী' আছে মিহিজামে।
এইখানে ওষুধ পাবে একটি টাকা দামে॥
দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট ছিচল্লিশের একে।
কলিকাতার ঠিকানা এই দেখো চিঠি লেখে॥
ওষুধ শোঁকার মতো শক্তি যদি থাকে।
যেমন সাপ হোক বাঁচবে রোগী
কে মারে আর তাকে?
কারে কখন খাবে সাপে কে বলিতে পারে।
ঘর ঘর বলে রাখুন ওষুধ লাগবে উপকারে॥
তাইতে বলি শুনুন সবে সঙ্গতি যার আছে।
মহাপ্রাণী রক্ষা-তরে ওষুধ রাখুন কাছে॥

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৮১ সালের ২৬ এপ্রিল (১২৮৮ সালের ১৩ বৈশাখ) বীরভূম জেলার নলহাটি থানার অন্তর্গত সিমলান্দি গ্রামে মাতুলালয়ে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জন্ম। পৈতৃক আবাস মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের দফরপুরে। পিতা : হরিলাল পণ্ডিত। মাতা : তারাসুন্দরী দেবী। নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত হলেও তিনি সকলের কাছে দাদাঠাকুর নামেই বেশি পরিচিত।

শৈশব : বাল্যকালে মাত্র দেড়-বছর বয়সে পিতাকে এবং সাত-বছর বয়সে মাতাকে হারান। পিতৃব্য রসিকলালের অপত্যস্নেহে লালিত-পালিত হন। হরিলালের শাসন ছিল যেমন কঠোর স্নেহের স্পর্শও ছিল তেমনি কোমল। রসিকলালের কাছে ছোটোবেলা থেকে কৃচ্ছ্রসাধনার শিক্ষায় আজীবন তিনি ছিলেন: নগ্নপদ, নগ্নগাত্র, উত্তমাঙ্গে একটি উত্তরীয় ও অজানুলম্বিত ধুতি-সম্বল। রসিকলাল পণ্ডিত গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর কাছেই ছোটোবেলায় বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতের শিক্ষা। দাদাঠাকুরের এই তিনটি বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য রসিকলালের বিশেষ অবদান রয়েছে।

কৈশোরে ভর্তি হন জঙ্গিপুর হাইস্কুলে। মাসিক বেতন দেওয়ার সঙ্গতি না থাকায় স্কুল-কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে অর্ধেক বেতনে পড়ার সুযোগ লাভ করেন। পাঠাবস্থাতেই তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ। হাস্যরস তাঁর বিধিদত্ত সম্পদ—নানা সরস কবিতা ও গান রচনা করে সতীর্থদের আনন্দ দিতেন। কবিপ্রতিভার সঙ্গে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি। স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধি-চাতুর্যে নানা কৌশল উদ্ভাবন করে পাঠ্য-বিষয়ের দুরূহতার সমাধান করতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এফ.এ. পড়ার জন্য অবৈতনিক বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে প্রাইভেট টিউশন করে আহারাদির সংস্থান করতেন।

বিবাহ : পড়া শেষ হওয়ার আগেই রসিকলালের নির্দেশে এগারো বছর বয়সী প্রভাবতী দেবীকে বিবাহ করেন। দাদাঠাকুরের

জীবনে তাঁর স্ত্রী-র অবদান যথেষ্ট। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। সংসারে থেকে তিনি প্রতিনিয়ত দাদাঠাকুরের নানা কাজে সহায়তা করে গিয়েছেন। তাঁদের আট সন্তান—পুত্রেরা যথাক্রমে : সত্যেন্দ্রকুমার, বিমলকুমার, বিনয়কুমার ও অমলকুমার। কন্যারা হলেন : ইন্দুমতী, বিন্দুবাসিনী, রেণুকা ও কণিকা। স্বল্প-আয়ের মধ্যেই তাঁরা আজীবন বিলাসিতাহীন কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন।

কর্মজীবন : পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে জীবিকার প্রয়োজনে ১৯০২ সালে কলকাতা থেকে ভোলানাথ দত্তের সহায়তায় মাত্র ৪৬ টাকায় একটি পুরনো প্রেস কিনে ১৯০৩ সালে তাঁর নিজের দফরপুর বাড়িতে 'পণ্ডিত প্রেস'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। চাকরি করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বলতেন, It is better to starve than to serve। এই কারণে স্বাধীন জীবিকা হিসাবে প্রেসকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তখন থেকেই তিনি একাধারে প্রেসের প্রোপ্রাইটার, কম্পোজিটর, প্রুফ-রিডার ও ইঙ্কম্যান। ছাপানোর কাজে তাঁর একমাত্র সহযোগী তাঁর স্ত্রী। পরে কলকাতার এক সাহেবের কাছ থেকে মাত্র ১০০ টাকায় একটি প্রেস কিনে জঙ্গিপুরের রঘুনাথগঞ্জে তাঁর প্রেসকে স্থানান্তরিত করেন।

পত্রিকা-সম্পাদনা : **জঙ্গিপুর-সংবাদ** : ১৯১৪ সালে (১৩২১ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ) জঙ্গিপুরের রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় 'জঙ্গিপুর-সংবাদ' সাপ্তাহিক। এর প্রথমদিকের সংখ্যাগুলি ছিল ডিমাই চার-পৃষ্ঠার। প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম ছিল : জঙ্গিপুর সংবাদ— সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। বাৎসরিক মূল্য ১॥ টাকা, নগদ মূল্য এক পয়সা। বুধবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। শিরোনামের উপরে ছিল রাজমুকুটের ছবি—নিচে লেখা 'Loyalty and peace'। সম্পাদকীয়তে থাকত সামাজিক প্রসঙ্গ, স্থানীয় প্রসঙ্গ, মৃত্যু সংবাদ, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। তাছাড়া থাকত তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ও তির্যক-ভাষায় লেখা সমাজ ও দেশের কথা, 'হাসির কথা'-শীর্ষক নিবন্ধে মজার কাহিনী ও স্থানীয় সমস্যার কথা, 'ভূগোল', 'পুরাতত্ত্ব', 'পুরাতন কথা' নিয়ে ধারাবাহিক রচনা। সমকালীন সমাজ রাষ্ট্র ও দেশের কথা তাঁর এই পত্রিকায় স্থান পেত। সংবাদ পরিবেশন ও সাংবাদিকতার মধ্যে ছিল বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতা।

বিদূষক : দাদাঠাকুরের আর-একটি সচিত্র সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয় ১৩২৯ (৬ মাঘ, শনিবার) থেকে ১৩৩১ (৭ বৈশাখ, সোমবার) পর্যন্ত। মাত্র দু-বছরের মধ্যেই পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বাংলা সাময়িকের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। পত্রিকার সংখ্যার পরিবর্তে 'হর্ষ' কথাটি ব্যবহার করেন। পত্রিকাটি ডিমাই ৮ পৃষ্ঠার। পত্রিকার প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত থাকত চমক। মলাটে কালোরঙের ছাপা নগ্ন-গাত্র, স্ফীত-উদর ও উপবীতধারী এক ব্রাহ্মণের কার্টুন-চিত্র। তার কপালে লাল রঙে লেখা : দুঃখ, বুকে : দুরাশা, পেটে : 'উদর রে তুহু মোর বড়ি দুশমন'। আর দু-হাতে 'নগদ-দক্ষিণা' ও 'বার্ষিক-দক্ষিণা'। ব্রাহ্মণের মাথার উপরে লেখা : 'বিদূষক'। পেছনে সমুদ্র ও আকাশের প্রেক্ষাপটে উদীয়মান সূর্য। মলাটের উপর থাকত নানারকম সরস মন্তব্য—যেমন 'ধামাধরা উদরপন্থীদলের সাপ্তাহিক মুখপত্র', 'বিদূষকের সেবাইত (Aid-eater)—শ্রী শরচ্চন্দ্র পন্ডিত।' 'Satire'-এ ভরা এর সংবাদগুলি প্রকাশিত হত 'সন্দেশের ঝুড়ি' নামে। এরপরে বিদূষকের কাউন্সিল ধারাবাহিকগুলো (১৩৩১ ১৬ ভাদ্র থেকে) প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নিয়ে দাদাঠাকুরের সরস প্রতিবেদনগুলি কাউন্সিল-গঞ্জিকা, কাউন্সিল-সিদ্ধি, কাউন্সিল-চন্ডু নামে প্রকাশিত। সে যুগে কাউন্সিল-সদস্যদের (MLC —দাদাঠাকুরের মতে মালসী) নিয়ে দাদাঠাকুরের সরস রচনা: মালসী নাচ, ননকো সংকীর্তন, তোরা কে মন্ত্রী হবি আয়-ইত্যাদি। 'বিদূষক' শুধু ভাঁড়ামি করে মানুষের মন জয় করেননি—সমাজের দুর্বলতা, কদর্যতা, ন্যাকামি ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেছেন।

'বিদূষক' জঙ্গিপুরের প্রেস থেকে ছাপিয়ে এনে কলকাতায় ফেরি করতেন দাদাঠাকুর। ১৩৩১ সালে অসুস্থ স্ত্রী প্রভাবতীর জন্য কিছুদিন কলকাতার বাগমারিতে ভোলানাথ মিত্রের বাড়িতে বাসা ভাড়া নেন। তখন কিছুকাল কলকাতার 'বিদূষক প্রেস' কার্যালয় ছিল মুক্তারাম বাবুর একটি প্রেসে। সন্ধ্যাবেলা ফেরি-শেষে দাদাঠাকুর ৩৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সান্ধ্য-আড্ডায় যোগ দিতেন। সেখানে কলকাতার সব বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী,

গিরিজাকুমার বসু -প্রভৃতি সাহিত্যিক—শিবপ্রসাদ মিত্র, কালীচরণ পাল -প্রভৃতি সংগীতশিল্পী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় -প্রভৃতি অভিনেতা—নির্মলচন্দ্র ঘোষের মতো হাইকোর্টের অ্যাটর্নিদের সমাবেশ হত। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত সেই আসরে কবিতা ও গান পরিবেশন করে সকলকে আনন্দ দিতেন।

'বিদূষক পত্রিকার ১ম বর্ষ ২২ হর্ষে (১ আষাঢ় ১৩৩০) দাদাঠাকুরের 'বোতল পূজার পাঁচালি' প্রকাশিত হলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কবিতাটিতে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সুরার ক্ষতিকর দিক নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন। রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের কথা উল্লেখ করে দশটি সর্গে মদ্যপানের পরিণাম বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে চেয়েছেন। দশটি সর্গ হল : ১. সুরার উৎপত্তি, ২. শুক্রাভিশাপ, ৩ দশরথ-প্রয়াণ, ৪. সীতা-নির্বাসন, ৫. বস্ত্র-হরণ, ৬. গোধন-হরণ, ৭. সপ্তরথী-বীরত্ব, ৮. লৌহভীম-চূর্ণ, ৯. যদুবংশ-ধ্বংস, ১০. কলিযুগ-মাহাত্ম্য। পাঁচালিটি পয়ার ছন্দে রচিত—কেবলমাত্র দশরথ-প্রয়াণ ও গোধন-হরণ ত্রিপদীতে।

বোতল-পুরাণ : বোতলের মতো কালো রঙের মোটা কাগজ কেটে তারই মলাট এবং তার ভেতরে লাল রঙের কাগজে মাতালদের উদ্দেশ্যে ছাপানো একটি কবিতা। দেখতে ঠিক যেন একটি বোতল। বোতল পুরাণের দাম . দু-আনা। এই 'বোতল-পুরাণ' পুস্তিকাটি তিনি পথে ফেরি করে গাইতেন : 'আমার বোতল নিবি কে রে?/এই বোতলে নেশাখোরের/ নেশা যাবে ছেড়ে।/বোতল নিবি কে রে?' অথবা অবাঙালি ক্রেতাদের কাছে বলতেন, 'ইসমে নেহি দারু/খালি হ্যায় মিঠি ঝাড়ু/পীকে শায়েস্তা হোগা/শারাবী মাতাল॥/দো আনা পৈসা দেকে/পিয়ালামে ঢাল॥" গানের গুণে ও বোতলের আকারের আকর্ষণে 'বোতল পুরাণ'-এর অবাঙালি ক্রেতার সংখ্যাও কিছু কম ছিল না।

পয়জার : 'বোতল পুরাণ'-এর মতো নাগরা-জুতোর আকারে আর-একটি পুস্তিকা প্রকাশের ইচ্ছা দাদাঠাকুরের ছিল। এর মলাটে লেখার ইচ্ছা ছিল : 'নাম মোর পয়জার/লোকে ভয় করে যার/ব্যবহার, কিন্তু মোর মিঠে—/সাধুর চরণে থাকি—দুষমনের পিঠে।' কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে তা প্রকাশিত হয়নি। এছাড়াও তাঁর বহু লেখা, রঙ্গ-ব্যঙ্গের বহু কবিতা-গান বিভিন্ন সাময়িকপত্র—যেমন, 'বিজলী', 'আত্মশক্তি'তে প্রকাশিত হয়।

বেতারে অংশগ্রহণ :	কলকাতার বেতারে ছোটোদের বৈঠকে ও পল্লীমঙ্গল আসরেও নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করতেন দাদাঠাকুর। সেখানে তিনি সরস ভাষণ দেওয়ার পরে তাঁরই রচিত গান গাইতেন সারদা গুপ্ত। পরে তাঁর জীবন নিয়ে 'দাদাঠাকুর' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।
মৃত্যু :	আলস্য ও বিলাসিতা দাদাঠাকুরের চিরশত্রু ছিল। কঠিন সংগ্রামের মধ্যে অতিবাহিত তাঁর জীবন। ১৩৭১ সাল থেকে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে চার বছর অসুস্থ থেকে ১৩৭৫ সালের ১৩ বৈশাখ ৮৭ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেন। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন একাসনে বসেছে। বাংলাদেশে দাদাঠাকুর সব-অর্থেই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।